পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1647, Saturday, September 20, 2025 FREE www.parichoy.com

গোপনে বিএনপির সঙ্গে সমঝোতা করছে ইউনুস সরকার বললেন জামায়াত

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষায়িত পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের অনুরোধ মার্কিন দূতাবাসের, বাংলাদেশ পুলিশের আপত্তি - ৫ম পাতায়
- পুতিন আমার সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন ক্ষোভ ট্রাম্পের - ৫ম পাতায়
- ভারত-চীনসহ ২৩ দেশকে শীর্ষস্থানীয় মাদক পরিবহন ও উৎপাদনকারী দেশ ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের- ৬ষ্ঠ পাতায়
- কিউবানের হাতে ভারতীয় খুন, অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি আর সহানুভূতির জায়গা নেই বললেন ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- হামাস ধ্বংসে নেতানিয়াহুর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন আছে জানালেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্প-জিনপিং ফোনালাপে টিকটক ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা - ৭ম পাতায়
- কলকাতায় ‘কম্বাইন্ড কমান্ডারস কনফারেন্স’, বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার হুমকি ভাবছে ভারত - ৮ম পাতায়
- ডিসেম্বরে শুরু হচ্ছে এবারের একুশে বইমেলা- ৮ম পাতায়
- নির্বাচনকালীন সরকার পক্ষপাতিত্ব করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় টিআইবি-র ইফতেখারুজ্জামান- ৯ম পাতায়

‘অনুপযোগী, অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা খারিজ করে দিলেন বিচারক

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন জোহরান মামদানি

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

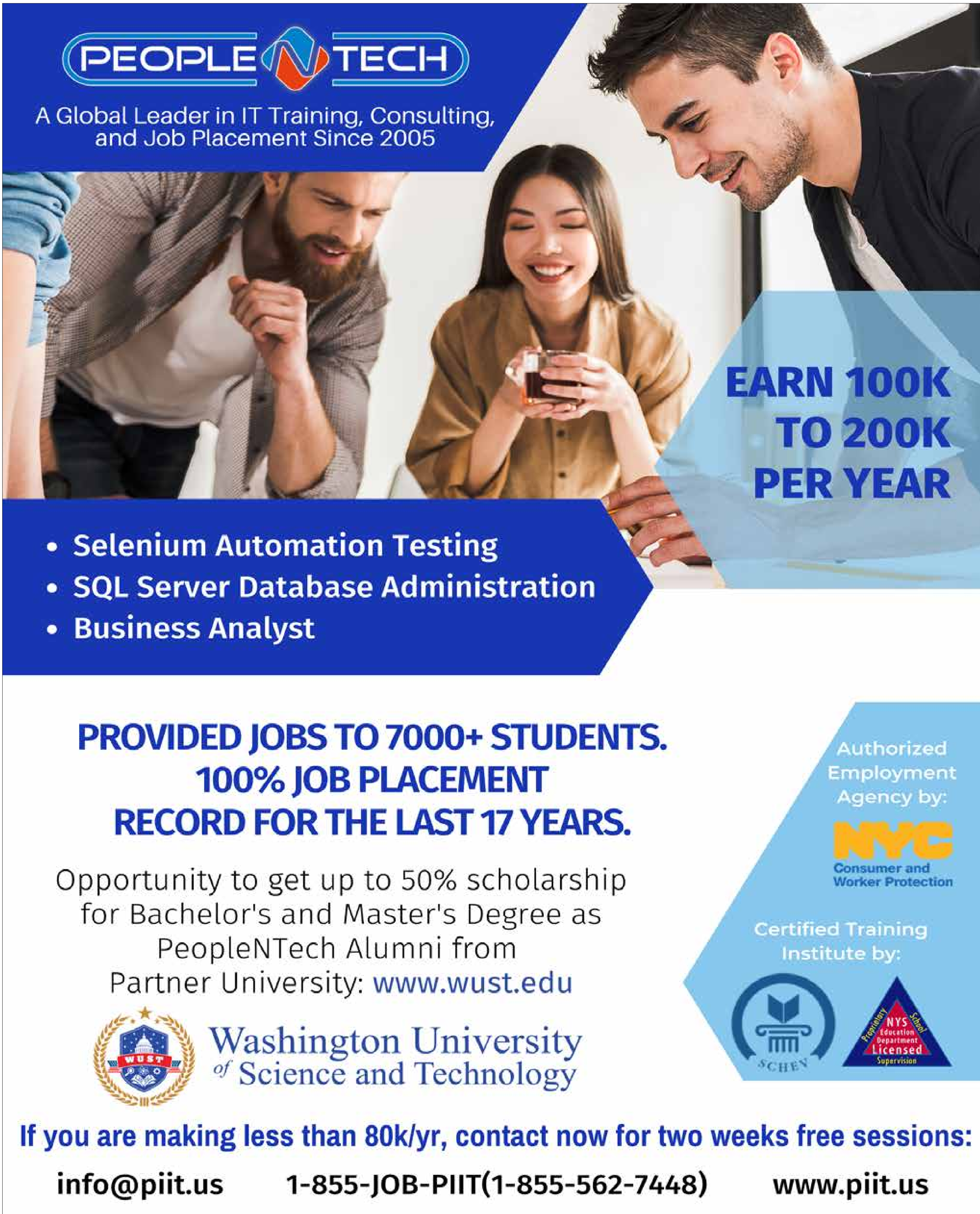
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● কিউবানের হাতে ভারতীয় খুন, অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি আর সহানুভূতির জায়গা নেই - টেক্সাসে ভারতীয় নাগরিক চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

● ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকার হলো ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি এবং হামাসের ধ্বংস। আর এই লক্ষ্যে ওয়াশিংটন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পাশে রয়েছে - মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

● ফিলিস্তিনিদের আবারও তাদের ভূমি থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে - অবরুদ্ধ গাজার জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ফিলিস্তিনিদের আবারও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির নিন্দা জানিয়ে ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ লিও

● সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে বিভাজনমূলক ও অতি-ডানপন্থি রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশি উসকে দিয়েছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই - ট্রাম্পের যুক্তরাজ্যে আগমন নিয়ে দ্য গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত নিবন্ধে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান

● ছয় মাসের মধ্যে দায়িত্ব শেষ করে পদ থেকে সরে যেতে চাই - নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি

● কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে বিএনপি নয় - বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে বিএনপি মহাসিচব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● বাংলাদেশে সবচাইতে আগে জরুরি জাতীয় নির্বাচন - রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও উপস্থাপক জিল্লুর রহমান

● সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে ‘রাজাকার’ আখ্যা দিয়ে ন্যায্যতা নস্যাৎ করা হতো - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

‘অনুপযোগী, অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা খারিজ করে দিলেন বিচারক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রভাবশালী সংবাদপত্রদ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা ১৫ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।

আদালত বলেছে, ট্রাম্প ৮৫ পৃষ্ঠার যে দীর্ঘ অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন, সেটিতে দেওয়ানি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়নি। তাই নতুন করে মামলা দায়েরের জন্য ট্রাম্পের আইনজীবীদের আদালত এক মাস সময় দিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, অভিযোগপত্রে থাকতে হবে ‘তথ্যের সংক্ষিপ্ত, সরল ও সরাসরি উপস্থাপন’। অথচ ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল ‘স্পষ্টত অনুপযোগী ও অগ্রহণযোগ্য’।

বিচারক বলেন, ট্রাম্পের আইনজীবী দল আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় মামলা দাখিল করতে পারবে, তবে সেটি সর্বোচ্চ ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, এর চার সাংবাদিক এবং প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন র‌্যান্ডম হাউসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মানহানি ও কুৎসার মামলা করেন ট্রাম্প।

মামলার এজাহারে বলা হয়, নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদন, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগের একটি সম্পাদকীয় এবং পেঙ্গুইন প্রকাশিত ‘লাকি লুজার: হাউ ডোনাল্ড ট্রাম্প স্কোয়ান্ডার্ড হিজ ফাদার’স ফরচুন অ্যান্ড ক্রিয়েটেড দ্য ইলিউশন অব সাকসেস’ বইটি ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনামের মারাত্মক ক্ষতি করেছে।

মামলার নথিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক নগরীর পরবর্তী মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানিকে দেখতে চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ও নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। আগামী নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন হতে যাচ্ছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর রোববার দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানিয়েছেন যে জোহরান মামদানির সঙ্গে ‘খোলামেলা আলোচনার’ পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত মে মাসে জোহরান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পান।

তিনি আরও লিখেন, ‘আলোচনার সময় বুঝতে পারলাম তিনিও আমার মতো এমন একটি নিউইয়র্ক চান যেখানে শিশুরা তাদের পাড়া-মহল্লায় স্বাভাবিকভাবে বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষায়িত পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের অনুরোধ মার্কিন দূতাবাসের, বাংলাদেশ পুলিশের আপত্তি

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের স্পিয়ার (এসপিইএআর) কর্মসূচির আওতায় এ বিশেষ কুইক রেসপন্স ফোর্স গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, বিশ্বব্যাপী মার্কিন কূটনৈতিক মিশন ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা জোরদার করা।

কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি বিশেষায়িত পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের স্পিয়ার (এসপিইএআর) কর্মসূচির আওতায় এ বিশেষ কুইক রেসপন্স ফোর্স গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, বিশ্বব্যাপী মার্কিন কূটনৈতিক মিশন ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা জোরদার করা। এর অধীনে নতুন বাহিনীকে জরুরি অবস্থা ও হুমকির মুখে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষণ দিয়ে বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

পুতিন আমার সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন ক্ষোভ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ সমাধানের প্রক্রিয়ায় পুতিন তাঁর সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন। তিনি পুতিনের আচরণে হতাশ। ট্রাম্পের এ মন্তব্যের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারও পুতিনের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চলমান

আলোচনার মাঝেও ইউক্রেনে সবচেয়ে বড় হামলা চালিয়ে পুতিন নিজের ‘আসল চেহারা’ দেখিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) চেকার্সে স্টারমারের সঙ্গে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প স্বীকার করেন, তিনি ভেবেছিলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমাধান করা ‘সহজ’ হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করবেন।

গত মাসে আলাস্কায় পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান থেকে চীনে তৈরি দুটি জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত বিএসসির

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চীনের শিপইয়ার্ডে তৈরি দুটি নতুন জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ। গত বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক সভায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয়। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই ও সিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

তথ্যমতে, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসসি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসির সঙ্গে একটি চুক্তি সই করবে। চুক্তির আওতায় বিএসসি হেলেনিকের কাছ থেকে চীনের একটি শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি নতুন জাহাজ কিনবে। এই দুটি জাহাজ কেনার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৯৮ হাজার মার্কিন ডলার। এ অর্থ বিএসসি নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করবে।

বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভর না করে নিজস্ব অর্থায়নে জাহাজ সংগ্রহের এই উদ্যোগকে করপোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিএসসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন জাহাজ যুক্ত হলে করপোরেশনের পরিবহন সক্ষমতা আরও বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবহনে বাংলাদেশের উপস্থিতি জোরদার হবে।

এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণও বাড়বে বলে আশা করছে সংস্থাটি।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ভারত-চীনসহ ২৩ দেশকে শীর্ষস্থানীয় মাদক পরিবহন ও উৎপাদনকারী দেশ ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ২৩টি দেশকে শীর্ষ মাদক পরিবহন ও উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ তালিকায় রয়েছে ভারত, চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বেলিজ, বলিভিয়া, মিয়ানমার, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস, জ্যামাইকা, লাওস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, পেরু ও ভেনেজুয়েলা।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, কোনো দেশের সরকার মাদকবিরোধী কার্যক্রমে ব্যর্থ হলেই শুধু এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নয়। তা ছাড়া এটি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেসব দেশের সহযোগিতার মাত্রাও বোঝায় না। এ তালিকাভুক্তি হয় প্রধানত সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখে; যা মাদক বা মাদকের উপকরণ তৈরি বা ট্রানজিটের সুবিধা দেয়। এ ক্ষেত্রে সরকার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষভাবে গত ১২ মাসে আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী প্রতিশ্রুতি পালনে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ দেশ হিসেবে আফগানিস্তান, বলিভিয়া, মিয়ানমার, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলাকে চিহ্নিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নাইটাজিন, মেথামফেটামিনসহ অন্যান্য সিন্থেটিক মাদকের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় ও ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণে এবং মাদক চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে চীনের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র ফেন্টানিল ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার করার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এসব মাদক ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মার্কিনদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করায় অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকের ওপর খেপলেন ট্রাম্প, বললেন 'চুপ'

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক সমাজকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাংবাদিকেরাই 'অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি করছে।'

সম্প্রতি এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ট্রাম্পের কাছে জানতে চান, গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি নিজের ব্যবসায় প্রেসিডেন্সি ক্ষমতার কতটা ফায়দা নিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে ট্রাম্পের সম্পদ কতটা বেড়েছে, সে বিষয়ে জানতে চান অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (এবিসি) জন লায়নস। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি জানি না।' এ সময় তিনি বলেন, তাঁর সন্তানেরা পারিবারিক ব্যবসা দেখভাল করছেন।

এ সময় ট্রাম্প জন লায়নসকে আক্রমণ করে বলেন, 'আমার মতে, আপনি এখনই অস্ট্রেলিয়ার অনেক ক্ষতি করছেন এবং তারা (অস্ট্রেলিয়া

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

গাজায় নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো, এ নিয়ে ৬ বার

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৃহস্পতিবারের (১৮ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে উত্থাপন করা ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির একটি খসড়া প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি এ নিয়ে ৬ বার গাজার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভোটো দিল।

সর্বশেষ প্রস্তাবটির খসড়ায় গাজায় অবিলম্বে নিঃশর্ত ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কথা বলা

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের সমালোচনার শিকার সাংবাদিকের পাশে অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিবিদরা

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনার শিকার হওয়া এবিসি সাংবাদিক জন লিয়ন্সের পাশে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিবিদরা।

হোয়াইট হাউসের লনে এক সংবাদ সম্মেলনের লিয়ন্স ট্রাম্পকে তার ব্যক্তিগত ব্যাবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় ঘটনাটি ঘটে। এ সময় প্রশ্নকারী সাংবাদিকের নামে আসন্ন বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের কাছে বিচার দেওয়ার হুমকিও দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্পের এই মন্তব্য নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিতে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দেশটির অর্থমন্ত্রী জিম চ্যালমার্স বলেন, 'জন লায়ন্স কেবল নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

কিউবানের হাতে ভারতীয় খুন, অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি আর সহানুভূতির জায়গা নেই - বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : টেক্সাসে ভারতীয় নাগরিক চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজ মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ হুঁশিয়ারি দেন তিন। সেখানে তিনি বলেন, 'এলিয়েন এনিমি'দের প্রতি নরম থাকার দিন শেষ। ওই পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেন, 'আমি চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার হত্যাকাণ্ডের খবর সম্পর্কে অবগত। তিনি ডালাসের একজন সম্মানিত বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু তাকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের সামনে নৃশংসভাবে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করেছে এক অবৈধ কিউবান অভিবাসী। যার আমার দেশে থাকার কথা ছিল না।'

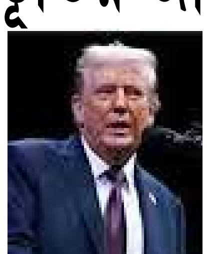

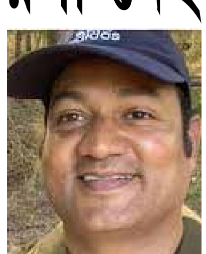

উল্লেখ্য, গত ১০ সেপ্টেম্বর ডালাসের স্যামুয়েল বুলেভার্ডের ডাউনটাউন সুইটস নামের একটি মোটেলে ভারতীয়ওই নাগরিককে হত্যা করা হয়। নিহত চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার বয়স ছিল ৪১ বছর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ওই হত্যাকাণ্ডের

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

হামাস ধ্বংসে নেতানিয়াহুর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন আছে জানালেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকার হলো ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি এবং হামাসের ধ্বংস। আর এই লক্ষ্যে ওয়াশিংটন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পাশে রয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়, জেরুজালেম সফরে গিয়ে নেতানিয়াহুর পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়া প্রকাশ্য বক্তব্যে

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প-জিনপিং ফোনালাপে টিকটক ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং টেলিফোনে কথা বলেছেন। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং টিকটকের মালিকানা হস্তান্তর ইস্যু প্রাধান্য পায়।

চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি ও শিনহুয়া জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প ও জিনপিংয়ের এটি দ্বিতীয় ফোনালাপ। আলোচনার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ না হলেও, টিকটক বিক্রি, শুল্কনীতি এবং সম্ভাব্য দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, “আমরা টিকটক ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করছি। একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।” তিনি আরও জানান,

চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বর্তমানে “খুব ভালো” অবস্থায় রয়েছে।

গত ৫ জুন ট্রাম্প জানান, প্রেসিডেন্ট শি তাকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জবাবে ট্রাম্পও শি জিনপিংকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানান। তবে এখনো কোনো পক্ষ থেকে সফরের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়নি। বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, শুক্রবারের ফোনালাপে শি জিনপিং আবারও ট্রাম্পকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

টিকটকের মালিকানা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে। তার দ্বিতীয় মেয়াদে এটি যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের একটি প্রধান আলোচ্য ইস্যুতে পরিণত হয়। সম্প্রতি স্পেনের মাদ্রিদে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ও চীনের বাণিজ্য উপমন্ত্রী লি চেংগ্যাংয়ের মধ্যে বৈঠকে টিকটকের মালিকানা হস্তান্তরের একটি প্রাথমিক কাঠামোতে একমত হওয়া যায়।

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

আফগান বিমানঘাঁটি ব্যবহারে তালেবানদের গোপনে চাপ দিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু আমরা আফগানিস্তানের জন্য নয় বরং চীনের জন্য বাগরামের নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম।’

আফগানিস্তানের বাগরামে অবস্থিত এয়ার বেস তালেবানদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার উপায় খুঁজতে জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের চাপ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন ব্যক্তি সিএনএনকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করেছে।

ট্রাম্প প্রথমবার বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) প্রকাশ্যে সেই আলোচনা উল্লেখ করেন, সাংবাদিকদের বলেন যে তার প্রশাসন বেসটি পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বেসটি কাবুলের প্রায় এক ঘণ্টা উত্তরে অবস্থিত। ২০২১ সালে আফগান সরকারের পতন ও দেশটি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান এটি দখল করে।

১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ওআমরা এটি (তালেবানকে) বিনা মূল্যে দিয়েছিলাম। আমরা এটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি, ইতোমধ্যেই”

সূত্রগুলো সিএনএনকে জানিয়েছে, বেসটি আবার মার্কিন নিয়ন্ত্রণে আনার আলোচনা কমপক্ষে মার্চ থেকে চলছিল। ট্রাম্প এবং তার শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা মনে করেন কিছু কারণে বেসটি নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সেসব কারণ গুলো হলো চীনকে নজরদারিতে রাখা। ওই বেস থেকে চীনের সীমানার দূরত্ব ৫০০ মাইলেরও কম। এছাড়া আফগানিস্তানের বিরল মাটির উপাদান এবং খনিজ সম্পদে প্রবেশাধিকার; আইএস-কে লক্ষ্য করে একটি সন্ত্রাসবিরোধী কেন্দ্র স্থাপন এবং সম্ভাব্যভাবে একটি কূটনৈতিক সুবিধা পুনরায় খোলা।

তবে এক সূত্র জানান, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আফগানিস্তানে পুনরায় মার্কিন সেনা মোতায়েন করতে হবে। আর ট্রাম্প ২০২০ সালে তার প্রথম মেয়াদে তালেবানের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, তাতে দেশের সমস্ত মার্কিন সৈন্যকে প্রত্যাহারের শর্ত ছিল।

তবে বিমানঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে তালেবান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কীভাবে আলোচনা করছে তা স্পষ্ট নয়। তবে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে তাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের এখনও কিছু প্রভাব রয়েছে।

বাকিংহামশায়ারে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন,ওআমরা এটিকে ফেরত আনার চেষ্টা করছি কারণ তাদেরও (তালেবান) আমাদের কাছ থেকে কিছু প্রয়োজন। আমরা সেই বেসটি ফেরত চাই”

ট্রাম্প পূর্বেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ২০২১ সালের মার্কিন সেনা প্রত্যাহার তার প্রশাসনের সময়

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

‘জিমি কিমেল শো’ বাতিলের পর ‘ট্রাম্প-বিরোধী’ টিভি নেটওয়ার্কেরও লাইসেন্স কেড়ে নেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে, যখন ‘জিমি কিমেল লাইভ!’ অনুষ্ঠানে কার্ক হত্যাকাণ্ড নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে কিমেল ইঙ্গিত দেন, সন্দেহভাজন হত্যাকারী ট্রাম্পের সমর্থক বা ‘ম্যাগা রিপাবলিকান’। যদিও পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী।

যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল ইনফ্লুয়েন্সার চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে জনপ্রিয় টক শো উপস্থাপক জিমি কিমেল তার অনুষ্ঠানে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন। এর জেরে ট্রাম্প প্রশাসন এবিসি টিভি নেটওয়ার্কের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিলে, তড়িঘড়ি করেওজিমি কিমেল শো” বন্ধের ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ।

কিমেলের অনুষ্ঠান বন্ধের পদক্ষেপে সমর্থন জানিয়ে ট্রাম্প আরও কয়েকটি টিভি নেটওয়ার্কের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে, রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাষ্যকার চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড নিয়ে জিমি কিমেলের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ডিজনির মালিকানাধীন এবিসি নেটওয়ার্কের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানওজিমি কিমেল লাইভ”-এর একটি পর্বে কিমেল সন্দেহভাজন হত্যাকারীকে ট্রাম্পের সমর্থক বা ওম্যাগা রিপাবলিকান” বলে ইঙ্গিত করেন। যদিও উটাহ্ প্রদেশের পুলিশ জানিয়েছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী।

কিমেলের এই মন্তব্যের পর ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (এফসিসি) এবিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। চাপের মুখে গত বুধবার এবিসি কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কিমেলের অনুষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে।

যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফেরার পথে বৃহস্পতিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের বলেনওআমি শুনেছি, টিভি নেটওয়ার্কগুলো আমার ৯৭ শতাংশ বিরোধী। তারা শুধু আমার বিরুদ্ধে নেতিবাচক খবরই প্রচার করে। অথচ

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

রুপার্ট মারডক, ব্রিটেনে ট্রাম্পের জন্য আয়োজিত রাজকীয় ভোজে যাঁর উপস্থিতি সবাইকে অবাক করেছে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে গত বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর)জমকালো এক রাজকীয় ভোজে অংশ নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘মিডিয়া মোগল’ রুপার্ট মারডকও। তাঁর উপস্থিতি ছিল অপ্রত্যাশিত। যুক্তরাজ্যের উইন্ডসর ক্যাসলের সেন্ট

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড উদযাপনকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বললেন জেডি ভ্যান্স

পরিচয় ডেস্ক : চার্লি কার্কের মৃত্যুকে ঘিরে অনুপযুক্ত মন্তব্যের কারণে শিক্ষক, সাংবাদিক, পাইলট, চিকিৎসক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীসহ অনেকেই চাকরি হারাচ্ছেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস ও হয়রানির শিকারও হচ্ছেন।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড উদযাপনকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। গত সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর ওদ্য চার্লি কার্ক শো”-তে

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

কলকাতায় ‘কম্বাইন্ড কমান্ডারস কনফারেন্স’, বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার হুমকি ভাবছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক : ভুটান ও মিয়ানমার ছাড়া বাংলাদেশ, চীনসহ বাকি পাঁচ প্রতিবেশী দেশকে নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় চলমান ‘কম্বাইন্ড কমান্ডারস কনফারেন্সে’ ভারতের নিরাপত্তা মহল জানিয়েছে, বাংলাদেশের তথাকথিত ‘উগ্রপন্থি তৎপরতার উত্থান’, পাকিস্তানের ‘জঙ্গি অর্থায়ন’, চীনের সঙ্গে ‘সীমান্ত অচলাবস্থা’ এবং নেপালের ‘রাজনৈতিক অস্থিরতাকে’ ভারতের বড় সংকট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) কলকাতায় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৩ দিনব্যাপী এ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এ বছর এর মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘ইয়ার অব রিফর্মস-ট্রান্সফরমিং ফর দ্য ফিউচার’। ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের এ ফোরামে শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব একসঙ্গে বসে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির রূপরেখা তৈরি করে। খবর দ্য টেলিগ্রাফের।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ভারতের প্রতিবেশী বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক

পরিস্থিতি দেশের জন্য নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তিনি আরও বলেন, এসব ইস্যু ছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলোয় ভারতবিরোধী মনোভাব, যা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলোও সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই ফোরামে গভীরভাবে আলোচনা হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেশের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব বিস্তারিত পর্যালোচনা করছে। চীন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল ও দক্ষিণ চীন সাগরে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে। লাদাখ, অরুণাচল ও সিকিম সীমান্তে চীনা সেনাদের সঙ্গে চলমান অচলাবস্থা ভারতের জন্য পরোক্ষ হুমকি তৈরি করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা এবং দুই দিক থেকে (পাকিস্তান ও চীন-পাকিস্তান) সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়া। পাশাপাশি নেপাল, বাংলাদেশ ও চীন সীমান্তসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা চলছে।’

দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে নিরাপত্তা মহলের সূত্রগুলো ভারতের পূর্ব সীমান্তে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলোকে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন সুবিধা বাড়ছে, পাবেন দ্বিতীয় স্ত্রী-স্বামীও, মিলবে চিকিৎসা সহায়তা

পরিচয় ডেস্ক : সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পেনশন ভোগরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করলে মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীকেও পারিবারিক পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব জাতীয় বেতন কমিশনে পাঠানো হবে। একইসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে পেনশন সংক্রান্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষরদান ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের বিষয়টি অর্থ বিভাগ পর্যালোচনা করবে।

সরকারি চাকরিজীবী পেনশন ভোগরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করলে মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় স্ত্রী অথবা স্বামীও নিয়ম অনুযায়ী পেনশন পাবেন। পাশাপাশি শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী কর্মকর্তাদের পেনশন পুনঃস্থাপনের নির্ধারিত অপেক্ষাকাল ১৫ বছর থেকে কমিয়ে ১০ বছর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জটিল রোগে আক্রান্ত হলে পেনশনাররাও সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে চিকিৎসা সহায়তা পাবেন।

চাকরি শেষে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও নতুন সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠক করে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, পেনশনভোগী কর্মকর্তা মারা গেলে তার প্রথম স্ত্রী বা স্বামী আজীবন পেনশন পান। শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের ক্ষেত্রে পুনঃস্থাপনের জন্য অপেক্ষাকাল ১৫ বছর। এছাড়া এখন পর্যন্ত জটিল রোগে আক্রান্ত হলে পেনশনাররা সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে চিকিৎসা সহায়তা পেতেন না।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন,ওশতভাগ পেনশন সমর্পণকারীরা সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেনশন পুনঃস্থাপন না করে মারা গেলে তাদের স্বামী/স্ত্রী বা যোগ্য উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরের বিষয়টি অর্থ বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেব

এ সিদ্ধান্ত সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নেওয়া হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইতালিতে তিন দিনে নতুন করে ৫০০ অভিবাসী, তালিকায় বাংলাদেশিরাও

পরিচয় ডেস্ক : মাত্র তিন দিনে ১০টি নৌকায় চেপে ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ লাম্পেদুসায় অন্তত ৫০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী পৌঁছেছেন। এই সময়ে উদ্ধার করা হয়েছে দুই অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ। গত সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে ওই অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ইতালিতে পৌঁছান বলে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে আট মিটার দীর্ঘ একটি নৌকা থেকে ৪৪ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে ইতালির ফিন্যান্সিয়াল গার্ড। ওই নৌকা থেকেই দু’জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নৌকাটিতে মিসরীয়, ইরিত্রিয়ান, ইথিওপিয়ান, গাম্বিয়ান এবং আলজেরিয়ান অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ছিলেন।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে তিনজন হাইড্রোকার্বন জনিত বিষক্রিয়ায় ভুগছিলেন; তাদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর মরদেহ দু’টি কালা পিসানা সিমেট্রির মর্গে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানেই ময়না তদন্ত হওয়ার কথা রয়েছে। এই দুই অভিবাসনপ্রত্যাশীও হাইড্রোকার্বন জনিত বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাতের লাম্পেদুসায় আসে আরও অন্তত পাঁচটি নৌকা। সবমিলিয়ে সেখানে অন্তত ৩০০ জন অভিবাসী *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৭৬ বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক : লিবিয়ার বেনগাজি থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাদের। লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ১৭৬ জন বাংলাদেশি। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে তারা দেশে ফেরেন।

লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তাদের দেশে ফেরানো হয়।

লিবিয়ার বেনগাজি থেকে আজ সকালে বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাদের। তারা অনিয়মিতভাবে লিবিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

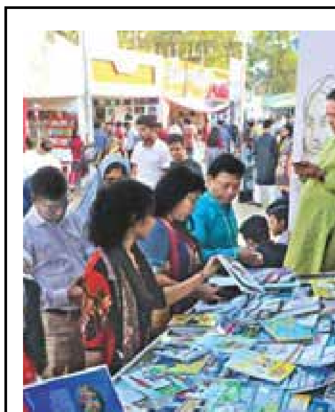

ডিসেম্বরে শুরু হচ্ছে এবারের একুশে বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বইমেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। আগামী ডিসেম্বর মাসে এবারের অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাংলা একাডেমির *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনকালীন সরকার পক্ষপাতিত্ব করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় টিআইবি-রইফতেখারুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক : নির্বাচনকালীন সরকার যদি পক্ষপাতিত্ব করে, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নির্বাচন কমিশন বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এসব বলেন তিনি। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলো যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না চায়, তাহলে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা কঠিন হবে। এজন্য নির্বাচনে পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা জরুরি।”

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ অনেকেই এখন প্রশাসনে আছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, “পতিত সরকারের এজেন্ট বা সহযোগীরা প্রশাসন ও আইন সংস্থায় নেই—এটা বলা যাবে না।”

“আমাদের অবকাঠামো বলতে গভর্নেন্সের সুশাসন ও জবাবদিহিতা, সরকার ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, সততা, শুদ্ধাচার সুত্যাচার,

ট্রান্সপারেন্সি ও অ্যাকাউন্টেবিলিটি—এ সবকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। এটা শুধু গত ১৬ বছরের নয়, প্রায় ৫৪ বছর ধরেই এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে দ্বিগুণ দলীয় প্রভাবের মধ্যে আনা হয়েছে, পেশাগত বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলোকে কখনো কার্যকর করা হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর করে রাখা হয়েছে।” যাদের দীর্ঘদিন বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের অবস্থান ফিরে পাওয়ার মধ্যেও দলীয়করণ প্রতিস্থাপিত হয়েছে উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি মনে করি না প্রশাসনের আইন সংস্থায় যারা আছেন, তারা শতভাগ পক্ষপাতদুষ্ট। কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন, যারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।” তার মতে, এই তিন ধরনের শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যেই প্রশাসন এগোচ্ছে এবং তারা নিজেদের ভূমিকা পালন করবে। তবে এটিকে রাতারাতি পরিবর্তন করা কিংবা পুরো প্রশাসন নতুন করে সাজানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, “আমাদের সময় দিতে হবে, যেন একটি স্থিতিশীলতা তৈরি হয় এবং নতুন ধরনের পেশাদারিত্ব গড়ে ওঠে।”

আলোচনা চলমান থাকা অবস্থায় জামায়াত ও অন্যান্য দলের কর্মসূচি অহেতুক চাপ সৃষ্টি করছে

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, “বিএনপি পিআরের পক্ষে নয়। বাংলাদেশে পিআরের প্রয়োজনীয়তা নেই। জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনা চলছে। অনেক বিষয়ে বিএনপি একমত হয়েছে।”

বিএনপি আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান চায়। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন-ও আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিসহ কয়েকটি দাবিতে জামায়াতসহ কয়েকটি দলের বিক্ষোভ সমাবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি মনে করি এটার (কর্মসূচির) কোনো প্রয়োজন ছিল না। আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। আলোচনা চলমান অবস্থায় এ ধরনের কর্মসূচির অর্থ হচ্ছে অহেতুক চাপ সৃষ্টি

করা। যা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও শুভ নয়।”

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজপথে কর্মসূচি দিলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে নাকি—প্রশ্ন রাখেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, “আওয়ামী লীগের পতনের পর কোনো ইস্যুতে আমরা রাজপথে আসিনি। আমরা বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

গোপনে বিএনপির সঙ্গে সমঝোতা করছে ইউনুস সরকার বললেন জামায়াত

পরিচয় ডেস্ক :জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ পাঁচ দফা দাবিতে দেশের সাত বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে জামায়াত নেতারা বলেছেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপে সংস্কার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ওই বিশেষ রাজনৈতিক

শক্তির প্রভাবে মাথানত করছে সরকার। এর প্রতিবাদেই জামায়াতসহ সমমনা দলগুলো আন্দোলনে নেমেছে।

শুক্রবার ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহে এসব বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেন।

সমাবেশে অংশ নিয়ে নেতারা সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, এই পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে কারও “ফ্যাসিস্ট” হয়ে ওঠার সুযোগ থাকবে না।

এর ভেতর রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার অন্তর্বতী সরকারের উদ্দেশে বলেন, “একদিকে জুলাই সনদ করবেন, অন্যদিকে গোপনে বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

জুলাই সনদের আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি দল বারবার বাধা সৃষ্টি করছে

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম পরোয়ার

পরিচয় ডেস্ক : বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ফটক থেকে দলটির বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ার বলেন, “দেশের রাজনীতিতে যে স্বচ্ছ নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা, সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে জামায়াত। রাজপথে ও কমিশনে-দুই ক্ষেত্রেই কাজ করছে। কিন্তু একটি দল বারবার বাধা সৃষ্টি করছে জুলাই সনদের আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে।”

তিনি বলেন, “তারা বলছে, এখন কী দরকার—নির্বাচনের পর করা

যাবে। অথচ তাদের কারণেই এখনও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড গড়ে ওঠেনি। আমরা বলেছি, নির্বাচনের আগেই সাংবিধানিক আদেশ ও গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। না হলে দেশ এক মহাদুর্যোগে পতিত হবে।”

তিনি আরও বলেন, “যারা এখনই বলে নির্বাচনের পর সব আইন ও সংস্কার মুছে দেবে, জনগণকে তাদের ভোটের মাধ্যমেই বিচার করতে হবে। এই সংস্কার যদি নির্বাচনের আগেই না হয় এবং বিদ্যমান কাঠামোয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আবারও ফ্যাসিবাদের উত্থান হবেই।”

মিয়া গোলাম পরোয়ার বলেন, “জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তি না থাকায় এখনও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন মির্জা ফখরুলসহ ৪ রাজনীতিবিদ

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ৪ রাজনীতিবিদ।

বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) সদস্যসচিব আখতার হোসেন প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে জন্য প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে নিউইয়র্কে পৌঁছাবে।

২৩ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সাধারণ আলোচনা ও অন্যান্য বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

তিন মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৭.৩৫ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : জুন প্রান্তিক শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে মোট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১১২ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। মার্চ প্রান্তিকে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৪ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চ প্রান্তিক থেকে জুন প্রান্তিক পর্যন্ত শেষ তিন মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৭ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশই গেছে সরকারি খাতে।

জুন প্রান্তিক শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে মোট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১১২ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। মার্চ প্রান্তিকে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৪ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার।

এই সময়ে সরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও, নতুন বিনিয়োগ না থাকায় বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ কমেছে ১১০ মিলিয়ন ডলার।

চলতি বছরের জুন মাসে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি), জাপান ও ওপেক ফান্ডসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে ।

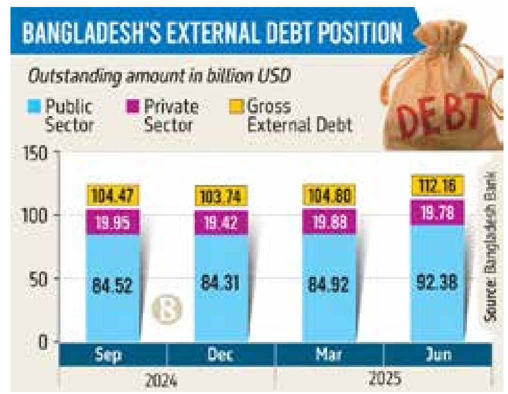

অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একাধিক দাতা সংস্থা থেকে অর্থ ছাড়ই সরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধির মূল কারণ।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ওবিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ এসেছেড়যেমন আইএমএফ থেকেই ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে। এছাড়া বাজেট সহায়তার জন্য বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও এআইআইবি থেকে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার এসেছে। এ অর্থগুলো সরকারের বৈদেশিক ঋণে যুক্ত হয়েছে৷

তিনি জানান, এ অর্থপ্রবাহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকেও স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে, ফলে ডলারের বিনিময় হার তুলনামূলকভাবে স্থির রয়েছে।

জাহিদ হোসেন আরও বলেন,ওএসব ঋণের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন ব্যয় মেটাতে পেরেছে। বাজেট অর্থায়নেও এর বড় ভূমিকা রয়েছে৷

বিদেশি ঋণের সঠিক ব্যবহার না হলে বাড়বে ঋণের বোঝা

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, কারণ এর বড় অংশই বরাদ্দ হয় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে। বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ভারতের ‘অদৃশ্য বাধা’র মুখে ব্যাহত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানিকারকরা সম্প্রতি ভারতের অদৃশ্য এক অশুল্ক বাধার মুখে পড়েছেন, যা বৈশ্বিক বাজারে নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর পথে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরে দিল্লি, বেঙ্গালুরুসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত বিদেশি বায়ারদের আঞ্চলিক অফিসে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো পোশাকের স্যাম্পল ভারতের কাস্টমস পরীক্ষার নামে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখছে, কখনোবা একেবারেই ছাড় করছে না। কখনও তিন সপ্তাহ পর্যন্ত দেরি করা হচ্ছে, আবার অনেক সময় একেবারেই আটকে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে স্প্যারো গ্রুপের মতো রপ্তানিকারকরা বাধ্য হচ্ছেন স্যাম্পল বিমানে লোক মারফত পাঠাতে, যা কুরিয়ার খরচের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি ব্যয়বহুল।

গত বছর প্রায় ৩০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে স্প্যারো গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম বলেন, ‟এটা নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার (অশুল্ক বাধা) ছাড়া কিছু না। বাধ্য হয়ে আমাদের ফ্লাইটে হ্যান্ড ক্যারি করতে হচ্ছে।চ

এমন এক সময়ে এ বাধা তৈরি করা হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির পরিবর্তনের ফলে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রচুর অর্ডার আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে, আবার গত আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কয়েক মাস যাবত দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেও শীতলতা বিরাজ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির সুবিধা কাজে লাগানোর পথে বাধা

রপ্তানিকারকরা আশঙ্কা করছেন, এ প্রতিবন্ধকতা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তুলনামূলক শুল্ক সুবিধাকে ম্লান করে দিতে পারে। কারণ মাঙ্গো, লিভাইস ও মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের মতো ব্র্যান্ডগুলো সময়মতো নমুনা অনুমোদন না পেলে অর্ডার দেয় না। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

লোকসানের ভয়ে ভারতে ইলিশ পাঠাচ্ছেন না বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

পরিচয় ডেস্ক : ভারতে রপ্তানি নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের ইলিশ মোকামে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। রপ্তানি শুরুর পরদিন গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) থেকে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা ইলিশ কিনছেন না। তাদের দাবি, চড়া দামে কিনে কম দামে রপ্তানি করায় লোকসান হচ্ছে। এ ছাড়া কলকাতার বাজারে পর্যাপ্ত ইলিশ থাকায় সেখানকার ব্যবসায়ীদের ইলিশ কিনতে আগ্রহ নেই। এদিকে রপ্তানিকারকরা ইলিশ না কেনায় গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর)পাইকারি মোকামে দাম কমেছে প্রতি মণে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। যদিও খুচরা বাজারে এর প্রভাব নেই। আগের মতোই বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

আমদানিতে কমলেও রপ্তানিতে থামছে না বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার কোনোভাবেই থামছে না। আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থপাচার হয়েছে। এর সিংহভাগ হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরও এ প্রবণতা থামানো যায়নি। রপ্তানির আড়ালে এখনও প্রচুর অর্থপাচার হচ্ছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পরিদর্শনে উঠে এসেছে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদনেও অর্থপাচারের তথ্য আসছে। এমন পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার ঠেকাতে ব্যাংকগুলোকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অধিকতর পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে, যাতে বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপোচার রোধ করা যায়। এদিকে পাচারকৃত টাকা উদ্ধারে অন্তর্বতী সরকার নতুন একটি আইন করার উদ্যোগ নিলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে পাচারের টাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়া থমকে আছে।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, দেশ থেকে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থপাচার হয়, তার প্রায় ৭০-৮০ শতাংশই হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে। ওভার ইনভয়েসিং (আমদানিতে মূল্য বেশি দেখানো) এবং আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের (রপ্তানিতে মূল্য কম দেখানো) মাধ্যমে এসব অর্থপাচার হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশ থেকে পাচার হওয়া মোট অর্থের প্রায় ৭৫ শতাংশই বাণিজ্যর মাধ্যমে হয়। আমদানি ও রপ্তানির সময় মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এই বিপুল অর্থপাচার হচ্ছে। অন্যদিকে ২০২৪ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬, নতুন রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে কোটি টাকার বেশি জমা থাকা হিসাবের সংখ্যা আবারও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের মার্চ শেষে এই ধরনের হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২১ হাজার ৩৬২টি। জুন শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টিতে। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৫ হাজার ৯৭৪টি কোটিপতি হিসাব।

এই সময়ের মধ্যে দেশে ব্যাংক হিসাবের মোট সংখ্যা ১৬ কোটি ৫৭ লাখ ৬৮ হাজার ৮২১টি থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬ কোটি ৯০ লাখ ২ হাজার ৬৭১টি। অর্থাৎ, নতুনভাবে প্রায় ৩২ লাখ ৯৫ হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। একই সময়ে ব্যাংক বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা: জেন-জি বিপ্লবের পরবর্তী টার্গেট কে?

পরিচয় ডেস্ক : নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একের পর এক যুব-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়েছে। প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব বিদ্রোহকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে একটি প্রজন্মড়ৃয়ারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতি আর অচল ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

গত সপ্তাহেই নেপালে হাজারো তরুণ-তরুণী রাজধানী কাঠমান্ডুতে রাস্তায় নামে। সরকারের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত আন্দোলনের সূচনা ঘটালেও প্রকৃত ক্ষোভ জমে ছিল বৈষম্য, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকে ঘিরে।

তিন দিনের বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ৭০ জনেরও বেশি নিহত হয়। ক্ষুব্ধ জনতা পার্লামেন্ট ভবন, রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাসভবন এমনকি নেপালের বৃহত্তম গণমাধ্যম অফিসেও আগুন দেয়। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য হন।

অন্যদিকে, একই সময়ে প্রবাসী নেপালি তরুণরাও ডিসকর্ড অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন ভোটে অন্তর্বতী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের নজির গড়েন। বিশ্লেষকদের মতে, এটাই প্রমাণ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থেকেও জেন-জি নিজেদের কণ্ঠ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে।

এর আগের বছর, ২০২৪ সালে, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।

তবে পুলিশের দমন-পীড়ন ও শত শত মানুষের মৃত্যু আন্দোলনকে রূপ দেয় সরকারের পতনের দাবিতে। ছাত্রনেতারা আল্টিমেটাম দিলেও আন্দোলন ছিল ছড়িয়ে থাকা একাধিক নেতৃত্ব কাঠামোয়।

সরকারের ইন্টারনেট বন্ধ করা, দমননীতি কিংবা ভয়ভীতি কোনো কিছুই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতের উদ্দেশে দেশত্যাগ করেন।

বাংলাদেশেরও আগে, ২০২২ সালে, শ্রীলঙ্কা ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। বৈদেশিক ঋণ খেলাপি হয়ে পড়া দেশটিতে দিনে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রী ব্রিজিত নারী, মার্কিন আদালতে ‘বৈজ্ঞানিক প্রমাণ’ দেবেন মাখোঁ

পরিচয় ডেস্ক : ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ স্ত্রী ব্রিজিত মাখোঁ যে একজন নারী, তা প্রমাণ করতে মার্কিন আদালতে ছবিসহ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপনের পরিকল্পনা করছেন এই দম্পতি।

তাদের আইনজীবী জানান, ডানপন্থি ইনফ্লুয়েন্সার ক্যান্ডেস ওয়েন্সর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন মাখোঁ দম্পতি। ওয়েন্স প্রচার করেছিলেন, ব্রিজিত মাখোঁ আসলে পুরুষ হিসেবে জন্মেছিলেন। এই মামলাতেই ফরাসি প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন নথি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চীন ও রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে পশ্চিমা বিশ্ব কেন হিমশিম খাচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক : পোল্যান্ডের আকাশে রুশ ড্রোন হামলা থেকে দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের দাপটুএই পরিস্থিতিতে স্নায়ুযুদ্ধের পুরনো প্রতিরোধ কৌশলগুলো কতটা কার্যকর, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

গত কয়েকমাস ধরে বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। একদিকে যেমন রাশিয়ার ড্রোন পোল্যান্ডের আকাশসীমায় ঢুকে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোকে পরীক্ষা করছে, তেমনি অন্যদিকে দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের আগ্রাসী তৎপরতা পশ্চিমা দেশগুলোর সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের প্রতিরোধ কৌশলগুলো কি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে কার্যকর? বিসশ্লেষকদের কী মত?

গত ৯-১০ সেপ্টেম্বরের রাতে রাশিয়া যখন প্রায় দুই ডজন ড্রোন পোল্যান্ডের আকাশসীমায় পাঠায়, তখন ন্যাটো জোট দেখিয়ে দেয় তারা কতখানি প্রস্তুত। জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ডের যৌথ বাহিনী যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং একটি অত্যাধুনিক নজরদারি বিমান দ্রুত মোতায়েন করে খুব সফলভাবে সেগুলোকে ভূপাতিত করার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।

ন্যাটোর ইতিহাসে এটি ছিল জোটভুক্ত কোনো দেশে সবচেয়ে বড় আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা। ইউরোপীয় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়ে কমছে জন্মহার, তবে আতঙ্কের কিছু নেই

পরিচয় ডেস্ক : আজও অনেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে ধনী দেশগুলোতে এখন উল্টো দুশ্চিন্তা বেড়েছেড় জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার। বহু সন্তানের জনক ইলন মাস্ক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ‘নিম্ন জন্মহারই সভ্যতার অবসান ঘটাবে।’ ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ‘দ্য পপুলেশন বম্ব’ বইতে জীববিজ্ঞানী পল আরলিশ লিখেছিলেন, মানুষ এত দ্রুত বংশবিস্তার করছে যে খাদ্য শেষ হয়ে যাবে এবং শত শত কোটি মানুষ অনাহারে মারা পড়বে। এমনকি তিনি বাড়তি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

লন্ডনে বিশাল অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভ; বক্তব্য দিলেন মাস্ক, চাইলেন ব্রিটেনের সরকার পরিবর্তন

পরিচয় ডেস্ক : গত শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সেন্ট্রাল লন্ডনে অভিবাসনবিরোধী সমাবেশে ১ লাখেরও বেশি বিক্ষোভকারী ইংল্যান্ড ও ব্রিটেনের পতাকা হাতে নিয়ে পদযাত্রা করেছেন। এ সময় তারা পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে জড়ান। সাম্প্রতিক সময়ের যুক্তরাজ্যে অন্যতম বৃহত্তম ডানপন্থী বিক্ষোভ মনে করা হচ্ছে একে।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, অভিবাসনবিরোধী কর্মী টমি রবিনসনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইউনাইট দ্য কিংডম’ নামক এই পদযাত্রায় প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার মানুষ অংশ নেন। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ মানুষই ছিল শ্বেতাঙ্গ।

একই সময়ে আয়োজিত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচন কমিশন ২০২৫ ইং

দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

১১৮ বেভারলী রোড, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২১৮

নির্বাচনী তফসিল

দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক এর সম্মানীত সদস্য ও সদস্যা বৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সোসাইটির গঠন তন্ত্র মোতাবেক আগামী ২৬শে অক্টোবর ২০২৫ ইং রোজ রবিবার সামিতির একটি কর্মতৎপর ও গতিশীল কার্যকরী পরিষদ গঠন কল্পে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে । আপনারা যথা সময়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া একটি শক্তিশালী কমিঠি গঠন করিবেন, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা ।

বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
নির্বাচন	২৬শে ই অক্টোবর, ২০২৫ ইং রবিবার	সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত	পি.এস. ১৭৯, ২০২ এভিঃ-সি, ব্রুকলিন
মনোনয়ন পত্র বিতরণ	২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং রবিবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
মনোনয়ন পত্র দাখিল	২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং মঙ্গলবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
মনোনয়ন পত্র বাছাই	২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং বুধবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং বৃহস্পতিবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং শুক্রবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়

নির্বাচনের নিয়মাবলী

১) প্রার্থীকে অবশ্যই বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির বকেয়া চাঁদা ২০২৫ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত থাকিতে হইবে ।

২) নির্বাচনে প্রার্থী হইতে হইলে অবশ্যই ভোটার তালিকায় নাম থাকিতে হইবে ।

৩) প্রত্যেক প্রার্থীর একজন প্রস্তাবক এবং একজন সমর্থক থাকিতে হইবে এবং প্রস্তাবক, সমর্থকদের বকেয়া চাঁদা ২০২৫ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত থাকিতে হইবে ।

৪) প্রার্থীকে সদ্যতোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি- মনোয়ন পত্রের সংগে জমা দিতে হইবে ।

৫) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী একই পদে একাধিক প্রার্থীকে প্রস্তাব, অথবা সমর্থন করিতে পারিবেন না । প্রস্তাব বা সমর্থন করলে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে ।

৬) প্রার্থীদেরকে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে হইবে ।

৭) যুক্তরাষ্ট্রের আইনে গুরুতর অপরাধ, যেমনঃ অর্থ প্রতারণা, খুন, নারী নির্যাতন ও শিশু নির্যাতন, ড্রাগ সংক্রান্ত এবং সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলাকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে অথবা অনৈতিক কোন কর্ম কান্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে কার্যকরী কমিটিতে প্রার্থী হইতে পারিবেন না, এ ক্ষেত্রে সোসাই-টির গঠনতন্ত্রের ১৯ ধারা মানিয়া চলিতে হইবে ।

৮) প্রার্থীকে অবশ্যই ১৮ বৎসর বা তদুর্ধ বৃহত্তর নোয়াখালীর বাসিন্দা এবং সোসাইটির নিয়মিত সদস্য হইতে হইবে ।

৯) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক পদে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে আমেরিকার বৈধ- রেসিডেন্ট, যেমনঃ সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ডধারী হইতে হইবে ।

১০) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থীতার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমপদে দায়িত্বরত অবস্থায় প্রার্থীর অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে । উল্লেখ্য পদ থেকে পদত্যাগ পূর্বক নির্বাচনে অংশ গ্রহন করিতে পারিবেন ।

১১) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পর পর ২ বারের বেশী নির্বাচিত হইলে একই পদে ৩য় বার প্রার্থী হইতে পারিবেন না ।

১২) সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক পদে প্রার্থীতার ক্ষেতে সোসাইটির ৩ বছরের নিয়মিত সদস্য পদ থাকিতে হইবে ।

১৩) দায়িত্বরত ট্রাষ্টি বোর্ড ও নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনী প্রচার কার্যে অংশ নিতে পারিবেন না ।

১৪) উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে চাহিলে স্ব স্ব পদ থেকে পদত্যাগ করিয়া কমিটির ছাড়পত্র প্রদান সাপেক্ষে নির্বাচন করিতে পারিবেন ।

১৭টি পদে নিম্নলিখিত হারে মনোনয়ন ফি (অফেরত যোগ্য) জমা দিতে হইবে ।

পদের নাম	পদের সংখ্যা	ডলার
সভাপতি	১জন	২,২০০.০০
সহ-সভাপতি	২জন(প্রতিজন)	১,৯০০.০০
সাধারন সম্পাদক	১জন	২,০০০.০০
সহ-সাধারন সম্পাদক	১জন	১,৬০০.০০
অর্থ সম্পাদক	১জন	১,৫০০.০০
সহ-অর্থ সম্পাদক	১জন	১,৩০০.০০
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন	১,৪০০.০০
প্রচার সম্পাদক	১জন	১,৩০০.০০
ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ	১জন	১,৩০০.০০
ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি	১জন	১,৩০০.০০
দপ্তর সম্পাদক	১জন	১,৩০০.০০
কার্যকরী সদস্য	৫জন(প্রতিজন)	৬০০.০০

১৫) কমিশন কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী, আচরণ বিধি-এবং নির্বাচনী ফলাফলসহ, নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সকল প্রার্থীকে মানিয়া চলিতে হইবে ।

১৬) প্রত্যেক প্রার্থীকে নগদ ১৫০ ডলার (অফেরত যোগ্য) জমা দিয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে মনোনয়ন পত্র ও নগদ ১৫০ ডলার (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়া হালনাগাদ ভোটার তালিকা সংগ্রহ করিতে হইবে ।

১৭) একই ব্যক্তি একাধিক পদে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারিবেন । তবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পূর্বে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় সীমার ভিতরে একটি পদ রাখিয়া বাকী পদ থেকে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিতে হইবে, এ ক্ষেত্রে তাহার মনোনয়ন ফি ফেরত দেওয়া হইবে না ।

১৮) প্রত্যেক ভোটার স্ব শরীরে, উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদান করিবেন ।

১৯) মেশিনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে ।

২০) ডাক যোগে কোন প্রকার ভোট গ্রহণ করা হইবে না ।

২১) বৈধ আইডি ছাড়া কোন প্রকার ভোট গ্রহণ করা হইবে না । আইডিঃ যেমনঃ বাংলাদেশী পাসপোর্ট, ইউএস পাসপোট, স্টেট আইডি, ইউএস ড্রাইভারস লাইসেন্স, গ্রীন কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট এবং স্কুল আইডি । কোন সদস্য সদস্যার উল্লেখিত আইডি নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে সোসাইটির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত সনদ পত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে পারিবেন ।

২২) কোন প্রার্থী ভোট পুনঃ গণনা করিতে চাহিলে তাহাকে (অফেরতযোগ্য) নগদ ১,০০০/- ডলার নির্বাচন কমিশন বরাবরে জমা দিয়ে আবেদন করিতে হইবে । উল্লেখ্য যে, গঠনতন্ত্রের ধারা ২১/২ অনুযায়ী অভিযোগকারীর অভিযোগ নিস্পত্তি করিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের ১,০০০ ডলারের বেশী ব্যয় করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ অভিযোগ কারিকে বহন করিতে হইবে ।

২৩) ভোট প্রদানে অক্ষম বা নিরক্ষর/অন্ধ ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার জন্য নির্বাচন কমিশন মহিলা ভোটারদের জন্য মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার এবং পুরুষ ভোটারদের জন্য পুরুষ প্রিসাইডিং অফিসার সহযোগিতা করিবেন, অথবা উল্লেখিত ব্যক্তিদের স্বামী, স্ত্রী, ছেলে অথবা মেয়ে যে কোন একজন সহযোগীতা করিতে পারিবেন ।

২৪) নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ করা যাইবে না । কেন্দ্র সহ কেন্দ্রের চারিদিকে, কেন্দ্র সংলগ্ন ফুটপাতেও নির্বাচনী কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হইবে ।

২৫) নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক / রেডিও অথবা উচ্চ শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র, কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।

২৬) নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থক কোন প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করিলে তাৎক্ষনিক ভাবে তাহা স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে জানানো হইবে ।

২৭) প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি (Agent) নিয়োগ করিতে পারিবেন । সে ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে শুধু মাত্র ১ জন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন । নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ ইং সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০ টার মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী তাহার প্রতিনিধি (Agent) এর নাম নিয়োগ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট (সমিতির কার্যালয়) জমা দিতে হইবে । এবং প্রতিনিধি (Agent) এর নাম ২০২৫ ইং সালের ভোটার লিষ্টে থাকিতে হইবে ।

২৮) প্রতিদ্বন্দী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হইলে, সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কতৃক টাই ভোট প্রদানের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে ।

২৯) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ নির্বাচন কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে । তদন্ত সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইবেন ।

৩০) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রচারনা, নির্বাচনের ৭২ ঘন্টা পূর্বে অবশ্যই বন্ধ করিতে হইতে ।

(৩১) নগদ ৩০০ ডলার জমা দিয়ে জালভোট চ্যালেঞ্জ করিতে পারিবেন ।

(৩২) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে, নির্বাচনী তফশিল অথবা সোসাইটির গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকিলে, ঐ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য করা হইবে । কমিশন নির্বাচনের স্বার্থে যে কোন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিয়া সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে । সুষ্ঠ ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য কমিশন বদ্ধপরিকর । যে কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে ।

৩৩) প্রার্থীকে অবশ্যই মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় উল্লেখিত মনোনয়ন ফি নগদ জমা দিতে হইবে । উল্লেখ্য যে, কোন প্রকারের চেক, মানি অর্ডার অথবা ব্যাংক চেক গ্রহণ করা হইবে না ।

৩৪) প্রত্যেক প্রার্থীর নামের প্রথম বর্ণানুক্রমে (Alphabetically) ধারাবাহিকভাবে প্যানেল সমূহের তালিকা ব্যালট শিটে সাজানো হইবে ।

৩৫) সংবিধানের ৩য় পরিচ্ছেদের ধারা ১১:৬ সংশোধন করে, কার্যকরী পরিষদের মেয়াদকাল ৩ বৎসরের পরিবর্তে ৪ বৎসর করা হলো ।

ধন্যবাদান্তেঃ

মোহম্মদ সোহেল (হেলাল)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার,
ফোনঃ ৩৪৭-৯৮৫-৪৭৩৬

মোহম্মদ আব্দুল মান্নান
নির্বাচন কমিশন
৯১৭-২২৫-২৭৭২

মোঃ ফারুক আহমেদ
নির্বাচন কমিশনার
৫১৬-৮২৮-৩২৪৪

এ.কে.এম. ইব্রাহীম চৌধুরী
নির্বাচন কমিশন
৯১৭-৩৫৫-৫০৩২

মোঃ মোস্তাক হোসেন (মোশারেফ)
নিঃর্বাচন কমিশন
৩৪৭-৫৫৭-৬৫১২

আমেরিকানদের হাতে সময় আছে মাত্র ৪০০ দিন

টিমোথি গার্টন অ্যাশ

আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপে ফিরেছি এক প্রবল উদ্বেগ নিয়ে। ফেরার সময় আমার মনে হয়েছে আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমীদের হাতে দেশটির গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই শুরু করার জন্য আর মাত্র ৪০০ দিন হাতে আছে।

আগামী বছরের শরতে যদি এমন এক কংগ্রেস গঠিত হয়, যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতার লাগাম টানতে পারবে, তাহলেই নির্বাহী ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের প্রস্তুতির জন্য পরের ৭০০ দিন কাজে লাগানো যাবে। এটাই এই প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার একমাত্র পথ। এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'আমেরিকান গণতন্ত্র রক্ষার অভিযান'ড়্প্রথম ধাপ ও দ্বিতীয় ধাপ।

এটাকে কি বাড়াবাড়ি বা আতঙ্ক ছড়ানো বলা যায়? আমার মনে হয় না। কারণ, গত গ্রীষ্মে সাত সপ্তাহ আমেরিকায় কাটিয়ে আমি দেখেছি ট্রাম্প কী ভয়ানক গতিতে ও নির্মমতায় দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে ভেঙে দিচ্ছেন। আরও হতাশাজনক ব্যাপার হলো তাঁর বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিরোধ প্রায় নেই বললেই চলে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলে, একবার কোনো উদার গণতন্ত্র ভাঙতে শুরু করলে সেটিকে পুনর্গঠন করা প্রায় অসম্ভব। ধ্বংস করা সহজ, কিন্তু নতুন করে গড়া ভীষণ কঠিন।

তাই দল বা মত যাই হোক, সব গণতন্ত্রপন্থীরই এখন কামনা করা উচিতড় ২০২৬ সালের ৩ নভেম্বর প্রতিনিধি পরিষদ ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে ফিরুক। ডেমোক্র্যাটদের নীতি বা নেতৃত্ব নয় (যা নিজেই দুর্বল ও এলোমেলো); বরং গণতন্ত্রের স্বার্থেই তা ফিরুক।

সংবিধান কংগ্রেসকে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী করেছে। কিন্তু রিপাবলিকানরা (যাঁরা এখন ট্রাম্পের ভয়ে ও প্রভাবে বন্দী) যতক্ষণ দুই কক্ষই নিয়ন্ত্রণে রাখবে, ততক্ষণ সেই দায়িত্ব পালিত হবে না।

অনেকে এই পরিস্থিতির সঙ্গে তিরিশের দশকের ইউরোপের কর্তৃত্ববাদী উত্থান বা হাঙ্গেরির ভিক্তর অরবানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কৌশলের তুলনা করছেন। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমেরিকার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন নির্বাহী শাখার অতিরিক্ত ক্ষমতা, নির্বাচনী সীমানা কারসাজি, রাজনৈতিক সহিংসতার গভীর শিকড়, আর এক স্বৈরশাসককে সহায়তা করে এমন চরম পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্টের অতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ে শঙ্কার বিষয়টি নতুন কিছু নয়। এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তা ছিল। বিপ্লবী যুদ্ধের নায়ক প্যাট্রিক হেনরি সংবিধান অনুমোদনের বিরোধিতা করেছিলেন এই আশঙ্কায়, কোনো একদিন কোনো অপরাধী প্রেসিডেন্ট কার্যত 'আমেরিকার সিংহাসনে' বসে পড়তে পারেন। পরে ২০ শতকে দুই দলের প্রেসিডেন্টই ধীরে ধীরে সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অস্পষ্ট 'নির্বাহী ক্ষমতা' আরও বাড়াতে থাকেন।

সাম্প্রতিক সময়ে রক্ষণশীল সুপ্রিম কোর্টও এই ক্ষমতার ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়ে 'ইউনিটারি এক্সিকিউটিভ থিওরি'র পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এখন ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৭ সালের মতো অপ্রস্তুত নয়। এই বাড়তি ক্ষমতা ও ফাঁকফোকর নির্মমভাবে কাজে লাগাচ্ছে তারা। তারা এখন আইন ভাঙছে, আদালতের রায় মানছে না।

একইভাবে নির্বাচনী সীমানা কারসাজির সমস্যাও বহু পুরোনো। 'গেরিম্যান্ডারিং' (নির্বাচনী এলাকার সীমানা এমনভাবে কারসাজি করা, যাতে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বাড়তি সুবিধা পায়) শব্দটি চালু হয়েছিল ১৮১২ সালে। কিন্তু আজকের বিভক্ত আমেরিকান রাজনীতিতে এটা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা দেয়, তারা দলীয় গেরিম্যান্ডারিং ঠেকাতে পারবে না, শুধু বর্ণভিত্তিক কারসাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। এর ফল হলো এখন ট্রাম্পের সরাসরি নির্দেশে টেক্সাসে এমনভাবে সীমানা বদলানো হচ্ছে, যাতে রিপাবলিকানরা পাঁচটি অতিরিক্ত আসন পায়।

জবাবে ক্যালিফোর্নিয়া বলছে, তারাও পাল্টা কারসাজি করে ডেমোক্র্যাটদের পাঁচটি আসন বাড়াবে। অর্থাৎ নির্বাচনের মতো মৌলিক প্রক্রিয়াতেও এখন ন্যায্যতার ভান পর্যন্ত নেই।

সহিংসতা যুক্তরাষ্ট্রে এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে ইউরোপের কোনো দেশ তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। প্রায় প্রতিদিনের খবরেই কোনো না কোনো সহিংস অপরাধের খবর থাকে। আর তার সঙ্গে ভয়াবহ স্কুলে গুলিবর্ষণের ঘটনা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্রের সংখ্যা মানুষের চেয়ে বেশি। ফ্রান্স রাজনৈতিক নাটক উপভোগ করে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নাটক হলো ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

শাসক বদল নয়, ব্যবস্থার বদল জরুরি

মযহারুল ইসলাম বাবলা

স্বৈরাচার কাকে বলে? প্রশ্নটির সাধারণ উত্তর- অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী মাত্রই স্বৈরাচার। এ কথা সত্য বটে। তবে নির্বাচিত সরকার স্বৈরাচার নয়, এটা বলাও আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক নয়। সামরিক শাসকরাই কেবল স্বৈরাচার, নির্বাচিত সরকারগুলো গণতান্ত্রিক, আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তা বলে না। মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ হরণ করে রাষ্ট্রের নানা বাহিনী লেলিয়ে দেশ শাসনের অগণতান্ত্রিক নজির নির্বাচিত সরকারগুলোও করতে কসুর করেনি।

তাই নির্বাচিত সরকারগুলো স্বৈরাচারের কলঙ্কমুক্ত বলার উপায় নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা প্রতিটি সরকার কমবেশি স্বৈরাচারী আচরণের নজির রেখেছে।

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশবাসী তাদের মৌলিক অধিকার কখনও ভোগ করতে পারেনি। ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার অংশ মাত্র। পূর্ণাঙ্গ নয়। নির্বাচিত সরকারের আমলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ কোনোভাবেই নিশ্চিত হয়নি। সে বিবেচনায় নির্বাচিত সরকারগুলোকেও গণতান্ত্রিক বলার উপায় নেই। অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আমরা অতিক্রম করেছি স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর।

আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ বীর শহীদের আত্মদান এবং শত-সহস্র নারীর সম্ভ্রম হারানোর ত্যাগে ভূখণ্ডের স্বাধীনতা এসেছে। তবে সব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত হয়নি। কেবল শাসক বদল হয়েছে। ভিনদেশি শাসকের স্থলে স্বদেশি রাজনৈতিক ও সামরিক শাসক পেয়েছি। এতে রাষ্ট্রের সব বিধিব্যবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। ১৫ আগস্টের ইতিহাসের কলঙ্কজনক রক্তাক্ত ঘটনার পর সামরিক শাসকরা দীর্ঘ মেয়াদে দেশ শাসন করেছেন।

অনেক আত্মদান-ত্যাগের বিনিময়ে নব্বইয়ের সফল গণ-অভ্যুত্থানে জাতি সামরিক স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল। আশা ছিল, দেশে গণতান্ত্রিক সুবাতাস বইবে।

কিন্তু সামরিক স্বৈরাচারমুক্ত দেশে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার সামরিক সরকারের সংস্কৃতিমুক্ত হতে পারেনি। দেশ শাসনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে দেশ শাসন করেছে। নির্বাচিত হলেও তাদের গণতান্ত্রিক কিন্তু বলা যাবে না। সামরিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থারই বেসামরিক সংস্করণ মাত্র।

দেশে এখন নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে হট্টগোল বেধেছে। তর্ক-বিতর্ক এবং সংঘাতেরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে সর্বমহলে তোলপাড় চলছে। অথচ দেশবাসীর দুর্ভোগ-দুর্গতি নিয়ে কেউ শঙ্কিত নয়। তাদের বাঁচা-মরা নিয়েও নেই কারও সামান্য উদ্বেগ-চিন্তা।

সরকার ও রাজনৈতিক দলের তো নেই-ই। এমনকি তথাকথিত সুশীল সমাজেরও এ বিষয়ে মুখে শব্দ নেই। কেবল নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে নানা কথামালার সীমাহীন আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবিতে সব রাজনৈতিক দল অতীতে সোচ্চার হয়েছিল, করেছিল আন্দোলন-সংগ্রাম- ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার সে ব্যবস্থা বাতিল করেছিল। অন্যদিকে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কেবল অগ্রাহ্যই করেনি, একতরফা প্রহসনমূলক নির্বাচন পর্যন্ত সম্পন্ন করেছিল। কী নির্মম পরিহাস, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অগ্রাহ্যকারী বিএনপি জোট পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে মাতম করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে সে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছিল। এমনকি সে নির্বাচন হতেও দেবে না বলেছিল।

শাসক শ্রেণির দুই প্রধান দলের ক্ষমতায় থাকা আর না থাকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে দেশবাসীর চিঁড়ে চ্যাপ্টা হওয়ার দশা। অথচ দেশবাসীর ভোটেই এদের যে কোনো এক দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পরম্পরা চলছিল। অর্থাৎ জনগণই নির্ধারণ করেছে তারা শাসক দুই দলের কোন দল দ্বারা শাসিত-নিগৃহীত হবে। সেটা নির্ধারণের জন্যই নির্বাচন।

দেশের এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এযাবৎকালে কোনো নির্বাচনই ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রতিবার নির্বাচনে শাসকদলের বদল হয়েছে কিন্তু জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। শাসকদলের আদর্শিক মতপার্থক্য কিন্তু নেই। উভয় দল পুঁজিবাদের অনুসারী-অনুগামী এবং সাম্রাজ্যবাদে অনুগত। বাইরে তারা ভিন্ন হলেও ভেতরে কিন্তু সমানে সমান।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

উত্তেজনা ও মারামারিই যেন আমাদের নিয়তি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

গাছ আর মাছ যে এক নয়, সে কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? আকাশ ও পাতালের ব্যবধান। ও চলে ঊর্ধ্বমুখে; এ চলে নিম্নে। আরও কত কত ব্যবধান দুইয়ের মধ্যে। বৃক্ষ আমরা রোপণ করি; লালন করি যত্নে। তার সঙ্গে কত মৈত্রী আমাদের! জীবনকেও তো বৃক্ষ বলা হয়েছে। তাকে মনে করা হয়েছে বৃক্ষের মতো সজীব, বিকাশমান, মৈত্রীপ্রবণ, সৌন্দর্যবিলাসী। বৃক্ষপাগলেরা পাগল নয়; বিলাসী। তারা পাত্র নয় পরিহাসের কিংবা করুণার। বরঞ্চ দাবিদার উচ্চ প্রশংসার। বিশেষ করে এ যুগেঅভাব ও লোভের কুঠার যখন অত্যন্ত ব্যস্ত বৃক্ষকে নির্মূল করার কর্তব্যে।

মাছের ব্যাপারটা আলাদা। নিচে থাকে; নিম্নমুখী সে। দেখি না, জানি না। তবে এটা জানি, থাকে সে অন্ধকারে। খায় নানা অখাদ্য। গায়ে তার আঁশটে গন্ধ। পচলে আর রক্ষে নেই। কোথায় ফেলব, কত দ্রুত ফেলব তাই ভেবে অস্থির হই। সৌন্দর্য? আছে বোধ করি। যদি রাখা যায় অ্যাকুয়ারিয়ামে। তার বাইরে কতক্ষণ বাঁচে মাছ যে তার সৌন্দর্য দেখব? সরকারি উদ্যোগে যে মৎস্য পক্ষ উদযাপন চলে, তার পোস্টারে লেখা দেখি দুটি স্লোগান রুপালি মৎস্য সচ্ছলতার উৎস এবং মৎস্য আইন মেনে চলুন মৎস্য সম্পদ রক্ষা করুন। বক্তব্য দুটি আসলেই ভ্রান্ত। কেননা, মাছ রুপালি কি সোনালি, একি আমাদের দেখবার সময় আছে, সরকার মনে করে? রুপালি কি সোনালি দেখলেও দেখি চকিতে, এক নিমেষে। আমাদের চোখ থাকে অন্যত্র। সাইজটা কী, ওজনটা কত, ডিম হবে কী হবে না, টাটকা নাকি বাসি এবং দাম কত; কিনতে পারব কি পারব না। সবটাই রসনার সঙ্গে যুক্ত।

ওইখানে মাছের সঙ্গে পাখির ব্যবধান। পাখির সব কিছুই সুন্দর। তার গান, তার ওড়া দুটোকেই ঈর্ষা করি আমরা। যেমন তার গানের গলাকে, তেমনি তার ওড়ার ক্ষমতাকে। আমাদের নেই। আহা, আমরা যদি পাখি হতাম! গান গাইতাম অনন্তকাল ধরে কিংবা উড়ে যেতাম আকাশের পর আকাশ ভেদ করে। মাছকে ঈর্ষা করে কে? সুন্দর চোখের উপমায় পাখি তো আসেই, এমনকি পটোলও আসে। পটোলচেরা চোখ সে কম ব্যাপার নয় সৌন্দর্যশাস্ত্রে। কিন্তু মাছের মতো চোখ? ও বাবা, সে তো ভয়ানক ব্যাপার। সে-চোখ মৃতের কিংবা ভাবলেশহীন নির্বোধের।

একটু সরে এসেছি। ওই যে পাখিতে-পাওয়া, তাই পেয়েছিল আমাকে। মাছে ফেরা যাক। মাছকে বলেছেন রুপালি, সে-বলাটা নাকচ হয়ে গেল। মাছকে বলেছেন সচ্ছলতার উৎস। মিথ্যা কথা। কার জন্য সচ্ছলতা আনছে মাছ? আমরা যারা মৎস্যপ্রিয়, তারা দাম দিতে দিতে অস্থির। জেলেরা পয়সা করছে মাছ বেচে। তাই বুঝি? কই; জেলেপল্লি তো সে-কথা বলে না। সেখানে পয়সার চেয়ে পয়সার অভাব বেশি প্রকট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তবু একবার খবর নিয়েছিলেন। উপন্যাস লিখে। আমরা খবরও রাখি না কী তাদের দশা।

আমাদের এক পাঞ্জাবি গভর্নর ছিলেন। পাকিস্তান আমলে। কী বুঝতে কী বুঝলেন, খুব সরগরম করলেন মাঠঘাট চাষি ভাই, জেলে ভাই বলে। বোধ করি ধারণা হয়েছিল তাঁর যে, আমরা পূর্ববঙ্গীয়রা ওই দুটো জিনিসই বুঝি, ধান ও মাছ। ভাত দাও, মাছ দাও। ব্যস, হয়ে গেল, আর কিছু চাইবে না। তা নিতান্ত মিথ্যা বলেননি। ওরে বাঙালি, তুই তো পুঁটি মাছের কাঙাল। মাছ-ভাতই তোর আদি, অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য। ডাল-ভাত একটা রাজনৈতিক আওয়াজ; তাকে যদি বলতে চান ভাঁওতাবাজি তবে তর্ক করব না। দুধ-ভাতের আশা রাখি না, কিংবা তা সন্তানকেই খাওয়ানো যাবে যদি পাই; ডাল-ভাত নয়, মাছ-ভাত দিন, খেয়ে বাঁচি। মাছ কারও সচ্ছলতা আনবে, এ কথা বলবেন না। ধান যেমন কৃষককে ধনী বানায় না, মাছও তেমনি জেলেকে বড়লোক করবে না। কি রাজনীতিতে, কি সমাজে; কৃষকের তুলনায় বহু বহু গুণ উপেক্ষিত হচ্ছে জেলেরা। আর ওই যে বলা হচ্ছে মৎস্য আইন মেনে চলুন; এটাও কোনো কার্যকর বক্তব্য নয়। আইনের প্রসঙ্গ উঠলেই বিপদ। লোকে বেআইনিটা করতে প্রমত্ত হবে। আইন দেখলেই লোকে ক্ষেপে যায় দেখেছি। ভাঙার জন্য লাঠিসোটা খোঁজে। আর সম্পদ রক্ষা করা? কার সম্পদ কে রক্ষা করে? সম্পদ মানেই তো ব্যক্তিগত। একের সম্পদ অপরের জন্য বিপদ। এসব ফেলে সোজা কথা বলা ভালো ছিল। সেটা হলো, আমরা মৎস্যনির্ভর। মাছ ছাড়া আমাদের চলে না, চলবে না। আমাদের বাঙালিত্ব, মনুষ্যত্ব সবই যাবে খারিজ হয়ে। অতএব আসুন, চাষ করি মাছের। নিজে বাঁচি, অন্যকে সাহায্য করি বাঁচতে।

কিন্তু সেটা বলা হবে না। বলা হবে সৌন্দর্যের কথা; বলা *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

সেবার রাজনীতি' যেভাবে 'খয়রাতি মন' তৈরি করে

আলতাফ পারভেজ

উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে ছাত্র সংসদ (ডাকসু ও জাকসু) নির্বাচনের পর দেশজুড়ে নাগরিক সমাজে অনেক ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। যে বিতর্কগুলো জাতীয় নির্বাচনের বেলায়ও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সে জন্য সমাজে এসব আলোচনা হওয়া দরকার আছে।

সব বিতর্ক একসঙ্গে আলোচনায় না এনে আলাদাভাবে বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে পারি আমরা। যেমন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দান-অনুদানের কদর ও নির্বাচনে তার প্রভাব নিয়ে কথা হচ্ছে। আপাতত এ বিষয় এবং এর রাজনৈতিকুঅর্থনীতি নিয়ে ভাবতে পারি আমরা।

ডাকসু, জাকসু ও রাকসু হলো শিক্ষার্থীদের ইউনিয়ন। পেশাগত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরুকষাকষি করে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস জীবন স্বস্তিকর করাই এসব ইউনিয়নের প্রকৃত লক্ষ্য। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাত্রদের দাবিদাওয়া আদায় করে দেওয়াই ছাত্র সংসদের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থায় সংসদের বিধান সে জন্যই রাখা হয়েছে। এটা অনেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 'সিবিএ'র মতো।

কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিকসংগঠন থাকতে পারে; কিন্তু শ্রমিকেরা তাদের মধ্য থেকে কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট বা সিবিএ হিসেবে বেছে নেয় কয়েকজন কর্মীকে। ডাকসু, জাকসু ও রাকসুতেও শিক্ষার্থীদের তাই করার কথা। ডাকসু, জাকসু ও রাকসুর কাজ হলো ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দেওয়া। এখন প্রশ্ন হলো ইউনিয়ন নেতৃত্ব যদি সরকার, রাষ্ট্র বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায়ের বদলে নিজেরাই ভিন্ন কোনো উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের জন্য সেবা ও সুবিধা বাড়াতে চেষ্টা করে, তাহলে সমস্যা কী? এর কি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচনী অধ্যায়ের পূর্বাপর অনুসন্ধান করে অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলছেন, বিদ্যাপীঠগুলোতে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বাছাইয়ের নির্বাচনে দান-অনুদানে যুক্ত সংগঠন ও প্রার্থীরা ভোটে এগিয়ে ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষির চেয়ে নিজেরাই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীবান্ধব কিছু পদক্ষেপ নিয়ে সেবাধর্মী সংগঠনগুলো বাড়তি ভোট পেয়েছে। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প থেকে শুরু করে হলে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র বসানো পর্যন্ত অনেক কাজ করছে কোনো কোনো সংগঠন। তাদের বক্তব্য, শিক্ষার্থীরা এসব কাজ পছন্দ করছেন। তাঁরা এরকম দান-অনুদানে যুক্তদের ভোটে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে মনে হয়েছে।

এ রকম যুক্তি ও অনুমান যেহেতু অনেকের কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে, সেই কারণে এই সিদ্ধান্তে আসাও সহজ হয় যে অতীতে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় দেখে নেতৃত্ব পছন্দ করতেন, এখনকার পছন্দের মানদণ্ড তার চেয়ে ভিন্ন।

এর ফল হিসেবে পরের অধ্যায় অনুমান করা কঠিন নয়। জাতীয়ভাবেও হয়তো অনেক সংগঠন এখন দান-খয়রাতধর্মী সেবামূলক কাজের দিকে বেশি ঝুঁকবে। সে ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন তো উঠতে পারে, ক্যাম্পাসে হোক বা অন্যত্র হোক, এসব সেবাধর্মী কাজের খরচ কারা জোগান দেবে বা দিচ্ছে?

শিক্ষার্থীদের পক্ষে ওয়াশিং মেশিন কিনে হলগুলোর তলায় বসানো সম্ভব নয়। হঠাৎ হঠাৎ গরু কিনে জিয়াফত আয়োজনও সহজ নয়। তাহলে নিশ্চয়ই বাইরের কোনো উৎস থেকে তারা এই অর্থ পাচ্ছে বা নিচ্ছে।

শত শত শিক্ষার্থীকে ইফতার করানো বা উপঢৌকন দেওয়াও বাইরের আর্থিক সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। তার মানে এ ধরনের সেবাধর্মী তৎপরতা শুধুই ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক বিশুদ্ধ কোনো বিষয় নয়। এর ক্যাম্পাসবহির্ভূত একটি অন্তর্জাল অবশ্যই আছে; কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের এত অন্তর্জাল খোঁজার 'টাইম নেই'। সুবিধাটা নগদ নগদ তাঁরা পছন্দ করছেন।

যেমন এখন ঢাকা শহরে গণপরিবহনের স্বল্পতা একটি বিশাল সমস্যা। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও খোদ রাজধানীতে সে রকম কোনো স্বস্তিকর ব্যবস্থা কোনো সরকার করতে পারেনি বা করেনি। এসব নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-দুঃখ আছে। এখন কোনো রাজনৈতিক দল বা তার ছায়ায় পুষ্ট কোনো 'সামাজিক সংগঠক' যদি ঢাকায় বিনা মূল্যে ১০০ বাস নামায়, তাতে সাধারণ মানুষ খুব খুশি হবেন।

এ রকম খরচ ও সেবার একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি থাকতে পারে। নিদেনপক্ষে এর মাধ্যমে সমাজে মতাদর্শিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা তো থাকবেই; কিন্তু বিপন্ন মানুষ, নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের অত *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

KARNAFULLY HOME CARE

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

কফি নাকি চা, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কোনটি ভালো?

পরিচয় ডেস্ক : কফি কিংবা চা- দুই পানীয়ই প্রতিদিনের জীবনের অংশ। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কোনটি উপকারী, সেই প্রশ্ন নিয়ে অনেকের দ্বিধা থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, কফি ও চা উভয়েরই স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে। তবে আসল বিষয় হলো, এগুলো কীভাবে পান করা হচ্ছে।

কফি ও ডায়াবেটিস

বিভিন্ন গবেষণা বলছে, নিয়মিত কফি পান টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সামান্য কমাতে পারে। কফিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক।

ব্ল্যাক কফিতে ক্যালরির পরিমাণ খুব কম, ফলে এটি ওজন বাড়ায় না। তবে দিনে তিন থেকে চার কাপের বেশি কফি খেলে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া বা ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- কফিতে চিনি, ক্রিম বা মিষ্টি দুধ মিশিয়ে খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর।

চা ও ডায়াবেটিস

গ্রিন টি-তে থাকা 'ক্যাটেচিন' নামক উপাদান ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ব্ল্যাক টি এবং হারবাল টি-ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে, যা হৃদস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

চায়ে কফির তুলনায় ক্যাফেইনের পরিমাণ কম, তাই হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিতে থাকা রোগীদের জন্য চা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বিকল্প হতে পারে। তবে দুধ চা বা চিনি মিশ্রিত চা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। আবার কিছু হারবাল টি রক্তচাপের ওষুধ বা রক্ত তরলকারী ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে পারে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।

মূল বার্তা

কফি ও চা- দুটিই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে, যদি তা পরিমিত মাত্রায় এবং চিনি ছাড়া পান করা হয়। কফি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, আর চা কম ক্যাফেইনের সুবিধা দেয়। তবে কোনটি গ্রহণ করবেন, তা নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ও পানীয়টি কীভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে তার ওপর।

শরীর সুস্থ রাখবে যে শাক

পরিচয় ডেস্ক : শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শাক রাখা চাই। কারণ শাকের গুরুত্ব অপরিসীম। শাক শুধু স্বাদই বাড়ায় না, বরং পুষ্টিগুণে ভরপুর হওয়ায় শরীরের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। এ বিষয়ে পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরনের শাক অন্তর্ভুক্ত করলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হজমশক্তি উন্নত হয় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

পুষ্টিবিদরা আরও বলেন, এ শাকগুলো প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। তবে শাক ভালোভাবে ধুয়ে এবং সঠিকভাবে রান্না করে খাওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, শাক বেশি সিদ্ধ করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে পারে, তাই হালকা ভাপে বা সামান্য রান্না করে খাওয়া ভালো।

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবারের তালিকায় শাকের বিশেষ স্থান রয়েছে। এখানে আমরা এমন পাঁচটি শাকের কথা বলব, যা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখলে স্বাস্থ্য ও স্বাদ দুই-ই সমৃদ্ধ হবে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিনের খাবারে যে পাঁচটি শাক রাখলে স্বাস্থ্য ও স্বাদের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটবে:

পালংশাক

পালংশাক সবচেয়ে জনপ্রিয় শাকের মধ্যে একটি। এটি আয়রন, ভিটামিন এ, সি এবং কে-এর চমৎকার উৎস। পালংশাক রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। পুষ্টিবিদরা বলেছেন, পালংশাক হজমশক্তি উন্নত করে এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর, যা ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। বাঙালিরা পালংশাক দিয়ে তরকারি, ভাজা বা স্যুপ তৈরি করে খান। এটি আলু বা পনিরের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়।

পুঁইশাক

পুঁইশাক বাঙালির ঘরে ঘরে প্রিয় খাবার। এটি ফাইবার, ভিটামিন এ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। পুঁইশাক হজমশক্তি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এটি আলু, বেগুন বা ইলিশ মাছের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া যায়।

পুঁইশাকের ডাঁটা দিয়ে তৈরি তরকারি বাঙালির রান্নাঘরে বিশেষ জনপ্রিয় খাবার। এই শাক প্রতিদিন খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

রক্তচাপ থেকে নানান জটিলতা

পরিচয় ডেস্ক : রক্তচাপ কী? রক্ত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করার জন্য প্রেশার বা চাপপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। চাপপ্রয়োগের মাধ্যমে রক্ত হার্ট থেকে রক্তনালির মাধ্যমে সারা শরীরে পৌঁছে যায়।

এ প্রক্রিয়ায় রক্ত প্রবাহের চাপ হার্ট তার মাংসপেশি সংকোচনের মাধ্যমে চাপপ্রয়োগ করে রক্ত প্রবাহ পরিচালনা করে থাকে। তবে রক্ত হার্ট থেকে যত দূরে যেতে থাকে রক্তচাপও আনুপাতিক হারে কমতে থাকে। রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহের সময় রক্তনালির দেয়ালে প্রবাহ বরাবর চাপ ও পার্শ্বচাপ-এ দুই ধরনের চাপ পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসকরা হাতে এক ধরনের বায়ু ধারণে সক্ষম বন্ধনী পেঁচিয়ে তার মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে চাপের সৃষ্টি করে। হাতের ভিতরে থাকা রক্তনালি চুপসে দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে তারপর চাপ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট চাপের আর চুপসানো রক্তনালিটি খুলে যায় এবং আবার রক্ত প্রবাহ শুরু হয়ে যায়। এ পরিমাণ চাপকে সিস্টলিক রক্তচাপ বলে পরিমাপ করা হয়। বন্ধনীতে চাপ আরও কমাতে থাকলে একপর্যায়ে রক্তনালি সম্পূর্ণভাবে খুলে যায়।

এ পরিমাণ চাপকে ডায়াস্টলিক প্রেশার বলা হয়। হাই প্রেশার কেন হয় তা পুরাপুরিভাবে এখনো জানা সম্ভব হয়নি। রক্তচাপ নীরবে-নিভৃতে বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে, উচ্চ রক্তচাপের বা হাই প্রেশারের জন্য কোনোরূপ লক্ষণ বা সিমটম পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেকে মনে করেন ঘাড় ও মাথাব্যথা প্রেশারের লক্ষণ। এর একটা যুক্তি আছে যে, কোনো ব্যক্তি টেনশন বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলে শরীরে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যাকে এককথায় ট্রেস হরমোন বলা হয়। এ হরমোনের প্রবাহে রক্তচাপ সাময়িক বৃদ্ধি পেতে পারে এবং টেনশনের জন্য মাথা, ঘাড়ব্যথা হতে পারে। টেনশন স্থায়ী হাই প্রেশারের একটি কারণও বটে, বিশেষ করে যারা দীর্ঘসময় ধরে টেনশনে ভুগছেন। যেহেতু রক্তচাপ প্রায় সময়ই কোনোরূপ উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ করে না। তাই একে নীরব ঘাতক রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রক্তচাপ দীর্ঘদিন ধরে বেশি থাকলে ধীরে ধীরে কিডনি অকেজো হয়ে যায়, হার্ট অধিক প্রেশারের বিপরীতে রক্ত পাম্প করতে করতে মোটাতাজা হয়ে যায়, মানে তার মাংসপেশির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

লিভার সুস্থ রাখতে যেসব খাবার নিয়মিত খাওয়া উচিত

পরিচয় ডেস্ক : লিভার আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি রক্ত পরিশোধন, হজমে সহায়তা, প্রোটিন তৈরি এবং শক্তি সংরক্ষণসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

তাই লিভার সুস্থ রাখা মানেই সুস্থ জীবন।

নিচে কিছু সাধারণ কিন্তু কার্যকর খাবারের তালিকা দেওয়া হলো, যা নিয়মিত খেলে লিভার ভালো থাকে এবং লিভারজনিত রোগের ঝুঁকি কমে:

১. ক্রুসিফেরাস সবজি : ব্রোকলি, ফুলকপি, কেল ও ব্রাসেলস স্প্রাউটড় এই সবজিগুলোতে গ্লুকোসিনোলেট নামক উপাদান থাকে, যা লিভারের ডিটক্স এনজাইমকে সক্রিয় করে। এতে শরীর থেকে ক্ষতিকর পদার্থ সহজে দূর হয় এবং লিভারের ওপর চাপ কমে।

২. রসুন : রসুনে থাকা অ্যালিসিন ও সেলেনিয়াম লিভারের কোষকে সুরক্ষা দেয় এবং তার স্বাভাবিক পরিষ্কার প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। এটি লিভারের এনজাইম কার্যক্রমকেও উন্নত করে।

৩. বাদাম : আখরোট, কাঠবাদাম ও চিনাবাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা লিভারে প্রদাহ কমাতে এবং এনজাইম কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৪. ওটস : ওটসে রয়েছে দ্রবণীয় আঁশ (ফাইবার), যা হজমে সহায়ক এবং দেহের ডিটক্স প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

৫. বেরি জাতীয় ফল : ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি ও ক্র্যানবেরিতে থাকা অ্যান্থোসায়ানিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং প্রদাহ হ্রাস করে।

৬. কফি : ব্ল্যাক কফিতে থাকা ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড ও ক্যাফেস্টল লিভারে চর্বি জমা প্রতিরোধ করে, সিরোসিস ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। তবে অতিরিক্ত চিনি ও ক্রীম যোগ না করাই ভালো।

৭. গ্রিন টি : গ্রিন টি-তে থাকা ক্যাটেচিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভার ফাংশন উন্নত করে এবং চর্বি জমার প্রবণতা কমিয়ে ঘঅঋখউ (নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ) প্রতিরোধে সাহায্য করে।

তিন দিন পর্যাপ্ত ঘুম না হলেই হার্টের ভয়ংকর ক্ষতি!

পরিচয় ডেস্ক : সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ঘুম বঞ্চিতদের জন্য এক উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, মাত্র তিন রাত পর্যাপ্ত ঘুম না হলেই আপনার হৃদপিণ্ডের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

নতুন এই গবেষণায় দেখা গেছে, টানা তিন রাত গড়ে মাত্র ৪.২৫ ঘণ্টা ঘুমালে রক্তে ৯০ ধরনের প্রদাহজনক প্রোটিনের (রহভষধসসধঃড়ৎু ঢ়ৎড়ঃবরহং) মাত্রা বেড়ে যায়। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রোটিনই হার্ট ফেইলিউর, করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনের (অনিয়মিত হৃদস্পন্দন) মতো হৃদরোগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

গবেষকরা আরও জানিয়েছেন, এমনকি তরুণ ও সুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও ঘুমের অভাবে হৃদপিণ্ডের ক্ষতির লক্ষণ দেখা গেছে। এটি দেখায় যে, ঘুমের অভাব কতটা দ্রুত শরীরের ক্ষতি শুরু করতে পারে।

ঘুমের অভাবে কেবল হার্টই নয়, শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর্যাপ্ত ঘুম স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, রক্তে শর্করার ভারসাম্য নষ্ট করে এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে ব্যাঘাত ঘটায়। এর ফলে অতিরিক্ত খাওয়া, ওজন বৃদ্ধি এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এছাড়াও, ঘুম কম হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মেজাজ, স্মৃতিশক্তি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের অভাবে শরীর অসুস্থতা বা আঘাত থেকে সেরে ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সহজ কথায়, ভালো ঘুম কেবল একটি বিলাসিতা নয়, এটি আপনার হৃদপিণ্ড এবং সার্বিক স্বাস্থ্যের এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ। সূত্র: বইমার্কার রিসার্চ

প্রতিদিন এক গ্লাস বিটের শরবতে যে ৫ উপকার

পরিচয় ডেস্ক : বাজারে এখন হেলথ ড্রিংকের ছড়াছড়ি। কেউ পান করছেন গাজরের রস, কেউ বা পেয়ারা জুস। তবে এই প্রতিযোগিতার ভিড়ে নীরবে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিট। চোখধাঁধানো গাঢ় রঙ, মাটির গন্ধ মেশানো স্বাদ আর পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজির রস এখন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের কাছেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রতিদিন খালি পেটে এক গ্লাস বিটের রস খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। চলুন, জেনে নিই বিটের অসাধারণ উপকারিতা।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে

বিটের রসে থাকা নাইট্রেট নামক প্রাকৃতিক যৌগ শরীরে গিয়ে নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। এটি রক্তনালিকে প্রসারিত করে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করে, যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে দারুণভাবে সাহায্য করে।

রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়ায় সহায়ক

বিটে রয়েছে প্রচুর আয়রন, যা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সহায়তা করে। যারা অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন, তাদের জন্য বিটের রস এক অসাধারণ প্রাকৃতিক সমাধান। নিয়মিত খেলে ক্লান্তি কমে। ত্বকে ফিরে আসে উজ্জ্বলতা।

কিডনি ও লিভার ডিটক্স

বিটের রসে থাকা বিটালেইন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কিডনি ও লিভারকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, ফলে দেহ থাকে পরিষ্কার ও সতেজ।

ব্যায়ামে শক্তি জোগায়

ব্যায়ামের সময় দেহে শক্তি ধরে রাখতে বিটের রস দারুণ কার্যকর। এতে উৎপন্ন নাইট্রিক অক্সাইড পেশিতে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ায়, ফলে দীর্ঘসময় ব্যায়াম করলেও সহজে ক্লান্তি আসে না। এটি প্রাকৃতিক 'এনার্জি ড্রিংক' হিসেবেও কাজ করে।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ কমে যায়, যা স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিটের রস মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে, যা মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে পারে।

চিতল মাছের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক : অনেক সুস্বাদু মাছ চিতল। চিতল মাছের কোরমা একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার যা সহজে রান্ন করা যায়।

উপকরণ: চিতল মাছের গাদা ৫০০ গ্রাম, মাঝারি আকারের আলু ৪টি, বড় পেঁয়াজ ২টি (বাটা), আদা ২ ইঞ্চি (বাটা), হলুদগুঁড়া ১ চা চামচ, জিরেগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, সাদা তেল প্রয়োজনমতো, তেজপাতা ২টি, ছোট এলাচ ৪টি, দারুচিনি ২ টুকরো।

প্রণালী: গাদার মাঝখানে কাঁটা রেখে দুপাশ দিয়ে লম্বা করে মাছ চেঁছে তুলুন। প্রেসার কুকারে আলু সিদ্ধ করে ভাল করে মেখে নিন। এর সঙ্গেই মাছ, লবণ, হলুদ, মরিচগুঁড়া দিয়ে খুব ভাল করে মেখে চার-পাঁচটা লেচি কেটে গোল গোল করে গড়ুন। পানিতে এই লেচিগুলো মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে তুলে, পানি ঝরিয়ে ঠাণ্ডা করুন। প্রত্যেকটি লেচি চৌকো করে কেটে লাল করে ভেজে তুলুন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ, আদা দিয়ে লাল করে কষে তাতে এলাচ, দারুচিনি, হলুদ, জিরা, মরিচগুঁড়া, তেজপাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করে পানি দিন। ফুটে উঠলে মাছভাজাগুলো ঝোলে ছাড়ুন। স্বাদমতো লবণ, চিনি দিন। মশলা ভাজার সময় টমেটোও দিতে পারেন। ঝোল শুকিয়ে এলে একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে ঢেলে দিন। এক চামচ ঘি দিয়ে ফুটে উঠলে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

শালগম আলু দিয়ে আইড় মাছের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক : আইড় মাছ বাঙালির প্রিয় মাছের একটি। শালগমও খুব উপাদেয় সবজী। তাই শালগম আলু দিয়ে আইড় মাছের ঝোল খুবই স্বাদের সন্দেহ থাকতেই পারেনা।

উপকরণ: আইড় মাছ-- ৭-৮ টুকরা, শালগম-- ১ টা, আলু-- ১টি, মটরশুঁটি-- ১ মুঠি, আস্ত জিরা-- ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি-- ৩-৪টি, টমাটো কুচি-- ১ টি বড়ো, হলুদ গুঁড়া-- ১ চা চামচ, মরিচ,ধনে গুঁড়া-- ১/২ চা চামচ করে, জিরা গুঁড়া-- ১ চা চামচ, চেরা কাঁচামরিচ-- ৫-৬টি, ধনেপাতা কুচি-- বেশ খানিকটা, তেল,লবণ-- পরিমাণমতো

প্রণালি: শালগম ও আলু একই শেপে কেটে নিন। ফুটন্ত পানিতে মিনিট-তিনেক শালগম ও মটরশুঁটি ভাপ দিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা ফোঁড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ লাল হলে টমাটো কুচি দিন। টমাটো গলে গেলে সব গুঁড়া মসলাগুলি কষিয়ে নিন। অল্প পানি দিয়ে মসলা কষান। মসলা থেকে তেল ছেড়ে আসলে আঁচ কমিয়ে তিন-চার মিনিট মাছ কষিয়ে মসলা থেকে মাছ উঠিয়ে রাখুন। এইবার আলু ও শালগম কষিয়ে ঝোলের জন্যে পরিমাণমতো পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে মাছগুলো এবং মটর দিয়ে দিন। আলু ও শালগম সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা ছড়িয়ে চুলা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন। গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

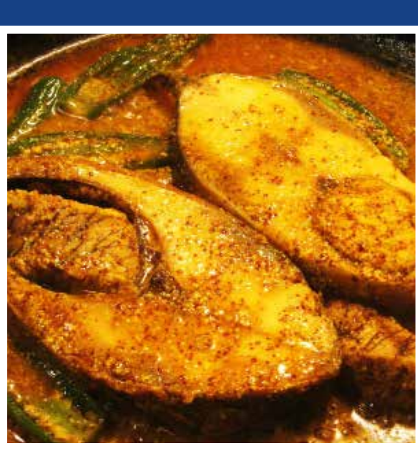

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5556

টক ঝাল টমেটো রুই

পরিচয় ডেস্ক : রুই সকলের প্রিয় একটি মাছ। টমেটো দিয়ে ঠক ঝাল রুই এর স্বাদই আলাদা, খাবার টেবিলে অবশ্যই রুচিকর, ভিন্ন স্বাদের সংযোজন।
উপকরন: টমেটো ২৫০ গ্রাম, রুই মাছ ৫০০ গ্রাম, দই ২ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া : ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, চিনি : আধা চা চামচ, তেল প্রয়োজন মতো, পেঁয়াজ ১টি (বড়), হলুদ গুঁড়া ২ চা চামচ, আদা বাটা ২ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো, ধনেপাতা ১ টেবিল চামচ
প্রণালি: মাছের টুকরা পরিষ্কার করে ধুয়ে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া ও ১ চা চামচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। কড়াইয়ে পানি গরম করুন। পানি ফুটে উঠলে টমেটো মাঝখান থেকে অর্ধেক করে পানিতে দিয়ে দিন। ৩০ সেকেন্ড পর উঠিয়ে খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিন।
একটি বড় কড়াইয়ে তেল গরম করুন। মেখে রাখা মাছ সোনালি করে ভেজে তুলুন। একই তেলে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন। এবার হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, আদা বাটা, ধনে গুঁড়া, চিনি ও টমেটোর মিশ্রণ দিয়ে দিন। ৪ থেকে ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে ১ কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। চুলার জ্বাল কমিয়ে দই ফেটিয়ে দিয়ে দিন। ভাজা মাছের টুকরা দিয়ে দিন এক এক করে। মাছ রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

ঝাল রুই ভুনা

পরিচয় ডেস্ক : সকলের প্রিয় রুই মাছের আরেকটি সুস্বাদ পদ ঝাল রুই ভুনা। গরম ভাতের সঙ্গে ঝাল রুই ভুনার স্বাদ অতুলনীয়।
উপকরণ: রুই মাছ ৪-৫ টুকরা, টমাটো বড়ো ১টি, পিয়াজ কুচি/বাটা-- ৪-৫ টে চামচ, আদা বাটা-- ১/২ চা চামচ, মরিচ গুড়া-- ১ চা চামচ, হলুদ/ধনে/ জিরা গুড়া-- ১/২ চা চামচ করে, আস্ত জিরা-- ১/২ চা চামচ, কাঁচামরিচ -- ৪-৫টি, তেল/লবন-- পরিমানমতো
প্রণালি: প্যানে তেল গরম করে জিরা ফোঁড়ন দিয়ে পিয়াজ দিন। লাল করে পিয়াজ ভেজে অল্প পানি দিয়ে টমাটো দিন। টমাটো নরম হলে অন্য মসলাগুলি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। মসলা থেকে তেল ছেড়ে আসলে আঁচ কমিয়ে মাছ দিন। মাছ থেকে পানি বের হবে, সেটা দিয়েই মাছ সাবধানে উল্টিয়ে উল্টিয়ে কষিয়ে নিন। মাছ কষানো হলে পরিমানমতো পানি দিন। আঁচ বাড়িয়ে দিন, পানি ফুটে উঠলে আঁচ আবার কমিয়ে দিন। পানি শুকিয়ে তেল ছেড়ে আসলে কাঁচামরিচ দিয়ে কিছুক্ষন দমে রেখে নামিয়ে ফেলুন ।মগরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন।

উত্তেজনা ও মারামারিই যেন

১৬ পৃষ্ঠার পর

হবে সম্পদের কথা। আমাদের সরকারগুলো স্বঘোষিতরূপে জাতীয়তাবাদী। তাই বলে ওই পথে যাবেন না। মাছের ব্যাপারে নয়, গাছের ব্যাপারেও নয়। তারা ব্যস্ত আছেন শাসন করতে। গাছে আগ্রহ নেই, মাছেও আগ্রহ নেই। যেটুকু আছে সবটা লোক দেখানো। তারা কী করবেন যদি পক্ষ পালন না-করা যায়? সরকার যে গাছের পক্ষে নয়, মাছের পক্ষে নয়; তা বোঝা যায় গাছ ও মাছ উভয়কেই তারা ধ্বংস হতে দিচ্ছে দেখে।

এই সরকার দিচ্ছে, আগের সরকারও দিয়েছে। মানুষের দরিদ্র আগুন হয়ে জ্বলে উঠে গাছকে পোড়াচ্ছে, কাটছে, বিক্রি করছে। লাকড়ি করে ফেলছে। ওদিকে ব্যবসায়ী গাছকে কাঠে রূপান্তরিত করে ব্যবসা করছে মহাধুমধামে। মাছের আবাস জলা, ডোবা, খাল, বিল, নদী বাংলাদেশে সবই তো যাচ্ছে শুকিয়ে এবং ভরাট করা হচ্ছে নির্মমভাবে। যেখানে সেখানে বাঁধ, অপরিকল্পিত রাস্তা, বিষাক্ত পতঙ্গনিধক; সবাই মিলে সর্বনাশ ঘটাচ্ছে মাছের। সমুদ্র আছে, উপকূল আছে।

কিন্তু সেখানেও মৎস্য সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। থেকে থেকে শুনি, জলদস্যুরা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের মাছ। অসহায় জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ; মানুষই বাঁচাতে পারে না সে মাছ বাঁচাবে কোন জোরে!

আমাদের সরকার পুঁজিবাদ ও মৌলবাদ উভয়েরই পৃষ্ঠপোষক। আর এরা বৃক্ষ ও মৎস্যবিরোধী। পুঁজিবাদ এখন রূপ নিয়েছে মুক্তবাজারের। বাজারের এই মুক্তি গাছকে পরিণত করেছে পণ্যে এবং মাছকে আমদানি-রপ্তানি তথা চোরাচালানের বস্তুতে। মাছ রপ্তানি হচ্ছে; আবার চোরাপথে আসছেও। আসছে ধনীদের জন্য। গরিব মানুষ মাছ খায় না।

খাবার স্বপ্ন দেখে। নতুন প্রজন্মের গরিবেরা স্বপ্নেও মাছ দেখবে না। কেবল গল্প শুনবে, যেমন শিশুরা রূপকথা শোনে।

মৌলবাদ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন। সে ইহজগতে আছে মনে করে না; ভান করে থাকে আধ্যাত্মিক।

এই ছদ্ম আধ্যাত্মিকতা অজুহাত হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনবিমুখতার। মৌলবাদ শ্রম করতে জানে না; তার চাষবাস যতটুকু সবটাই পরকালের। গাছ বোনে না, চাষাবাদে যায় না, পোনা ছাড়ে না ডোবায়। তাই বলে ভোগ যে করে না, তা নয়। মৌলবাদের উৎসাহ আছে মৎস্য-ভক্ষণে। কিন্তু উৎপাদন তো করবেই না; উৎসাহও দেবে না অন্যকে। ওই পথে ডাকবে না; টানাটানি করবে সম্পূর্ণ উল্টোপথে চলার জন্য। উত্তেজনা, মারামারি, কাটাকাটি এসব নিয়ে ব্যস্ত হবে। আজ যে দেশে মৌলবাদের এমন উৎপাত, তাতেই বোঝা যায় বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যবস্থা বড়ই পীড়িত। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেবার রাজনীতি’ যেভাবে ‘খয়রাতি

১৬ পৃষ্ঠার পর

কিছু খেয়াল করলে চলে না। যে দল বা সংগঠন এ রকম সেবা দেবে, তারা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান বা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে না বিপক্ষে, সেটি ভাবার চেয়ে মানুষ দ্রুততার সঙ্গে ওই সেবা নেবেন এবং সেবাদানকারীও তাঁদের পছন্দনীয় হয়ে উঠবে। এ রকম আরও সেবাদানকারী তখন এগিয়ে আসতে পারে এ রকম কাজে। কারণ ‘পছন্দ’ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে অনেক লোভনীয় জিনিস; কিন্তু তাতে গণপরিবহনুব্যবস্থার দাবি খুব একটা এগোবে না। একাধিক দল একই সেবা দিতে নামলে ওই দাবি বরং হারিয়ে যাবে।

কিন্তু এ রকম মডেল রাষ্ট্রের খুব পছন্দ; অন্যান্য ‘কর্তৃপক্ষের’ও পছন্দ। সমাজে দারিদ্র্য কমানো, নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, বৈষম্য হ্রাস করা, শিক্ষার অধিকার কিংবা স্বাস্থ্যসুবিধা বাড়ানোর দায় রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এসব বিষয়ে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যেই। আর সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রের সেসব দায় বাস্তবায়নের জন্য।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র বা বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র সেসব দায়িত্ব মেটাতে পারছে না। তাতে জনঅসন্তোষ আছে।

এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকেরা বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইতে পারেন। সে অবস্থায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের ‘বিকল্প’ হিসেবে সেবাধর্মী কাজ, দান, অনুদান ও খয়রাত রাষ্ট্রের জন্য একটি ভালো ডিফেন্সলাইন। এতে রাষ্ট্রের গায়ে ক্ষোভের আঁচড় কম লাগে। প্রশাসন তার ব্যর্থতা আড়াল করতে পারে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খাবারের মান ও পরিমাণ বাড়ানো দেশের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এটা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন এমন হতে পারে ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে শক্তিশালী কোনো সংগঠন তাদের মূল দল বা দেশ-বিদেশের সহযোগী বন্ধুদের মাধ্যমে বিপুল অর্থ এনে নিজেরাই হলে হলে বাড়তি খাবার সরবরাহ করল। এটা শিক্ষার্থীরা খুব পছন্দ করবে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রও খুব পছন্দ করবে।

কেবল ক্যাম্পাসে নয়, কয়েক বছর ধরে গ্রামাঞ্চলেও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মধে□ কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন এভাবে ‘দরিদ্রবান্ধব সেবাধর্মী কাজ’ করছে। জাতীয় নির্বাচন হলে তারও চমকপ্রদ কিছু ফল দেখব আমরা। এ রকম সবকিছুর প্রাপ্তি হিসেবে সেবাধর্মী দান-অনুদানের একটি প্রতিযোগিতাও হয়তো দেখব আমরা চারদিকে। এতে জনসমাজে পদ্ধতিগত বঞ্চনার রাষ্ট্রীয় সমাধানের দাবি ক্রমে অবলুপ্ত হতে বাধ্য। এ রকম সমাধানচিন্তার প্রস্তাবকারীদেরও স্বভাবত সামনে দুর্দিন।

এ রকম আর্থসামাজিক অবস্থা রাষ্ট্রের জন্য একটি সুযোগের মতো। ক্ষমতার রাজনীতিতে উচ্চ আকাঙ্ক্ষী ধনাঢ্য সমাজের জন্যও অনুরূপ। জনসমাজ সেবা পেয়ে খুশি থাকলে শিক্ষা খাত বা স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় না বাড়িয়ে বাড়তি টাকা রাষ্ট্র সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র শক্তিশালী করায় বিনিয়োগ করতে পারে। এতে ‘রাষ্ট্র’ ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং সমাজের পুরোনো অধিকারবাদী, পরিবর্তনবাদী রাজনীতিকেও কোনঠাসা করতে পারে।

সেবাধর্মী রাজনীতিতে রাষ্ট্রের লাভ তাই দ্বিবিধ। ফলে আন্তরিকভাবেই এ রকম ‘কাজ’ রাষ্ট্রের সব ‘কর্তৃপক্ষের’ সমর্থন, সহায়তা ও সহযোগিতা পায় ও পাবে। সব দেশে সেটিই হয়। কারণ, একদিকে এতে সব ‘কর্তৃপক্ষের’ সুরক্ষা বাড়ে। অন্যদিকে এতে তাদের শক্তিও বাড়ে। কুলীন সমাজ এ রকম রাষ্ট্রকে দিয়ে খুব সহজে কর্তৃত্ববাদী একটি শাসনও কায়েম করতে পারে।

কুলীন সমাজ ও করপোরেটদের জন্য দান-অনুদান কর্মকাণ্ডের রাজনৈতিক সুবিধা রাষ্ট্রের মতোই ব্যাপক ও সম্পূরক। সে বিষয়েও দুচার কথা বলা দরকার।

সেবাধর্মী রাজনীতির একটি অনিবার্য পার্শ্বফল হলো সামাজিক বৈষম্য আড়াল হওয়া। সমাজে সম্পদের যে অসম বণ্টন এবং পুঁজির শোষণ রয়েছে, দানের রাজনীতি তাকে ন্যায্যতা ও স্বাভাবিক চেহারা দেয়। দারিদ্র্য ও যাবতীয় সামাজিক দুর্দশা যে একটি কাঠামোগত সমস্যা, সেটি আড়াল করে তথাকথিত এই ‘সেবা’। ‘সেবার রাজনীতি’ জনসমাজকে এই বার্তাই দেয়ড় ধনাঢ্যরা কীভাবে আয় করছেন, রাষ্ট্র সম্পদের সুষম বণ্টনে ব্যর্থ কি না, সেসব দেখার দরকার নেই তোমার। বৃহত্তর সমাজের কথা বাদ দাও। ধনাঢ্যরা তোমাকে যা দিচ্ছেন, তাতে তোমার ভালোই চলে যাবে। তুমি এতে সন্তুষ্ট থাকো। শোকর করো এবং দাতাদের তোমার অভিভাবক হতে দাও।’

এভাবে সেবার পথে, অধিকারবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনা যুদ্ধে ধরাশায়ী করে কুলীন সমাজ রাষ্ট্র ও রাজনীতির অভিভাবকত্ব পায়। তবে এ রকম ‘সেবাবাদ’ দুইভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষতি করে। রাষ্ট্রকে জনস্বার্থে সম্পদ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় আরও ন্যায্য ও দক্ষ হতে বাধাগ্রস্ত করে এটা। জনগণের তরফ থেকে এ লক্ষ্যে চাপ কমতে থাকায় রাষ্ট্র ক্রমে একটি ক্ষুদ্র সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর নিজস্ব হাতিয়ারে পরিণত হয়। গুটিকয়েকের হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবনকে তখন সমস্যা মনে করা হয় না।

এতে রাষ্ট্রের ভেতর সমান্তরাল অর্থনৈতিক বিকাশ সীমিত থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকতর সুষম ও ন্যায়ানুগ করার ক্ষেত্রে জনসমাজের রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও আইনি অগ্রগতিও বাধাগ্রস্ত করে দান-অনুদান মডেল। সুবিধাবঞ্চিত সমাজ যেহেতু বাস্তব কারণে সেবা-দান-অনুদান অগ্রাহ্য করতে পারে না; বরং এটা পাওয়ার জন্য ন্যায্য ভিন্নমতও চেপে যায়, সে কারণে এই মডেল গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশও রুদ্ধ করে।

এটা জনসমাজে সৃষ্টিশীল উদ্যমের বদলে ‘খয়রাতি মন’ তৈরি করে চলে, বিশেষ করে সুবিধাগ্রহীতাদের মধ্যে। এ অবস্থায় মানুষ ভাবতে শুরু করেড়তার বা তাদের অবস্থার পরিবর্তন বাইরের কোনো শক্তির দয়াদাক্ষিণ্যনির্ভর। নিজেরা বা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যমান অবস্থার বদলে সক্ষম নয়। তাদের সে রকম লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ারও দরকার নেই। এ রকম মনোভাব সহজে সুবিধাপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাবানদের পুরোনো কর্তৃত্ব ও শক্তিকে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন হতে সহায়তা করে চলে।

‘সেবা-মডেল’ সমাজের ক্ষমতা-সম্পর্ক অপরিবর্তনশীল করে রাখতে চায় এবং সেবার আদলে নতুন ধরনের একটি উপনিবেশ-সংস্কৃতি জারি করে ও তাকে প্রতিমুহূর্তে প্রয়োজনীয় মনে করায়। ‘সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরা’ এতে চিরকাল নির্ভরশীল ও অপরের মুখাপেক্ষী থেকে যায় এবং তাঁদের দেশের ‘প্রতিষ্ঠানগুলো’র প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নও আর হয় না। এতে সমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণের বদলে ‘সুবিধা’ পাওয়ার সর্বব্যাপক আকুতি দেখা দেয়। এসব বিবেচনায় সমাজে ‘সেবা’ বিশেষ ধরনের একটি রাজনৈতিক বিনিয়োগ এবং নিশ্চিতভাবে কৌশলগত ও হেজিমনিক বিনিয়োগও বটে। আলতাফ পারভেজ, গবেষক।

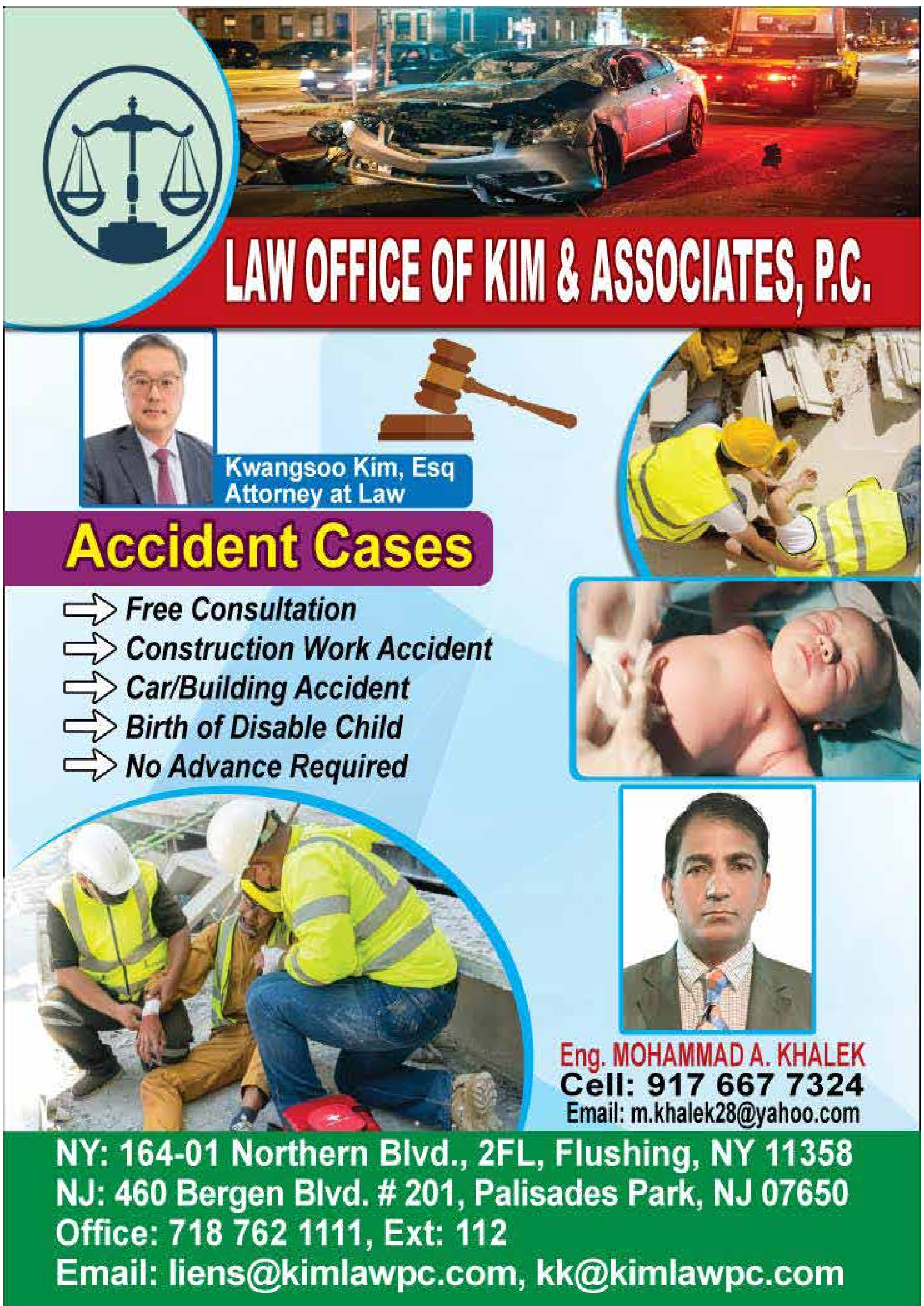

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Health Home Care
NURUL AZIM
CEO
Ph: 516-451-3748
Email: Empirehcam@gmail.com
POWERED BY
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
All County Health Care
ABDUL KADER SHISHIR
President & CEO
POWERED BY
লোক উৎসব ও পথমেলা ২০২৫
২৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা
স্থান: ৭৬ স্ট্রীট, ৩৭ এভিনিউ ও ৩৭ রোড
জ্যাকসন হাইটস্
মেলায় থাকছে:
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ফ্যাশন শো অনুষ্ঠান
রকমারী স্টল
DKNY
SPONSORED BY
NABANNO
LITON CHOUDHURY CEO
SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE HOME CARE INC
Moin Choudhury, Esq
Attorney at Law
Democratic District Leader at Large, Queens, NY
Tel: 917-282-9256
DUKE KHAN
Investor / Developer
DK1 Development
Tel: 917-783-5499
শফিকুল আলম
প্রেসিডেন্ট
KINGS BAY CONSTRUCTION
SHAHANAZ HOSSAIN
COMMUNITY ACTIVIST
SEND MONEY
কর্ণফুলী ট্রাভেলস্
718-205-6050, 718-205-6055
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
MAHADI CONSTRUCTION INC.
licensed & Insured
ASK FOR MD. NAZRUL ISLAM
347-453-9116
minamahadi@yahoo.com
KIM & ASSOCIATES P.C
Kwangsoo Kim, Esp
Attorney At Law
Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
ISTEAK RUMI
President & CEO
Rush Express Inc.
Ph: 718-641-0934
NIRU NIRA
COMMUNITY ACTIVIST
CHISHTI CPA PC
347-515-3858
Mohammed Chishti CPA, MBA
ESHIKA
SIGN SUPPLY
WHOLESALE
VOTE
SHAH SHAHIDUL HAQUE
FOR NYC
DISTRICT - 25, COUNCILMAN
রিজিয়া পারভীন, শাহনাজ বেলী, রানু নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ, রেশমী মির্জা, মিমি আলাউদ্দিন, নাজু আকন্দ, রিয়া, আয়েশা খান, কামরুজ্জামান বকুল, কালা মিয়া, আফতাব জনি, সেলিম ইব্রাহিম, মেহা, স্বপ্নীল সজীব।
গোল্ডেন এইজ পথমেলা কমিটি
সাংস্কৃতিক
শিবলী সাদেক
মিনা ইসলাম
স্টেজ এন্ড ক্রেষ্ট
আহসান হাবিব
খায়রুল ইসলাম খোকন
লটারি
জাহাঙ্গীর আলম জয়
আব্দুর রশিদ বাবু
প্রফেসর রফিকুল ইসলাম
অভ্যর্থনা
ড. রফিক আহমেদ
এড. রেদওয়ানা রাজ্জাক
জাহাঙ্গীর আলম জয়
আব্দুর রশিদ বাবু
প্রফেসর রফিকুল ইসলাম
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়
মো: হোসেন বাদশা
মো: মিজান
ADDA
বহ্নি শিখা
তারার আলো
তারার আলো
সিয়াল
নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউজ
NEW YORK Fashion HOUSE
নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউজ
ADDA
অনুপ দাশ ডান্স একাডেমী
আহ্বায়ক
রাশেদ আহামেদ
718-316-1948
প্রধান সমন্বয়কারী
আব্দুল হামিদ
347-840-4118
ব্যবস্থাপক
ইঞ্জি. আব্দুল খালেক
917-667-7324
সদস্য সচিব
নুরুল আমিন বাবু
347-679-5525
যুগ্ন আহ্বায়ক
তরিকুল ইসলাম বাদল, গাজী লিটন
কাজল মাহমুদ
যুগ্ম সদস্য সচিব
রামদাস ঘরামী
মিডিয়া পার্টনার:
CHANNEL i
ঠিকানা
আজকাল
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ
আতাউর রহমান সেলিম (সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি), মোঃ আলি (সেক্রেটারীঃ বাংলাদেশ সোসাইটি), দিদারুল ইসলাম দিদার, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর এইচ চৌধুরী, হারুন ভূইয়া, ড. রফিক আহমেদ, মীর নিজামুল হক, জেড আলম নমী, আহসান হাবীব, খায়রুল ইসলাম খোকন, মইনুল ইসলাম (সভাপতিঃ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক), এড. রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, ড. এনামুল হক (সভাপতিঃ কুমিল্লা সোসাইটি, ট্রাষ্টি বোর্ড মেম্বারঃ বিডি সোসাইটি), নাইম টুটুল (ট্রাষ্টি বোর্ড মেম্বারঃ বিডি সোসাইটি), এম.আর চৌধুরী (সেক্রেটারীঃ নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগ), শাহনাজ হোসেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, জাকির এইচ চৌধুরী বিএনপি, জাহিদ আলম নিউইয়র্ক স্টেট এডাল্ট ডে কেয়ার
শাহ্ শহীদুল হক
প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্ল্ডস হিউম্যান রাইটস
লায়ন আহসান হাবিব
সাধারন সম্পাদক, ওয়ার্ল্ডস হিউম্যান রাইটস
স্টল ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ: রাশেদ আহমেদ 718-316-1948, শাহ্ শহীদুল হক: 347-476-9424, আজিজুল হক 718-559-7451

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবর

بسم الله الرحمن الرحيم

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়ারাসুলুলাহ
(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ঈদে
মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাহফিল

ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী
মেজবান

তারিখঃ ২১ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬:০০

স্থান: নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক

প্রধান অতিথিঃ ডাঃ মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী
ইমাম, বেলাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক স্কুল, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক

আমন্ত্রনে

আহ্বায়ক
সামসুল আলম চৌধুরী
Ph: 646-756-9096

সদস্য সচিব
মনির আহমেদ
Ph: 718-415-2528

সার্বিক সহযোগিতায়:

মোহা: সেলিম (হারুন)
Ph: 917-691-7721

আলী আকবর বাপ্পি
Ph: 203-918-8005

আয়োজনে: ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আয়োজক কমিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ

৯ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা আছে তাদের।

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক হবে কিনাড় এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখন পর্যন্ত প্রতিনিধি দলের আলোচ্যসূচির মধ্যে যেগুলো ঠিক হয়েছে, এর মধ্যে কিছু যোগও হতে পারে আবার কিছু বাদ যেতে পারে।

আলোচ্যসূচির মধ্যে আছেড়ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার মহাপরিচালক, জাতিসংঘ মহাসচিব, জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূত, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ইতালি, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, কসোভো, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক।

এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনে এলডিসি গ্রাজুয়েশন পেছানোর ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব দেবে কিনাড়এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এলডিসি গ্রাজুয়েশন পেছানোর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পেছাতে চাইলেই যে হয়ে যাবে এমন কিন্তু নয়, এর সঙ্গে অনেক বিষয় যুক্ত থাকে।

সফরে প্রতিনিধি দলের নিরাপত্তা শঙ্কা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, বিদেশে কোনো দলের আন্দোলন দমানোর মতো ক্ষমতা সেদেশের সরকারেরও নেই। আমরা ধরে নিচ্ছি সেখানে প্রটেস্ট (আন্দোলন) হবে। তবে, আমরা নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত নই।

২২ সেপ্টেম্বর এবার উচ্চপর্যায়ের সভার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠান শুরু হবে।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে বিতর্ক পর্ব। ওই দিন থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা সাধারণ বিতর্কে অংশ নেবেন। জাতিসংঘের তিনটি মূল স্তম্ভড় শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার সবই সমানভাবে এবারের অধিবেশনে গুরুত্ব পাবে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ বছরের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এবার ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির সভাপতিত্বে হাই-লেভেল কনফারেন্স অন দ্য সিচুয়েশন অফ রোহিঙ্গা মুসলিম এন্ড আদার মাইনরিটিজ ইন মায়ানমার শীর্ষক একটি উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হবে। রোহিঙ্গা সঙ্কটকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এমন একটি উচ্চ-পর্যায়ের সভার আয়োজন এবারই প্রথম বলে জানান উপদেষ্টা।

২৬ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতিসংঘ অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন। তিনি তার বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত এক বছরে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সংস্কার ও আগামী দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় বিশ্বদরবারে তুলে ধরবেন বলে আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, জাতিসংঘের এবারের অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোর প্রত্যকটিই বাংলাদেশের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ইস্যুগুলোর ওপর যেসব ইভেন্ট আছে, বাংলাদেশ তার সব কটিতেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করছি। বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ বহুপাক্ষিক কূটনীতিকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে মনে করে।

সার্বিক বিবেচনায় এবারের অধিবেশনে উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আমেরিকানদের হাতে সময় আছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

ক্যাপিটলে জনতার হামলা।

সম্প্রতি আবার ডানপন্থী কর্মী চার্লি কার্ককে গুলি করা হয়েছে। হত্যাকারীর পরিচয় প্রকাশের আগেই ইলন মাস্ক ঘোষণা দিয়েছেন, 'বামপন্থীরাই হত্যাকারীদের দল'। আর ট্রাম্প দায় চাপালেন 'চরম বামপন্থীদের ঘৃণা ছড়ানো বক্তৃতা'র ওপর। এ অবস্থায় যদি দেশটি ষাটের দশকের মতো রাজনৈতিক সহিংসতার নিম্নগামী চক্রে না পড়ে, তবে তা এক অলৌকিক ঘটনাই হবে। অথচ ট্রাম্প চাইলে এটিকে অজুহাত করে ১৮০৭ সালের ইনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট জারি করতে পারেন, যাতে সেনা রাস্তায় নামানো যায় এবং জরুরি অবস্থার নামে আরও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা যায়।

এসবের মধ্যেই সবচেয়ে হতাশাজনক হলো প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা। বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী নেতা, আইন সংস্থা, গণমাধ্যম, প্রযুক্তিজগৎড়কারও পক্ষেই সম্মিলিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয়নি। কেউ চুপ করে থেকেছে, কেউ লজ্জাজনকভাবে মাথা নত করেছে। আবার কেউ কেউ প্রেসিডেন্টকে খুশি করার চেষ্টা করেছে, যেমন মার্ক জাকারবার্গ।

কেন? কারণ, সবাই মুক্তবাজার প্রতিযোগিতার যুক্তিতে চলে এবং প্রতিশোধের ভয়ে থাকে। আমি কখনো ভাবিনি আমেরিকার মতো দেশে ভয় এত দ্রুত এবং এত বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোটার দমন ও অযোগ্য ঘোষণার চেষ্টা, আর ট্রাম্পের ডাকযোগে ভোট নিষিদ্ধ করার হুমকি। ফলে আগামী বছরের নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন। কাজেই সব গণতন্ত্রপন্থীর দায়িত্ব হলো নির্বাচন যতটা সম্ভব সুষ্ঠু করার চেষ্টা করা। আর ডেমোক্র্যাটদের দায়িত্ব হলো এসব বাধা সত্ত্বেও জয়লাভ করা।

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। কিন্তু আপাতত গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রথম নিয়মই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মধ্যবর্তী নির্বাচনে গণতন্ত্রীদের জিততেই হবে। টিমোথি গার্টন অ্যাশ দ্য গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ।

কলকাতায় 'কম্বাইন্ড কমান্ডারস

৮ পৃষ্ঠার পর

গভীরভাবে 'উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছে। ভারতের গোয়েন্দা ব্যুরোর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, 'বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর উগ্রপন্থি তৎপরতার উত্থান এবং সেখানে বেড়ে চলা ভারতবিরোধী বক্তব্য আমাদের জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।' তিনি আরও বলেন, 'বছরের পর বছর বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বেড়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সীমান্তবর্তী জেলার জনসংখ্যার বিন্যাস বদলেছে এবং তা ভারতের জন্য নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ বাড়িয়েছে।'

ভারতের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব পূর্ব লাদাখ ও পূর্ব সীমান্তে চীন সীমান্তের নিরাপত্তা পরিস্থিতিরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছে। সেখানে ভারত ও চীন দীর্ঘদিন অচলাবস্থায় আটকে আছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, 'সম্মেলনে মূল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ভবিষ্যৎ সক্ষমতা গড়ে তোলা, যৌথ ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়ার জন্য সংগঠন কাঠামো তৈরি করা এবং শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়েই কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর।'

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৭৬

৮ পৃষ্ঠার পর

মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে বিনিময় করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের অনুরোধ জানানো হয়।

প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে পথখরচ, কিছু খাদ্যসামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা। লিবিয়ায় বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থা যৌথভাবে কাজ করছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে

৫ পৃষ্ঠার পর

বেড়ে উঠবে এবং যেখানে সব সুযোগসুবিধা প্রতিটি পরিবারের হাতের নাগালে থাকবে।’

‘আমি এই নেতার কথা শুনেছি। তিনি নিউইয়র্ক নগরীকে সবার জন্য বাসযোগ্য করে গড়তে চান। তার এই ইচ্ছাকে আমি মনেপ্রাণে সমর্থন করি।’

নিউইয়র্কের গভর্নরের সমর্থনের ফলে জোহরান মামদানির পক্ষের নেতাদের তালিকা আরেকটু দীর্ঘ হলো। এর আগে তাকে সমর্থন দিয়েছেন নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর আন্তোনিও দেলগাদো, রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ, জেরল্ড নালডার, নিদিয়া ভেলেজকুয়েজ, আদ্রিয়ানো এসপাইলাত ও প্যাট রায়ান।

নিজ দলের বাইরেও সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন ও বার্নি স্যান্ডারস ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য প্রমীলা জয়পাল, রো খান্না, জেমি রাসকিন ও ক্রিস ভন হোলেন এবং পরিষদের সাবেক সদস্য জামাল বোম্যান ও সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিও এই মেয়র প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছেন।

উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় জন্ম নেওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি (৩৩) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে নগরীর বাসিন্দাদের জন্য বিনা খরচায় বাসে চলাচল এবং বাড়ি ভাড়া যাতে না বাড়ে সেই ব্যবস্থা নেবেন।

আসন্ন নির্বাচনে জোহরান মামদানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অপর ডেমোক্র্যাট নেতা ও নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আছে।

ইসরায়েলি বন্ডে আর বিনিয়োগ নয়, ঘোষণাই দিলেন জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি মনে করেন, এ শহরের পেনশন তহবিল ইসরায়েলি বন্ডে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। কারণ, ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন ভাঙছে।

গত সপ্তাহে সিবিএস নিউইয়র্কের সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকার দেন মামদানি। সেখানে সাংবাদিক মারসিয়া ক্রেমারের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

মারসিয়া ক্রেমার মামদানিকে জিজ্ঞাসা করেন, মেয়র হলে তিনি কি শহরের পেনশন তহবিলের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষকে বলবেন, ইসরায়েলের সঙ্গে ব্যবসা করা প্রতিষ্ঠান বা ইসরায়েলি বন্ড থেকে বিনিয়োগ সরাতে? নিউইয়র্ক সিটি ঐতিহাসিকভাবে এ দুই ক্ষেত্রেই বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে আসছে।

মামদানি জবাবে বলেন, ‘আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গের কাজে আমাদের কোনো তহবিলের জড়িত থাকা উচিত নয়।’

মামদানি আরও বলেন, বর্তমান সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার ইসরায়েলি বন্ড নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ‘আমি মনে করি, ইসরায়েলি বন্ড নিয়ে বর্তমান কম্পট্রোলারের যে অবস্থান, সেটাই সঠিক পথ’, বলেন তিনি। তবে ক্রেমার প্রশ্ন ঘুরিয়ে আবার জানতে চান, ইসরায়েলের সঙ্গে ব্যবসা করা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ সরানো নিয়ে তাঁর অবস্থান কী।

‘আর বাকি কোম্পানিগুলো কী হবে, যেগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে ব্যবসা করছে? বিডিএস?’—প্রশ্ন করেন ক্রেমার। মামদানি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, এ শহরের সম্পৃক্ততা কোথায় সবচেয়ে স্পষ্ট, সেটা আগে বোঝা জরুরি।

‘সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, আমরা কোথায় সরাসরি জড়িত, সেটা চিহ্নিত করা। শহরের পেনশন তহবিলে ইসরায়েলি বন্ড কেনা আসলে আমাদের মূল্যবোধের স্পষ্ট প্রকাশ। আর আমরা জানি, আমাদের মূল্যবোধ আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে রয়েছে,’ বলেন মামদানি।

গত বছরের মার্চ পর্যন্ত ‘নিউইয়র্ক স্টেট কমন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড’এ প্রায় ৩৫২ মিলিয়ন ডলারের ইসরায়েলি বন্ড ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে যেসব প্রতিষ্ঠান বা ফান্ড ইসরায়েলি বন্ডে বিনিয়োগ করে, সেসবের অন্যতম এটি।

মামদানি ক্রেমারকে আরও বলেন, তিনি তাঁর প্রচারাভিযান চলাকালে বারবারই বলেছেন, বর্তমান প্রশাসন যেসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে, সেসব ক্ষেত্রে আইন মেনে চলায় ফিরতে হবে।

পেনশন তহবিলের মোট সম্পদ ও ইসরায়েলি বন্ডের অবস্থান

নিউইয়র্ক সিটির পেনশন তহবিল পাঁচটি আলাদা তহবিল নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক এমপ্লয়িজ রিটায়ারমেন্ট সিস্টেম, নিউইয়র্ক সিটি ফায়ার পেনশন ফান্ড, নিউইয়র্ক পুলিশ পেনশন ফান্ড, নিউইয়র্ক সিটি টিচার্স রিটায়ারমেন্ট সিস্টেম ও নিউইয়র্ক সিটি বোর্ড অব এডুকেশন রিটায়ারমেন্ট সিস্টেম।

এই পেনশন তহবিলগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ২৮৯ বিলিয়ন (২৮ হাজার ৯০০ কোটি) ডলার। এগুলো তত্ত্বাবধান করেন সিটির কম্পট্রোলার। প্রায় ৫০ বছর ধরে নিউইয়র্ক সিটির পেনশন তহবিল ইসরায়েলি বন্ডে বিনিয়োগ করে আসছিল। কিন্তু ২০২৩ সালে বর্তমান কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার নীতি পরিবর্তন করেন।

২০২২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর ল্যান্ডার সিদ্ধান্ত নেন, ২০২৩ সালের শুরুর দিকে ৩০ মিলিয়ন ডলারের পুরোনো বন্ডের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আর নতুন কোনো ইসরায়েলি বন্ড কেনা হবে না। কারণ হিসেবে তিনি শহরের নীতি অনুযায়ী বিদেশি সরকারের ঋণ এড়িয়ে চলার কথা জানান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, অন্য দেশগুলোর তুলনায় ইসরায়েলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়াও উচিত নয়।

গত জুলাইয়ে ল্যান্ডারের এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পর বিতর্ক শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন ‘বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট অ্যান্ড স্যাংশনস (বিডিএস)’ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। তবে ল্যান্ডার দাবি করেন, তাঁর সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ছিল না।

বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির পেনশন তহবিলের প্রায় ৩১৫ মিলিয়ন (৩১ কোটি ৫০ লাখ) ডলার ইসরায়েলি কোম্পানি ও রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ রয়েছে।

এদিকে গত সপ্তাহের শুরুর দিকে নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি আবারও আলোচনায় আসেন। তিনি ৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ব্রুকলিনে ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের সঙ্গে এক টাউন হল সভায় যোগ দেন। এতে আনুমানিক ১ হাজার ৭০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

স্যান্ডার্সের পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রুকলিন কলেজে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি স্যান্ডার্সের ‘ফাইটিং অলিগার্কি’ ভ্রমণের অংশ ছিল। উল্লেখ্য, ফাইটিং অলিগার্কি ভ্রমণ বলতে বোঝানো হচ্ছে বার্নির দেশজুড়ে আয়োজন করা সভাসমাবেশকে। এ কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে বড় করপোরেট গোষ্ঠী ও ধনকুবেরদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি।

সন্ধ্যার ওই পুরো অনুষ্ঠান ছিল করপোরেট এবং ‘অলিগার্কিক’ স্বার্থ থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের বিষয়কে ঘিরে।

যদিও সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মামদানি তুলনামূলকভাবে মধ্যমপন্থী অবস্থান নেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তবে স্যান্ডার্সের সঙ্গে সভার শুরুতেই তিনি তাঁর শিকড়মুখী অবস্থানে ফিরে আসেন। ফিলিস্তিনপন্থী মত প্রকাশ করায় চারজন অধ্যাপককে সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষের বরখাস্তের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন মামদানি।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির প্রতি সমর্থন জানালেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক নগরের ডেমোক্রেটিকদলীয় মেয়রপ্রার্থী জোহরান মামদানিকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও হোকুল তাঁকে ‘নিউইয়র্ক নগরকে সাশ্রয়ী করার বিষয়ে মনোযোগী একজন নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক লেখায় হোকুল জোহরানের প্রতি এ সমর্থন জানান। ফলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী ৩৩ বছর বয়সী জোহরানের অবস্থান আরও শক্তিশালী হলো। তিনি রাজ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাট ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এই সমর্থন হাউস মাইনরিটি লিডার হেকিম জেফরিস, সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক শুমারের মতো অন্য শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটদের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এখনো জোহরানকে সমর্থন জানাননি। জেফরিস ও শুমার দুজনেই ব্রুকলিনের বাসিন্দা।

গভর্নর হোকুলের এ সমর্থন দুই মাসের বেশি সময় ধরে দুজনের মধ্যে বজায় রাখা সতর্ক দূরত্বের অবসান ঘটাল। গত জুনে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে (দলীয় বাছাইপর্বে) জোহরান সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে সবাইকে চমকে দেন। হোকুল প্রথমে জোহরানকে সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

হোকুল লিখেছেন, ‘কয়েক মাস ধরে আমি তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেছি। আমাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনায় আমি এমন একজন নেতাকে দেখেছি, যিনি আমার মতোই এমন একটি নিউইয়র্ক গড়তে চান, যেখানে শিশুরা তাদের এলাকায় নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারবে এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য সুযোগ হাতের নাগালে থাকবে। আমি এমন একজন নেতাকে দেখেছি, যিনি নিউইয়র্ক নগরকে সাশ্রয়ী করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর এ লক্ষ্যকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি।’

জোহরানের নির্বাচনী প্রচারের মূল ভিত্তি ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো এবং প্রগতিশীল বিভিন্ন এজেন্ডা, যেমন বিনা মূল্যে সিটি বাস, সরকারি গ্রোসারি এবং শহরের সবচেয়ে ধনী বাসিন্দাদের ওপর কর আরোপ।

প্রাইমারির পর হোকুল বিশেষভাবে ধনীদের ওপর কর আরোপের প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এতে মানুষ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারে।

কর বৃদ্ধির যেকোনো প্রস্তাব অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় পাস হতে হয় এবং গভর্নরের স্বাক্ষরের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।

হোকুলের এ সমর্থনের রাজনৈতিক তাৎপর্য তাঁর ও জোহরান—দুজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ সমর্থন জোহরানের বামপন্থী সমর্থক এবং ডেমোক্রেটিক দলের মূলধারার নেতৃত্বের মধ্যে দূরত্ব কমাতে সাহায্য করতে পারে। দলের অনেকেই জোহরানকে তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পরিচয় এবং ইসরায়েলের কড়া সমালোচনাকে সন্দেহের চোখে দেখেন।অন্যদিকে জোহরানের প্রতি এই সমর্থন আগামী বছর হোকুলের নিজের পুনর্নির্বাচনী প্রচারের আগে প্রগতিশীলদের মধ্যে তাঁর অবস্থানকেও শক্তিশালী করতে পারে।

হোকুল লিখেছেন, ‘আমি আনন্দিত, তিনি নগরের ইহুদি নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের কথা শুনেছেন এবং সরাসরি তাঁদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিউইয়র্কের সব ধর্মের মানুষ যাতে এ শহরে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তা নিশ্চিত করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ।’ জোহরানও গত রোববার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমাদের দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থন জানানোয় হোকুলকে ধন্যবাদ।’

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো মসজিদে গেলেন মেয়র প্রার্থী কুমো, কী বলছেন মুসলিমরা

পরিচয় ডেস্ক : মসজিদের নেতাদের কাছ থেকে দীর্ঘ ও উষ্ণ পরিচিতিমূলক বক্তব্য শোনার পর নিউইয়র্ক নগরের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমো চেয়ার থেকে উঠলেন। তারপর তিনি ছোট্ট এক নোটকার্ডের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে ঐতিহ্যবাহী আরবি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানোর চেষ্টা করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়ার পর ধীরে ধীরে বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম।’

কুমোর সালামে উপস্থিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ খানিকটা বিস্মিত হলেও উপস্থিত সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

এমন ভুল খুব অবাক হওয়ার নয়। কুমো নিউইয়র্কের মেয়র পদে প্রার্থিতার প্রচার শুরুর পর নিয়মিত গির্জা, সিনাগগ ও শিখ মন্দিরে গিয়েছেন। তবে এবার প্রথম গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) নগরের ব্রঙ্কসের ফুতা ইসলামিক সেন্টারে প্রচারে গেলেন। মসজিদে এটিই ছিল তাঁর প্রথম নির্বাচনী প্রচার।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালন করা কুমো মেয়রের পদে দলীয় প্রাইমারিতে এক বিতর্কে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন, শেষ কবে কোনো মসজিদে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছিলেন তিনি। সেই প্রশ্নে তিনি হিমশিম খেয়েছিলেন এবং সদুত্তর দিতে না পেরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

শুক্রবারের (১২ সেপ্টেম্বর) বক্তব্যে কুমো নিউইয়র্ককে নতুন আসা অভিবাসীদের জন্য সুযোগের বাতিঘর হিসেবে উল্লেখ করেন, যা মসজিদের অনেক পশ্চিম আফ্রিকান অভিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মনে হয়। তিনি বলেন, তাঁর দাদার প্রায় ১০০ বছর আগে ইতালি থেকে আসার যাত্রা ও এসব মানুষের যাত্রা একই রকম। নির্বাচিত হলে তিনি নিশ্চিত করবেন, মুসলিমরা নিউইয়র্কে এসে যে সাফল্যের স্বপ্ন দেখেছেন, তা যেন বাস্তবে পান।

পরোক্ষভাবে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানিকে লক্ষ্য করে কুমো বলেন, তিনি বছরে ৫০ হাজার ডলারের কম আয় করা পরিবারগুলোর জন্য বাস ও সাবওয়ে বিনা মূল্যে করবেন এবং বাসাভাড়ার খরচ কমাতে কাজ করবেন।

‘অ্যাফোর্ডেবিলিটি’ বা সাশ্রয়ী আবাসনের ইস্যুতে জোর দিয়ে জোহরান মামদানি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাই ভোটে জয়ী হয়েছেন।

কুমো বলেন, মানুষ এখন সাশ্রয়ী আবাসনের কথা বলছে। এটা আসলে পুরোনো সমস্যার নতুন শব্দ। আসল সমস্যা হলো মধ্যবিত্ত, কর্মজীবী পরিবার ও গরিবেরা তীব্র অর্থনৈতিক চাপে আছে।

গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ডজনখানেক মুসল্লির সামনে কুমোর এই উপস্থিতি দেখিয়েছে, ডেমোক্র্যাটদের প্রাইমারিতে জোহরানের কাছে হারের পর থেকে তিনি প্রচারে আরও সরাসরি কৌশল নিয়েছেন। জোহরান নিজে মুসলিম এবং এই মসজিদে তিনি একাধিকবার এসেছেন।

সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কুমো ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসও বেশ পিছিয়ে আছেন। গতকাল শুক্রবার অ্যাডামসও কাছের একটি মসজিদে প্রচার চালিয়েছেন, যেখানে মূলত পশ্চিম আফ্রিকান অভিবাসীরা নামাজ পড়েন।

ফুতা ইসলামিক সেন্টারের নেতা মামাদু দিয়ালো মেয়র প্রার্থী কুমোর বক্তব্যের পর বলেন, প্রার্থীদের মসজিদে আসা মোটেই অবাক করার মতো বিষয় নয়। মুসলিম নিউইয়র্কাররা তাদের কথা শোনাতে চায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কুমো নির্বাচিত হলে তিনি আবার এসে তাঁদের আবাসন ব্যয় ও অপরাধ নিয়ে উদ্বেগের জবাব দেবেন।

৩৯ বছর বয়সী দিয়ালো বলেন, তিনি এখনো নিশ্চিত নন কাকে সমর্থন করবেন। তবে অনেক মুসল্লির কাছে কুমোর গভর্নর থাকার সময়ের স্মৃতি ভালো।

গিনি থেকে আসা ৬০ বছর বয়সী নিরাপত্তাকর্মী বুবাকার সওলামুগম বলেন, কুমো গভর্নর হিসেবে ন্যূনতম মজুরি ১৫ ডলার করায় তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি ভালো কাজ করেছেন।

তবে উপস্থিত অন্যরা, যেমন ২৩ বছর বয়সী ওসমানে দিয়ালো স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমোকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তিনি প্রাইমারিতে জোহরানকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি মনে করেন, নির্বাচনের এত কাছে এসে কুমোর এই আগমন নিছক মতলববাজি।

ওসমানে বলেন, কুমোর সময় শেষ। নতুন চিন্তাভাবনা করেন, এমন রাজনীতিক দরকার।

চলতি বছরের জুনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারির আগে কুমো দাবি করেছিলেন, তিনি ১০০ জনের বেশি ধর্মীয় নেতার সমর্থন পেয়েছেন—যাঁদের তালিকায় ব্রুকলিনের দুই ইমামও ছিলেন।

তবে গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই দুই ইমাম বলেন, তাঁরা কখনোই কুমোকে সমর্থন করেননি এবং ভুলবশত তালিকায় তাঁদের নাম ঢোকানো হয়েছিল।

ব্রুকলিনের আল-মদিনা মসজিদের ইমাম মুহাম্মদ সিদ্দিকি বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম, কুমোর নির্বাচনী প্রচার দল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে; কিন্তু করেনি। এরপর দেখি আমাদের নাম তালিকায় যোগ করেছে। এতে হতাশার চেয়ে অসাবধানতাই বেশি মনে হচ্ছে। গুরুত্বের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত আমরা কাউকে সমর্থন দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই।’

আরেক ইমাম আহমেদ আলি (ইগ্রা মসজিদ) বলেন, ‘আমার মসজিদের অভিজ্ঞতাও একই। এটা ছিল ভুলবোঝাবুঝি। সাবেক গভর্নরের আসা উচিত ছিল এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা উচিত ছিল।’

কুমোর মুখপাত্র রিচ আজ্জোপার্দি স্বীকার করেছেন, ইমামদের নাম তালিকায় ঢোকানো ভুল ছিল।

জুলাই সনদের আইনি ও

৯ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে না।” তিনি বলেন, “অনেকে বলেন, আপনারা আলোচনার টেবিল ছেড়ে রাজপথে যাচ্ছেন কেন? এর কারণ হচ্ছে, আলোচনায় কোনো ফল আসছে না। আমাদের আন্দোলন জনগণের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার জন্য।”

তিনি আরও বলেন, “জনগণ যদি গণভোটে পিআর না মানে, আমরা মেনে নেব। কিন্তু আপনারা গণভোটকে ভয় পাচ্ছেন কেন?

সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ বলেন, “জামায়াতে ইসলামী বারবার বলেছে, অর্থবহ সংস্কার করতে হলে এর আইনি ভিত্তি প্রয়োজন। সেই ভিত্তির ওপরেই আগামীর নির্বাচন হতে হবে। আর এই নির্বাচনকে সুন্দর করতে হলে পিআর পদ্ধতি দরকার।”

তিনি বলেন, “তাহলেই হবে ফ্রি, ফেয়ার, ক্রেডিবল এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড। প্রশাসনও সুন্দরভাবে নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে—ডাকসু, জাকসুর মতো।”

জামায়াতের আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান বলেন, “জুলাই সনদ বাস্তবায়নে যারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, জনগণ তাদের প্রতিরোধ করবে। সরকারের ভেতরে যারা ড. ইউনূসকে কুপরামর্শ দিচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করা হবে। নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “সামান্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের ভোট গণনা করতে ৪০ ঘণ্টা লেগেছে। এভাবে ডাকসু-জাকসুর মতো যদি জয় হতে থাকে, তাহলে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হবে।”

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতির প্রবর্তন এবং সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে সাতটি ইসলামী রাজনৈতিক দল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে পৃথক বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দাবি, জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করতে হলে পিআর পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং জুলাই সনদ অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।

এর আগে জোহরের নামাজ শেষে একই স্থানের উত্তর ফটকে সমাবেশ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তাদের কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরপরই জামায়াতের সমাবেশ শুরু হয়।

এ ছাড়া খেলাফত মজলিসসহ আরও কয়েকটি ইসলামী দলও বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে পৃথক বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে।

সবগুলো দল—জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতি চালু, এবং সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার দাবিতে এসব কর্মসূচি পালন করেছে।

আলোচনা চলমান থাকা

৯ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা মাধ্যমে সবকিছু সমাধান করতে চাইছি। জুলাই সনদ বাস্তবায়নও আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান হবে বলে আশা করি।”

ফখরুল বলেন, “বিএনপি পিআরের পক্ষে নয়। বাংলাদেশে পিআরের প্রয়োজনীয়তা নেই। জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনা চলছে। অনেক বিষয়ে বিএনপি একমত হয়েছে। সেগুলো সামনে আনলেই হয়। একটি বিষয় পরিষ্কার—যেটাই করা হোক জনগণের সমর্থন বড় প্রয়োজন। জনগণের সমর্থনে নির্বাচনের মাধ্যমে যে পার্লামেন্ট আসে, সেই পার্লামেন্ট সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে, সংশোধনী আনতে পারে। সেখানেই সেটা সম্ভব।”

১৪ দল ও জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে বিএনপি নয়।”

জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে মির্জা ফখরুল প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র যাবেন। সেখানে আপনাদের ভুমিকা কী হবে- এ প্রশ্নের জবাবে ফখরুল বলেন, “আমি নিজেও জানি না সেখানে আমাদের ভূমিকা কী হবে। কারণ ড. ইউনূসের সঙ্গে এ বিষয়ে এখনো কথা হয়নি। কথা হলে হয়তো জানতে পারব। আমার মনে হয় দেশের গণতন্ত্র উত্তরণের বিষয়টিই প্রধান্য পাবে। একইসঙ্গে দেশের উন্নয়ন বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে।”

দেশের অনেক সিদ্ধান্ত বিদেশে হয়—এবারও তেমন হবে কি না জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, “আমি মনে করি না। আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরই নিতে হবে। সব সময় বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নিয়েছি। এখনো নেব। সুতরাং বাইরের (বিদেশের) সিদ্ধান্তের কোনো প্রয়োজন নেই।”

গোপনে বিএনপির সঙ্গে

৯ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির সঙ্গে সমঝোতা করবেন, এটি হতে দেওয়া হবে না। আমাদের নিরপেক্ষভাবে ডাকুন। আমাদের পাঁচ দফা দাবি মেনে নিন। তাহলেই আমরা আন্দোলন থেকে সরে আসব।”

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, “৩১টি দলের মধ্যে ২৫টি দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে একমত হলেও বিএনপি এর বিরোধিতা করছে। কারণ পিআর পদ্ধতি চালু হলে কালো টাকার খেলা, মনোনয়ন বাণিজ্য ও পেশিশক্তির প্রদর্শন বন্ধ হবে।”

সিলেটের বন্দরবাজার এলাকায় আয়োজিত আরেক সমাবেশ থেকে দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ অভিযোগ করে বলেন, “সরকার জুলাই সনদ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এর চেতনা ধারণ না করে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।”

আযাদ বলেন, “সংস্কার জামায়াতের এজেন্ডা নয়। এটি জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন। সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যর্থতা মানে জুলাই সনদের চেতনাকে অস্বীকার করা।”

বরিশালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পিআর নিয়ে গণভোট আয়োজনের দাবি জানান নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

চট্টগ্রামে একই দাবির কথা বলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

সম্প্রতি জামায়াতসহ সাতটি দল প্রায় অভিন্ন দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। গতকাল ছিল কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সব জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি রয়েছে দলগুলোর।

অন্য দলগুলো হলো—ইসলামী আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)।

গতকাল বরিশালে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আয়োজিত সমাবেশ থেকেও পিআর পদ্ধতিতে আগামী নির্বাচন আয়োজনের জোর দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশে সরকারি

৮ পৃষ্ঠার পর

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সভায় পেনশন গ্রহীতাদের নানা সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন।

সরকারি কর্মচারীরা অবসরের পর মাসিক পেনশন পান। পেনশনভোগী মারা গেলে তার স্ত্রী/স্বামী আজীবন বা কোনো ক্ষেত্রে যোগ্য পোষ্যরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পেনশন পান।

১৯৮০ সাল থেকে সরকার পেনশনের পুরো টাকা একসঙ্গে তোলার সুযোগ দেয়। অনেকেই সেই টাকা পারিবারিক কাজে ব্যয় করেন বা সন্তানের হাতে তুলে দেন এবং পরবর্তীতে আর্থিক সংকটে পড়েন। এতে বিপাকে পড়া অনেক পেনশনার একটি সংগঠন গড়ে তুলে সরকারের কাছে দাবি জানাতে থাকেন।

২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের মাসিক পেনশন পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অবসর গ্রহণের ১৫ বছর পর এ সুবিধা পাওয়া যায়। বর্তমানে যারা একসঙ্গে পুরো টাকা তুলেছেন তারা মাসিক পেনশন পান না, বরং বছরে দুটি উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা পান।

তবে পেনশন পুনঃস্থাপনের আগেই কেউ মারা গেলে তার স্ত্রী/স্বামী বা উত্তরাধিকারীরা কোনো সুবিধা পান না। সম্প্রতি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবে। এছাড়া অপেক্ষাকাল ১৫ বছর থেকে কমিয়ে ১০ বছর করার প্রস্তাব জাতীয় বেতন কমিশনে পাঠানো হবে।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, পেনশন ভোগরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করলে মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীকেও পারিবারিক পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব জাতীয় বেতন কমিশনে পাঠানো হবে। একইসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে পেনশন সংক্রান্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষরদান ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের বিষয়টি অর্থ বিভাগ পর্যালোচনা করবে।

এছাড়া ২০১৭ সালের ১ জুলাই থেকে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের উৎসব ভাতা ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট হিসেবে দেওয়া হলেও পেনশন পুনঃস্থাপিত হলে এই ইনক্রিমেন্টের অর্থ যোগ হচ্ছে না। বৈঠকে বিষয়টি সমাধানের জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের মতো অবসরপ্রাপ্ত পেনশনাররাও জটিল রোগে আক্রান্ত হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে চিকিৎসা সহায়তা পাবেন- এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কমিটিতে জনপ্রশাসন সচিবকে সদস্য করার বিষয়টি অর্থ বিভাগকে পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়েও ব্যাপক প্রচারণা চালাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিসেম্বরে শুরু হচ্ছে এবারের একুশে বইমেলা

৮ পৃষ্ঠার পর

শহীদ মুনির চৌধুরী সভাকক্ষে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এর তারিখ নির্ধারণ সংক্রান্ত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, একাডেমির সচিব, পরিচালকরা এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা একাডেমি জানায়, আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বইমেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পবিত্র রমজানের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অমর একুশে বইমেলা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

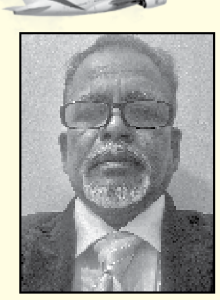

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY
IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
MIT
M
R
RIT
LUX ET VERITAS
Penn
University of Pennsylvania
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ইতালিতে তিন দিনে নতুন

৮ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন। এই অভিবাসনপ্রত্যাশীরা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া এবং সুদানের নাগরিক। তাদের মধ্যে একজন কয়েক মাস বয়সী শিশু ও একজন সন্তানসম্ভবা নারীও ছিলেন।

অভিবাসীরা বলেছেন, তারা লিবিয়ার আবু কামাশ থেকে যাত্রা করেছেন। ওই দিন রাতে ইতালির ফিন্যান্সিয়াল গার্ড পাঁচ মিটার দীর্ঘ একটি নৌকা থেকে ১৫ জন ইরিত্রিয়ান, সুদানিজ এবং আইভোরিয়ান অভিবাসনপ্রত্যাশীকেও উদ্ধার করেন।

নৌকায় থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীরা বলেছেন, তারা তিউনিশিয়ার এল ওলগা থেকে যাত্রা করেন। যাত্রার জন্য তাদের প্রত্যেককে এক হাজার ২০০ ইউরো করে অর্থ দিতে হয়েছিল। এই ১৫ জনের মধ্যে দু'জনকেও লাম্পেদুসার একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। কারণ তারাও হাইড্রোকার্বন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এছাড়া, আরও দুটি নৌকায় ১০৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী লাম্পেদুসায় পৌঁছেছেন। তার মধ্যে একটি নৌকা সরাসরি কালা উচেলোতে পৌঁছায়। ওই নৌকাটিতে তিন অপ্রাপ্তবয়স্কসহ মোট ৬৯ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী ছিলেন। তারা বাংলাদেশ, মিসর ও সোমালিয়ার নাগরিক। লিবিয়ার হোমস থেকে যাত্রা করেছিলেন তারা।

অপর নৌকাটিতে ৩৭ জন আফগান, বাংলাদেশি, মিসরীয়, ইরিত্রিয়ান এবং পাকিস্তানি ছিলেন। বুধবার সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও দু'টি নৌকা থেকে মোট ৭৪ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়। যাদের মধ্যে একজন শিশু এবং একজন সন্তানসম্ভবা নারী ছিলেন।

রাবারের একটি নৌকায় ছিলেন ২২ জন ইরিত্রিয়ান। অপর নৌকাটিতে ছিলেন ৫২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। তারা সবাই মিসরীয়, সুদানিজ, বাংলাদেশি এবং সিরিয়ান নাগরিক।

গত শনিবার ও রোববারও ৮৪৭ জন অভিবাসী ১৫টি নৌকায় লাম্পেদুসায় পৌঁছান। সবমিলিয়ে দ্বীপটির একমাত্র অভিবাসী অভ্যর্থনা কেন্দ্রে বর্তমানে অভিবাসীর সংখ্যা হয়েছে এক হাজার ৪০০ জনেরও বেশি। যা গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

এদিকে, সমুদ্রের আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় অভিবাসীদের সিসিলিতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াও চলছে ধীর গতিতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৩০০ অভিবাসীকে পোর্তো এমপেডোকলে স্থানান্তরের পর হটস্পটে এখনও এক হাজার ৪২০ জন অভিবাসী আছেন। ইনফোমাইগ্রেন্টস।

ভারতের 'অদৃশ্য বাধা'র মুখে ব্যাহত

১০ পৃষ্ঠার পর

ফলাফল; প্রতি ৫ কেজি ওজনের স্যাম্পলের প্যাকেট পাঠাতে আগে যেখানে খরচ হতো পাঁচ হাজার টাকা, সেখানে এখন সময়মতো পৌঁছাতে বিমানে লোক মারফত পাঠাতে খরচ হচ্ছে প্রায় এক লাখ টাকা।

শোভন ইসলাম বলেন, “গত কয়েক মাস ধরে ভারতে তিনটি বিদেশি ক্রেতার অফিসে কুরিয়ারে পোশাকের নমুনা পাঠানো জটিল হয়ে পড়েছে, যা গত দুই মাস ধরে আরও বেড়েছে। ভারতীয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে এগুলো আটকে রাখছে বা ছাড় করছে না। ফলে আমাদের বাধ্য হয়ে বিমানে লোক মারফত পাঠাতে হচ্ছে। এতে ৫ কেজির একটি নমুনা পাঠানোর খরচ পাঁচ হাজার টাকা থেকে বেড়ে প্রায় এক লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।চ

এই সমস্যা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রপ্তানিকারককে প্রভাবিত করছে। যেমন ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ জব্বার, ফকির ফ্যাশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফকির কামরুজ্জামান নাহিদসহ আরও তিনজন রপ্তানিকারক ও বায়ারদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, এখন ভারতে নমুনা পাঠাতে আগের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি সময় লাগছে।

তাদের অভিযোগ, ভারত সরকার লিখিতভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা না দিলেও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এয়ার কুরিয়ারে পাঠানো এসব নমুনা আটকে দিচ্ছে, তারা এটি করছে বাংলাদেশের রপ্তানিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য।

ভারতে পুমা, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, এইচঅ্যান্ডএম, লিভাইস ও ম্যাঙ্গোর মতো শীর্ষস্থানীয় বেশকিছু বায়ার ও ব্র্যান্ডের অফিসে নিয়মিত স্যাম্পল পাঠাতে হয় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের। যেখানে ভারতে বা তৃতীয় কোনও দেশে রপ্তানি করার জন্য অনুমোদন নিতে হয়। সাধারণত পোশাক তৈরি করার আগে একবার স্যাম্পল পাঠিয়ে অনুমোদন নিতে হয়, আর পণ্য তৈরির পর ফাইনাল শিপমেন্ট করার আগে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করে সেগুলো পাঠিয়ে অনুমোদন নিতে হয়। আবার স্টোরগুলোতে কাস্টমারকে পণ্য দেখানোর জন্যও কিছু নমুনার প্রয়োজন হয়, যা সেলসম্যান স্যাম্পল হিসেবে পরিচিত।

নমুনা অনুমোদন না হলে পণ্য তৈরি হলেও তার চালান পাঠান যায় না। ফলে বাড়তি খরচ করে হলেও রপ্তানিকারকদের আকাশপথ বা বিকল্প উপায়ে স্যাম্পল পাঠাতে হচ্ছে।

পোশাকের বেশিরভাগ নমুনাই কাস্টমসে বিলম্বের শিকার

ভারতে অধিকাংশ তৈরি পোশাকের নমুনা পাঠানো এখন বিলম্বিত হচ্ছে। রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতে পাঠানো অধিকাংশ নমুনার কুরিয়ার চালান ভারতীয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিলম্বিত করছে, আটকে দিচ্ছে কিংবা পণ্যমূল্যের সীমাবদ্ধতা আরোপ করছে। যেখানে ৩ু৫ দিনে চালান পৌঁছানোর কথা, এখন তা পৌঁছাতে সময় লাগছে ১৫ু২০ দিন, আর কিছু চালান একেবারেই আটকে দেওয়া হচ্ছে।

শোভন ইসলাম বলেন, তিনি নিয়মিতভাবে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, লিভাইস ও ম্যাঙ্গোর রিজিওনাল অফিসে অনুমোদনের জন্য নমুনা পাঠানড়্যার মধ্যে দুটি দিল্লি এবং একটি বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত। তিনি বলেন, “কিন্তু ইন্ডিয়ান কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কুরিয়ার চালান হয় আটকে দিচ্ছে, নয়তো ডিলে (বিলম্ব) করছে। ফলে এখন বাধ্য হয়ে বিমানে ব্যক্তির মাধ্যমে হ্যান্ড ক্যারি করে পাঠাতে হয়, সেখান থেকে আবার কুরিয়ারে বায়ারদের অফিসে পাঠাতে হয়।চ

এমন সমস্যার কথা জানিয়েছেন ঢাকায় পুমার কান্ট্রি ম্যানেজার মঈন হায়দার চৌধুরী-ও। টিবিএসকে তিনি বলেন, “ইন্ডিয়াতে আমাদের প্রায় ১,০০০ স্টোর আছে। সেখানে নিয়মিত স্যাম্পল পাঠানোর প্রয়োজন হয়, কিন্তু এয়ার বা এয়ারের মাধ্যমে কুরিয়ারে কোন শিপমেন্ট অ্যালাও করছে না। এর ফলে কিছু হ্যান্ড ক্যারি করে নিয়ে যেতে হচ্ছে।চ

“এ কারণে আমাদের ভেন্ডরদের খরচ বেড়ে যাচ্ছেচু উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এ পরিস্থিতিতে এখন আমরা জাহাজের মাধ্যমে স্যাম্পল পাঠানোর পরিকল্পনা করছি।চ

রপ্তানিকারক ও কুরিয়ার কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এয়ারের মাধ্যমে কুরিয়ারে নমুনা পাঠাতে সময় লাগে ৪ কর্মদিবস, অন্যদিকে জাহাজের মাধ্যমে পাঠাতে সময় লেগে যায় তিন সপ্তাহের মত।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু টিবিএসকে বলেন, “বায়ার ও রপ্তানিকারক উভয়ের কাছ থেকেই আমরা অভিযোগ পেয়েছি যে, এয়ার কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো স্যাম্পল ভারতের কাস্টমসে আটকে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানানোর পরিকল্পনা করছি।চ

তিনি অভিযোগ করেন, অনেক আগে থেকেই ভারত বাংলাদেশের স্যাম্পল পাঠানোর ক্ষেত্রে ছাড়পত্রে জটিলতা তৈরি করছে। “তবে যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ রেট নির্ধারণের পর এই সমস্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ১৫ থেকে ২০ দিন দেরি করা হচ্ছেু যা অপ্রয়োজনীয়।চ

এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, “ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক কাঠামোতে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের রপ্তানির ক্ষেত্রে তা ২০ শতাংশ। ফলে বেশকিছু বায়ার, যারা এতদিন ভারত থেকে পণ্য সংগ্রহ করত, তারা এখন বাংলাদেশে অর্ডার সরিয়ে আনছে বা আনতে চাচ্ছে। এখন হয়তো এর মাধ্যমে (কুরিয়ার পাঠানোয় জটিলতা সৃষ্টি) এই পরিবর্তনটা আটকানোর চেষ্টা করছে।চ

তিনি বলেন, “এই সমস্যা আগামীতে হয়তো আরো হবে বলে আমরা মনে করছি। এ অবস্থায় আমাদের বায়াররা-ও অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন।চ

ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, আরামেক্স-সহ বাংলাদেশেস ৫৫টি নিবন্ধিত কুরিয়ার কোম্পানি আছে।

ডিএইচএল -এর রপ্তানি বিভাগে কর্মরত একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে টিবিএসকে বলেন, “ভারতে মেইড ইন বাংলাদেশ নামে কোনো ফেব্রিকের চালান থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আটকে ফেলে, কারণ তাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে।চ

“রপ্তানিকারকদের তাই আমরা পরামর্শ দিই কোন স্যাম্পল পাঠানোর আগে ওখানকার প্রাপকের সাথে যোগাযোগ করে নিতে, যাতে তারা লোকাল ফেডেক্স এর সাথে যোগাযোগ করে দেখে, ওই আইটেম ছাড়াতে পারবে কিনাচু বলেন তিনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগের যুগ্মসচিব নারগিস মুরশিদা টিবিএসকে বলেন, “আমরা এখনো রপ্তানিকারকদের কাছ কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী করণীয় ঠিক করব।চ

টিবিএস এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেও বুধবার পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বাণিজ্যে বাধার মধ্যেও রপ্তানি বেড়েছে ভারতে

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন এবং তার ভারতে আশ্রয় নেওয়া নিয়ে উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক শীতল রূপ নেয়। আওয়ামী সরকার পতনের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাংলাদেশি পর্যটকদের ভারতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, এরপরে বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্যেও একের পর এক বিধিনিষেধ দিতে শুরু দেশটি। কয়েক দফায় ভারত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের ওপর স্থলবন্দর দিয়ে দেশটিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়। বন্ধ করে দেয় দেশটির বন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধাও।

অন্যদিকে বাংলাদেশও স্থানীয় টেক্সটাইল মিল মালিকদের দাবির প্রেক্ষিতে মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি ঠেকাতে স্থলবন্দর ব্যবহার করে ভারত থেকে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে কেবল ভারতের মুম্বাইয়ের নভসেবা বন্দর দিয়ে সেখানে রপ্তানি করা যাচ্ছে।

এতসব বিধিনিষেধ সত্ত্বেও দেশটিতে গত জুলাই মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে। সরকারি হিসেবে, গত জুলাইয়ে ভারতে বাংলাদেশ আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ শতাংশ বেশি রপ্তানি করেছে। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও তার আগের বছরের তুলনায় দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে ১২ শতাংশের বেশি, যার পরিমাণ ১৭৬ কোটি ডলার। সংবাদসুত্র টিবিএস

বাংলাদেশে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬, নতুন রেকর্ড

১০ পৃষ্ঠার পর

খাতে আমানতের পরিমাণও বেড়েছে। মার্চ শেষে সব হিসাব মিলিয়ে মোট আমানত ছিল ১৯ লাখ ২৩ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা।

জুন শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকায়। ফলে তিন মাসে আমানত বেড়েছে প্রায় ৭৩ হাজার ৭৫ কোটি টাকা।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, কোটি টাকার বেশি জমা থাকা হিসাবগুলোতে জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মার্চ শেষে এসব হিসাবে মোট জমা ছিল ৭ লাখ ৮৩ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা, যা জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ৮০ হাজার ৭৭২ কোটি টাকায়।

অর্থাৎ তিন মাসে কোটিপতি হিসাবগুলোতে জমা বেড়েছে প্রায় ৯৭ হাজার ১১৯ কোটি টাকা।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কোটি টাকার হিসাব মানেই সব সময় কোনো ব্যক্তি কোটিপতিড়এমনটি নয়। অনেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে। তাছাড়া, একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিক ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন, ফলে একই ব্যক্তির নামে একাধিক কোটিপতি হিসাব থাকতে পারে।

কোটিপতি হিসাব বৃদ্ধির এই প্রবণতা নতুন নয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশে মাত্র ৫টি কোটি টাকার হিসাব ছিল। ১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭টিতে, ১৯৮০ সালে হয় ৯৮টি। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৯৯০ সালে ছিল ৯৪৩টি, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২টি এবং ২০০৮ সালে বেড়ে হয় ১৯ হাজার ১৬৩টি। ২০২০ সালের শেষে কোটিপতি হিসাব দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৮৯০টিতে। এরপর ২০২১ সালে তা বেড়ে হয় ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬টি, ২০২২ সালে ১ লাখ ৯ হাজার ৯৪৬টি এবং ২০২৩ সালে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৯০৮টিতে। ২০২৪ সালের শেষে হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২১ হাজার ৮১টি, যা ২০২৫ সালের মার্চে দাঁড়ায় ১ লাখ ২১ হাজার ৩৬২টিতে এবং জুনে এসে পৌঁছায় ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টিতে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যাংক খাতে কোটিপতি হিসাব বাড়ার বিষয়টি দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। এটি ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকার প্রবাহ এবং জনগণের আমানত রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। তবে তারা মনে করেন, শুধু ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব বাড়া নয়, সাধারণ মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা মনে করেন, কোটিপতি হিসাব বৃদ্ধির এই ধারা দেশের চলমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আর্থিক খাতের সম্প্রসারণকে প্রতিফলিত করে। যদিও এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে বৈষম্য বৃদ্ধির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

লোকসানের ভয়ে ভারতে ইলিশ পাঠাচ্ছেন না

১০ পৃষ্ঠার পর

ইলিশের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। জানা গেছে, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ১ হাজার ২০০ টন ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানি দর নির্ধারণ করেছে প্রতি কেজি ১২ দশমিক ৫ মার্কিন ডলার বা এক হাজার ৫২৫ টাকা। ৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে রপ্তানি করতে হবে। ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্যমতে, চলতি মৌসুমের শুরু থেকে সাগর-নদীতে পর্যাপ্ত ইলিশ না পাওয়ায় দাম সাধারণের নাগালের বাইরে। রপ্তানিযোগ্য (৬০০ গ্রামের বেশি) ইলিশের দাম পাইকারি ২ সহস্রাধিক টাকা। এক কেজি বা এর বেশি ওজন হলে তার দাম ২ হাজার ২০০ থেকে আড়াই হাজার টাকা। রপ্তানির জন্য মাছ প্যাকেটিং ও বেনাপোল পর্যন্ত পরিবহন খরচ যুক্ত করলে কেজিতে ১০০ থেকে ১৩০ টাকা বেড়ে যায়। ফলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ১ হাজার ৫২৫ টাকা কেজি দরে রপ্তানি করলে বড় লোকসান হবে। এ কারণে রপ্তানির অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ইলিশ রপ্তানিতে আগ্রহী নয়।

তবে অন্য একাধিক সূত্র অভিযোগ করেছে, ব্যবসায়ীরা মৌসুম শুরু আগেই চোরাই পথে পর্যাপ্ত ইলিশ ভারতে পাঠিয়েছেন। যে কারণে এদেশের চেয়ে এখন ভারতের বাজারে ইলিশ বেশি। যার প্রভাব পড়েছে রপ্তানির ক্ষেত্রে।

বরিশাল পোর্ট রোড মোকামের চারটি প্রতিষ্ঠান রপ্তানির অনুমতি পেয়েছে। এর মধ্যে মাহিমা এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক বাবর আলী সমকালকে বলেন, বরিশাল থেকে যেসব আড়তদার ইলিশ কিনে রপ্তানিকারকদের কাছে পাঠান, দুদিন ধরে তারা পড়েছেন বিপাকে। রপ্তানি দরের চেয়ে বাজারে দাম অনেক বেশি। অন্যদিকে ভারতের বাজারে নিজস্ব ইলিশ থাকায় সেখানকার বাজারে দাম কম। ভারতের আমদানিকারকরাও ইলিশ নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। যে কারণে অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই রপ্তানি বন্ধ রেখেছে। এ জন্য তাদের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার থেকে মোকামে ইলিশ কিনছেন না।

পোর্ট রোডের আরও একাধিক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রপ্তানি অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান ইলিশ কেনেনি। দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ মোকাম বরগুনার পাথরঘাটা থেকেও একই তথ্য জানা গেছে।

রপ্তানি অনুমতি পাওয়া পাবনার সেভেন স্টার ফিশিং প্রসেসিং করপোরেশনের প্রতিনিধি কামাল হোসেন জানান, ইলিশবোঝাই তাদের দুটি ট্রাক দুই দিন বেনাপোলে অপেক্ষার পর শুক্রবার যশোরে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান রপ্তানি বন্ধ করায় মোকাম থেকে ইলিশ কিনছে না। পাইকার সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্বাস উদ্দিন জানান, সেখানকার ব্যবসায়ীরা ইলিশ কিনে রপ্তানি প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করতেন। এখন তারা সেই মাছ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পাঠাচ্ছেন। এদিকে বুধবার রপ্তানি শুরুর প্রথম দিনই ইলিশের দাম বেড়ে যায়। তবে রপ্তানিকারকরা না কেনায় শুক্রবার দাম কিছুটা কমেছে বলে নিশ্চিত করেছেন মোকামের ব্যবসায়ীরা।

বরিশালের পোর্ট রোড পাইকারি মোকামে শুক্রবার ৭০০ থেকে ৯০০ গ্রাম ওজনের দর ছিল প্রতি কেজি ১ হাজার ৮৮০ টাকা, যা রপ্তানি শুরুর প্রথম দিন বুধবার ছিল ২ হাজার টাকা। এক কেজি থেকে দেড় কেজি সাইজ শুক্রবার বিক্রি হয় ২ হাজার ১৫০ টাকা। এ আকারের ইলিশের দর বুধবারের তুলনায় কেজিতে ৫০ টাকা কমেছে।

মৎস্য অধিদপ্তরে বরিশাল বিভাগীয় সিনিয়র সহকারী পরিচালক জহিরুল ইসলাম আকন্দ বলেন, এ বছর ইলিশ আহরণের পরিমাণ দৃশ্যমান অনেক কম। যে কারণে মৌসুমের শুরু থেকেই দাম অস্বাভাবিক।

তিনি জানান, মা ইলিশের প্রজনন নিরাপদ করতে প্রতিবছর আশ্বিনের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা মাঝে রেখে ২২ দিন ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। সে হিসেবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নিষেধাজ্ঞা শুরু হতে পারে। নিষেধাজ্ঞার শুরুর সঙ্গে শেষ হবে এ বছর ইলিশের ভরা মৌসুম।

তিন মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে

১০ পৃষ্ঠার পর

যদি এ অর্থ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বা রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা রাখতে না পারে, তবে তা সুফল না দিয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন,ঙএই ঋণগুলো ব্যবহারে সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ এর মধ্যে ঝুঁকি আছেড়যেমন উচ্চ সুদহার এবং খুব স্বল্প গ্রেস পিরিয়ড। তাই প্রকল্পগুলো সতর্কভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি এসব ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে সুশাসনের মাধ্যমে’

জাহিদ হোসেন বলেন,ঙউন্নয়ন প্রকল্পে এসব অর্থ ব্যবহার করে যদি রাজস্ব আদায় বা উৎপাদন নিশ্চিত করা না যায়, তবে পরিশোধের সময় এ ঋণ দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ ফেলবে। তাই এগুলোকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে হবে, যেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে’

তিনি আরও বলেন, মেট্রোরেল ও পদ্মা সেতুর মতো লাভজনক প্রকল্প জরুরি, যাতে সেখান থেকে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়। তবে কিছু চলমান প্রকল্প লোকসানের ঝুঁকিতে আছে, তাই সতর্ক থাকতে হবে।

জাহিদ হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বৈদেশিক ঋণের সঠিক ব্যবহার অর্থনীতির জন্য উপকারী হতে পারে।

এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমিয়েছে ২৫ বেসিস পয়েন্ট। এর ফলে নীতি সুদহার নেমে এসেছে ৪ থেকে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশে। এটি গত বছরের ডিসেম্বরের পর প্রথম সুদহার হ্রাস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই কর্মকর্তা বলেন, এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ তুলনামূলক কম সুদে পরিশোধের সুযোগ পেতে পারে।

নতুন বিনিয়োগ কম থাকায় বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ কম

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুন প্রান্তিক শেষে বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৯ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার, যা মার্চে ছিল ১৯ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ তিন মাসে ঋণ কমেছে ১১০ মিলিয়ন ডলার। এতে বোঝা যায়, নতুন ঋণ নেওয়ার চেয়ে পরিশোধের পরিমাণ ছিল বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দেশে বর্তমানে নতুন বিনিয়োগ কম। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগে অনাগ্রহী। এ কারণে বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ প্রবাহ উভয়ই কমেছে।

রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী টিবিএসকে বলেন,ঙবেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ কমার প্রধান কারণ হলো নতুন বিনিয়োগের ঘাটতি। আশা করা যায়, আসন্ন নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ বাড়াবে’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে ২৫ দশমিক ৫ শতাংশ। - সংবাদসূত্র টিবিএস

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

আমদানিতে কমলেও রপ্তানিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য মতে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যের আড়ালে বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, যা জিডিপির ৩ দশমিক ৪ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিং ছাড়াও বর্তমানে মাল্টিপল ইনভয়েসিং, শর্ট ও ওভার শিপমেন্ট, প্যান্টম শিপমেন্ট এবং ডিসকাউন্ট অথবা পণ্যমূল্য পরিবর্তনের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যভিত্তিক মনিলন্ডারিং হয়ে থাকে। এ ছাড়া হুন্ডিতেও অর্থপাচার করা হচ্ছে। দুর্বল নজরদারি এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী ও অসাধু ব্যবসায়ীরা এসব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সরকারের কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে পাচার ঠেকানো যাচ্ছে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ব্যাংকগুলোর ইনভয়েস যাচাইয়ের পাশাপাশি কাস্টমস ও এনবিআরের নজরদারি জোরদার না হলে এ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজম্যান্টের সাবেক মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ অর্থপাচার হয় আমদানি-রপ্তানির আড়ালে। অসাধু ব্যবসায়ীরা পণ্যের মূল্য কম-বেশি দেখিয়ে অর্থপাচার করে থাকে। শুধু অর্থপাচারই নয়, ব্যবসায়ীদের অনেকেই কাক্ঙ্ক্ষিত রপ্তানি আয়ের টাকাও সময়মতো দেশে প্রত্যাবাসন করেন না। আবার অর্থপাচার না কমার জন্য ব্যংকারদেরও দায় রয়েছে। কারণ, কাগজপত্র যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের যোগসাজশ কিংবা গাফিলতি থাকে। তাই ব্যাংকাররা সতর্ক এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাইয়ে মনোযোগী হলে বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচারের পরিমাণ অনেকাংশেই কমানো সম্ভব।

রপ্তানির আড়ালে এখনও অর্থপাচার হচ্ছে : বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মিত তদারকিতে সাম্প্রতিক সময়ে আমদানির আড়ালে অর্থপাচার কমলেও রপ্তানির আড়ালে এখনও প্রচুর অর্থপাচার হচ্ছে। এ বিষয়ে গত জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় বৈদেশিক পরিদর্শন বিভাগ থেকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে বলা হয়- সাম্প্রতিক পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিং (বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্য দেখানো), ওভার শিপমেন্ট (নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি পণ্য/ওজন দেখানো) এবং মাল্টিপল ইনভয়েসিংয়ের (একটি ইএক্সপির বিপরীতে একাধিক ইনভয়েস) মাধামে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থপাচার সংঘটিত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে প্রচুর অর্থপাচার হচ্ছে। এসব অর্থপাচারে পোশাক খাতের রপ্তানিকারকদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে এই অর্থপাচার হচ্ছে।

সভায় বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের পরিচালক মাহবুবুল আলম বলেন, ব্যাংকাররা সচেষ্ট হলে প্রাথমিক পর্যায়ে ইনভয়েস পর্যালোচনার মাধ্যমে এ ধরনের অর্থপাচার রোধ করতে পারেন। একই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের মানি লন্ডারিংয়ের জন্য হুন্ডি বাজার সক্রিয় রয়েছে। আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ প্রতিটি আমদানি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করছে। উক্ত বিভাগের ন্যায় রপ্তানির ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ চলমান রাখা হবে। সভায় গভর্নর আহসান এইচ মনসুর অর্থপাচার প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। জানা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে ২০২৩ সালের জুলাই হতে আমদানি মূল্য পরিবীক্ষণ, জাহাজ ভাড়া, ইনস্টলেশন, কমিশন, ওভার ও আন্ডার ইনভয়েসিং, শুল্কায়ন, আমদানির আড়ালে অর্থপাচার প্রভৃতি দৈনিক ভিত্তিতে যাচাই করা হচ্ছে। এ জন্য ব্যাংকগুলোকে ৫০ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের ঋণপত্র খোলার তথ্য ২৪ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাতে হয়। তবে রপ্তানির তথ্য সেভাবে যাচাই করা হচ্ছে না।

ব্যাংক খাতে কিছু সংস্কারের ফলে ঢালাওভাবে অর্থপাচার কিছুটা বন্ধ হয়েছে বলে মনে করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। অর্থপাচার কমেছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কিছুটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। ব্যাংক খাত ছিল অর্থপাচারের অন্যতম খাত। সেখানে কিছু সংস্কার হয়েছে, যে কারণে আগে ঢালাওভাবে এখানে জালায়াতির সুযোগ ছিল, সেটা বন্ধ হয়েছে। তবে আমাদের সিংহভাগ অর্থপাচারের পুরোটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে, সেটা বলতে পারব না। কারণ, সেখানে বাস্তব সংস্কার এখন পর্যন্ত হয়নি। কিছু কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে মাত্র।

শেখ হাসিনার আমলে বিপুল অর্থপাচার : শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচারের তথ্য উঠেছে এসেছে লন্ডনভিত্তিক দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমসে। গত ১১ সেপ্টেম্বরের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওভার-ইনভয়েসিং ও আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ওই অর্থপাচার হয়েছে। এসব অর্থের প্রধান গন্তব্য ছিল যুক্তরাজ্য। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৫ বছরে প্রতি বছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার করে অর্থপাচার হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, শেখ হাসিনার সময়ে মোট ২৪০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। বর্তমান বিনিময় হারে এর পরিমাণ প্রায় ২৮ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থে গড়ে তোলা বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের খোঁজ পেয়েছে এনবিআর। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত পাঁচটি দেশের সাতটি শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছে বলে সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) থেকে জানানো হয়। এ ছাড়া ৯টি দেশে ৩৫২টি পাসপোর্টের সন্ধান পায় এনবিআর, যেগুলো টাকার বিনিময়ে অর্জন করেছে কিছু বাংলাদেশি। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে দুদক, সিআইসি ও পুলিশের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে সম্পত্তি গড়তে না পারে।

পাচারের টাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়া থমকে আছে : দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরই মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও অর্থ উদ্ধারের জন্য 'নতুন আইনের খসড়া' চূড়ান্ত হয়নি।

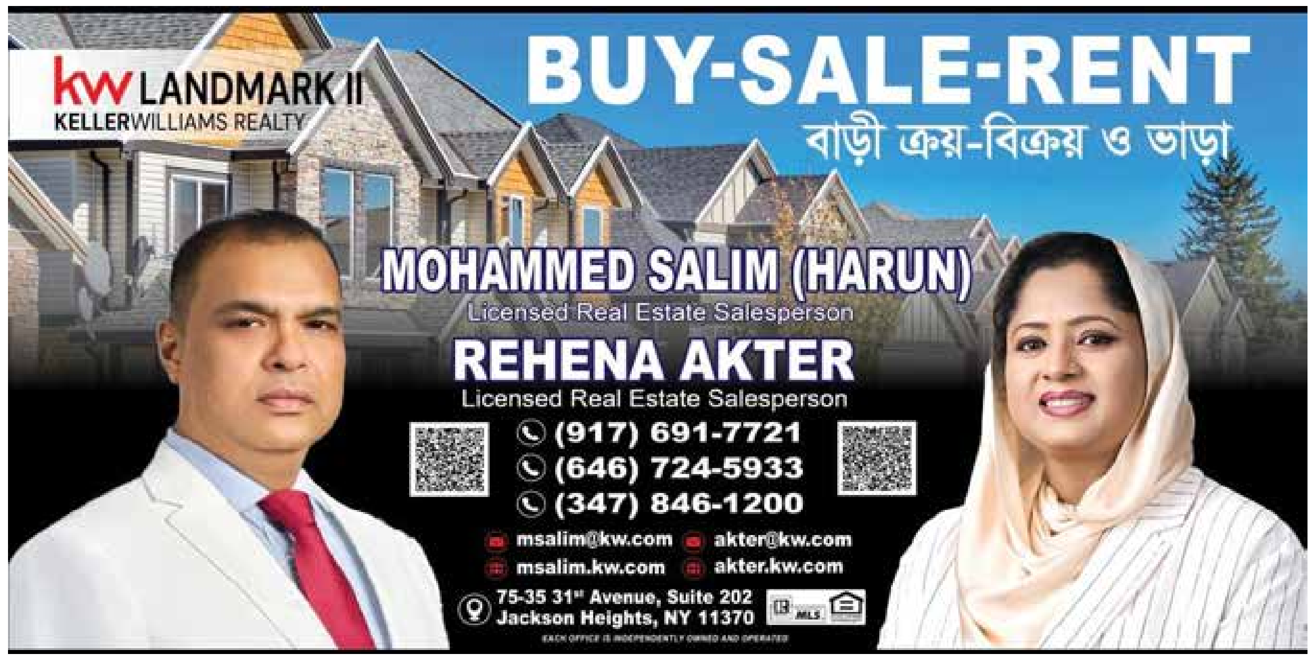

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

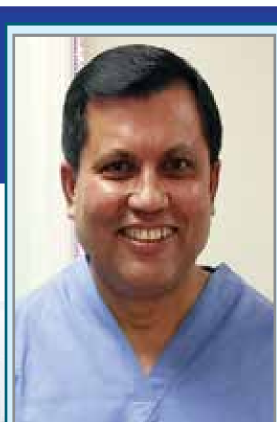

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

লন্ডনে বিশাল অভিবাসনবিরোধী

১২ পৃষ্ঠার পর

“স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম” শীর্ষক একটি পাল্টা বিক্ষোভে প্রায় ৫ হাজার মানুষ যোগ দেন।

বাকস্বাধীনতার উৎসব” আখ্যা দেওয়া এই বিক্ষোভে যোগ দিতে সারা দেশ থেকে ট্রেন ও বাসে করে মানুষ লন্ডনে আসে। কিন্তু হোয়াইটহলে সমাবেশটি শেষ হওয়ার আগেই এটি বর্ণবাদী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণা-ভাষণে রূপ নেয়।

বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা পুলিশের ধারণাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিশ বাহিনী জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা অনুমোদিত পথ থেকে সরে যেতে চাইলে তাদের বাধা দিতে গিয়ে পুলিশকে “অগ্রহণযোগ্য সহিংসতার” শিকার হতে হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তাদের লাথি ও ঘুষি মারা হয়; তাদের দিকে বোতল, ফ্লেয়ার ও অন্যান্য বস্তু নিক্ষেপ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ২৬ জন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। এ ঘটনায় মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সমাবেশে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক ব্রিটেনে সরকার পরিবর্তনের আহ্বান জানান। তিনি রবিনসন ও অন্যান্য কট্টর ডানপন্থি ব্যক্তিত্বদের সমর্থন দেন। মাস্ক বলেন, ব্রিটিশ জনগণ তাদের বাকস্বাধীনতা প্রয়োগ করতে ভয় পাচ্ছে।

মাস্ক “ব্রিটেনের দ্রুত ক্ষয়” নিয়ে কথা বলেন এবং যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানান।

ফরাসি কট্টর ডানপন্থি রাজনীতিবিদ এরিক জেমুরকেও বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, “দক্ষিণ ও মুসলিম সংস্কৃতি থেকে আসা মানুষ দিয়ে আমাদের ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর প্রতিস্থাপন ঘটছে। আমাদের সাবেক উপনিবেশগুলো এখন আমাদেরকেই উপনিবেশে পরিণত করছে।”

এদিকে বিক্ষোভকারীরা অভিবাসীদের হোটেলের বাইরেও বিক্ষোভ করেছেন।

বিক্ষোভকারীদের হাতে ব্রিটেনের ইউনিয়ন পতাকা এবং ইংল্যান্ডের লাল-সাদা সেন্ট জর্জ ক্রস পতাকা ছিল। অনেকে আবার আমেরিকা ও ইসরায়েলের পতাকা নিয়ে আসেন। অনেকের মাথায় ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের “মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন” বা মাগা ক্যাপ।

তারা প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সমালোচনা করে স্লোগান দেয়। বেশ কিছু প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল “ওদের বাড়িতে ফেরত পাঠাও”।

বিক্ষোভে একটি গান গাওয়া হয়, যার কথা ছিল: “পশ্চিমকে মধ্যপ্রাচ্যের মতো করে তোলা হচ্ছে”। এরপর তারা মুসলিম ব্রাদারহুড, ইসলামিক স্টেট ও ফিলিস্তিনের পতাকা প্রদর্শন করে, যা দেখে জনতা ধিক্কার জানায়। এরপর প্রতিটি পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হলে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে।

এরপর রবিনসন মঞ্চে উঠে বলেন, “ব্রিটেন অবশেষে জেগে উঠেছে এবং “এই আন্দোলন কখনো শেষ হবে না”।

ইলন মাস্ক ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে জনতার উদ্দেশে বলেন, “আমি মনে করি ব্রিটিশ হওয়ার মধ্যে একটি সৌন্দর্য আছে এবং আমি এখানে যা ঘটতে দেখছি তা হলো ব্রিটেনের ধ্বংস। শুরুতে এটি ছিল ধীর ক্ষয়, কিন্তু এখন ব্যাপক ও অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের মাধ্যমে ব্রিটেনের ক্ষয় দ্রুতগতিতে বাড়ছে।”

রবিনসনের আসল নাম স্টিফেন ইয়াক্সলে-লেনন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রীয় অনিয়ম উন্মোচনকারী সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেন। রবিনসন এর আগে একাধিক অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন।

সমাবেশে যোগ দেওয়া সমর্থক সান্দ্রা মিচেল বলেন, “তাদেরকে এদেশে অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হবে।”

অন্যদিকে পাল্টা বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষক বেন হেচিন বলেন, “ঘৃণার ধারণা আমাদের বিভক্ত করছে। আমি মনে করি, আমরা যত বেশি মানুষকে স্বাগত জানাব, দেশ হিসেবে আমরা তত বেশি শক্তিশালী হব।”

ব্রিটেনে অভিবাসন এখন বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এ ইস্যু দেশটির দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগকেও ছাপিয়ে গেছে। ব্রিটেনে এখন রেকর্ডসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন জমা পড়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত ২৮ হাজারের বেশি অভিবাসী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এসে দেশটিতে পৌঁছেছে।

স্ত্রী ব্রিজিত নারী, মার্কিন আদালতে

১২ পৃষ্ঠার পর

উপস্থাপন করবেন। জবাবে ওয়েন্সের আইনজীবীরা মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

বিবিসির “ফেম আন্ডার ফায়ার” পডকাস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাখোঁ দম্পতির আইনজীবী টম ক্লেয়ার বলেন, এ ধরনের দাবি মিসেস মাখোঁকে “অত্যন্ত মর্মাহত” করেছে এবং এটি ফরাসি প্রেসিডেন্টের জন্য “মনোযোগ নষ্টের কারণ” হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, আদালতে “বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হবে, যা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক”। এই মুহূর্তে এর ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত না জানালেও তিনি বলেন, “সাধারণভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে” অভিযোগগুলো যে মিথ্যা, তা পুরোপুরি প্রমাণ করতে প্রস্তুত মাখোঁ দম্পতি।

ক্লেয়ারে, প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা যা করা দরকার, তা করতে ব্রিজিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ব্রিজিতের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা এবং সন্তানদের লালন-পালনের ছবি মাখোঁ দম্পতি সরবরাহ করবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ক্লেয়ার বলেন, সেসব ছবি আছে। আদালতের নিয়ম ও মানদণ্ড মেনেই তা উপস্থাপন করা হবে।

ওয়েন্স যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল সংবাদমাধ্যম “ডেইলি ওয়্যার”-এর একজন সাবেক ভাষ্যকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার কয়েক লাখ অনুসারী রয়েছে। তিনি বারবার প্রচার করেছেন যে ব্রিজিত বাখোঁ একজন পুরুষ।

২০২৪ সালের মার্চে ওয়েন্স দাবি করেন, এই অভিযোগের ওপর তিনি নিজের “পুরো পেশাগত সুনাম বাজি রাখতে” প্রস্তুত।

বেশ কয়েক বছর আগে ইন্টারনেটের কিছু অপ্রচলিত মাধ্যমে, বিশেষ করে ২০২১ সালে ফরাসি ব্লগার আমানদিন রয় ও নাতাশা রে-র একটি ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে এই অভিযোগের সূত্রপাত।

ম্যাখোঁ দম্পতি প্রাথমিকভাবে ২০২৪ সালে ফ্রান্সে রয় ও রে-র বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলায় জয়ী হন। কিন্তু ২০২৫ সালে মত প্রকাশের স্বাধীনতার যুক্তিতে সেই রায় আপিলে বাতিল হয়ে যায়, অভিযোগের সত্যতার ভিত্তিতে নয়। মাখোঁ দম্পতি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করছেন।

জুলাইয়ে মাখোঁ দম্পতি যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েন্সের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। যুক্তরাষ্ট্রে মানহানির মামলায় কোনো সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বাদীকে “প্রকৃত বিদ্বেষ” প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ প্রমাণ করতে হয় যে বিবাদী জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছেন অথবা সত্যের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন।

আগস্টে ফরাসি ম্যাগাজিন “প্যারিস ম্যাচ”কে ইমানুয়েল মাখোঁ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ জানান।

“এটা আমার সম্মান রক্ষার প্রশ্ন! কারণ এটি একটি আষাঢ়ে গল্প। এই ব্যক্তি খুব ভালোমতো জানতেন যে তার কাছে থাকা তথ্য মিথ্যা। তিনি একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের স্বার্থে এবং উগ্র-ডানপন্থি নেতাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের জেরে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছেন।”

মাখোঁ দম্পতির মামলার প্রতিক্রিয়ায় ওয়েন্সের আইনজীবীরা মামলাটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেছেন।

বিবিসি এ বিষয়ে ক্যান্ডেস ওয়েন্সের আইনি দলের সঙ্গে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছে। ওয়েন্স এর আগে বলেছিলেন, তিনি যা বলছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং বাকস্বাধীনতা ও সমালোচনার অধিকারের চেয়ে বেশি আমেরিকান আর কিছু হতে পারে না।

হামাস ধ্বংসে নেতানিয়াহুর প্রতি

৬ পৃষ্ঠার পর

রুবিও যুদ্ধবিরতির কোনো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেননি। এছাড়া গত সপ্তাহে কাতারের রাজধানী দোহায় হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলের বিমান হামলা নিয়ে আগে করা সমালোচনাও আর পুনরাবৃত্তি করেননি।

কাতারে আর কোনো হামলা চালানো হবে কিনা—এই প্রশ্নে নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইসরায়েলও অন্যান্য দেশের মতোই এই নীতি অনুসরণ করবে যে, ‘সন্ত্রাসীরা যেখানে থাকুক না কেন, তারা কোনোভাবেই নিরাপত্তা বা দায়মুক্তি পাবে না’।”

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, রুবিও মঙ্গলবার লন্ডনে যাওয়ার পথে দোহাতেও থামবেন। কাতারে গত মঙ্গলবারের ইসরায়েলি হামলার ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঠেকাতে এ সফরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে কমছে জন্মহার, তবে

১২ পৃষ্ঠার পর

মানুষকে মহাকাশে পাঠানোর কথাও ভেবেছিলেন। তার প্রস্তাব ছিল কঠোর জন্মনিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনে জোরপূর্বকও।

আজও অনেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে ধনী দেশগুলোতে এখন উল্টো দুশ্চিন্তা বেড়েছে—জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার। বহু সন্তানের জনক ইলন মাস্ক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ‘নিম্ন জন্মহারই সভ্যতার অবসান ঘটাবে’।

বিশ্বে মানুষের সংখ্যা এখনও বাড়ছে। কিন্তু নারীরা গড়ে জীবনে কত সন্তান জন্ম দেন—সেই হার দ্রুত কমছে। শুধু ধনী দেশেই নয়, এখন বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এমন দেশে বাস করছে যেখানে জন্মহার ‘প্রতিস্থাপন হার’ ২.১ এর নিচে। জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে এই হার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, কলম্বিয়ার বোগোটায় জন্মহার এখন মাত্র ০.৯১, যা টোকিওর ০.৯৯-এর চেয়েও কম।

জাতিসংঘের হিসাবে, বিশ্বের জনসংখ্যা সর্বোচ্চ ১,০৩০ কোটিতে পৌঁছাবে ২০৮৪ সালে। তবে এ অনুমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জাতিসংঘ ধরে নিয়েছে, এখন থেকেই জন্মহারে পরিবর্তন আসবে—যেখানে নিম্ন জন্মহারের দেশগুলোতে জনসংখ্যা আর কমবে না বা আবার বাড়বে, আর উচ্চ জন্মহারের দেশগুলোতে হ্রাস ধীর হবে।

কিন্তু যদি এই ধারণা ভুল হয়, তবে ‘জনসংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা’ অনেক কাছেই। বর্তমান প্রবণতা যদি আরও ১০ বছর চলতে থাকে, তবে জনসংখ্যা ২০৬৫ সালে সর্বোচ্চ ৯৬০ কোটিতে পৌঁছাবে। এরপর তা কমে ২১০০ সালে দাঁড়াবে ৮৯০ কোটিতে। এমনকি এটিও হয়তো আশাবাদী হিসাব।

জন্মহার প্রতিস্থাপন হারের নিচে নেমে যাওয়ার মানে হলো—প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর হঠাৎ করেই বিশ্ব জনসংখ্যা কমতে শুরু করবে। যেমন একসময় দ্রুত বেড়ে ১৮০০ সালের ১০ কোটি থেকে আজকের ৮০০ কোটিতে পৌঁছেছিল, এবার তেমনি দ্রুত কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই সম্ভাবনা অনেককে আতঙ্কিত করছে।

এক ধরনের ভয় বিস্তৃত ও অর্থনৈতিক। মানুষের সংখ্যা কমলে মেধাও কমে, নতুন উদ্ভাবনের গতি শ্লথ হয়। বিশেষায়ন ও শ্রম বিভাজনের সুযোগও সীমিত হয়ে যায়। কোনো শহরে যদি মাত্র এক হাজার মানুষ থাকে, তবে সেখানে ইথিওপিয়ার খাবার বা বিরল কোনো শখের ক্লাব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

দ্রুত জনসংখ্যা হ্রাস বড় ধাক্কা আনতে পারে। সরকারি ঋণের বোঝা তখন কম সংখ্যক, প্রায়শই বয়স্ক মানুষের কাঁধে এসে পড়বে। মেগাসিটি হয়তো টিকে যাবে, কিন্তু ছোট শহরগুলো শেষ স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়তে পারে।

আরেক ধরনের ভয় আরও সংকীর্ণ ও জাতীয়তাবাদী। জন্মহার দেশ ও জনগোষ্ঠীভেদে ভিন্ন। অনেকে আশঙ্কা করেন, ভবিষ্যতে ‘নিজেদের মতো’ মানুষের সংখ্যা কমে যাবে, আর ‘সংস্কৃতিগতভাবে ভিন্ন বা হুমকিস্বরূপ’ মানুষের সংখ্যা বাড়বে। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্বের অনেক জনতাবাদী নেতা পরিবারগুলোকে বেশি সন্তান নেওয়ার জন্য প্রণোদনা দিতে চান। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো নিজেকে ‘ফার্টিলাইজেশন প্রেসিডেন্ট’ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

জনসংখ্যাগত পূর্বাভাসে কিছু বিষয় নিশ্চিত, আবার কিছু অজানা। যেমন: ২০৭০ সালে যারা ৫০ বছর বয়সী হবে, তারা ইতোমধ্যে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু আজকের ২০ বছরের তরুণ-তরুণীরা কত সন্তান নেবে, তা অজানা। দীর্ঘ সময়ে জনসংখ্যা হ্রাস বিস্ময়কর গতিতে হয়। তবে প্রাথমিক ধাপে পরিবর্তনের গতি সামলানো সম্ভব।

তবে ধ্বংসের আশঙ্কাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো কিছু কারণও আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অতিরঞ্জন থাকলেও এর অগ্রগতি স্পষ্ট এবং জনসংখ্যা হ্রাসের চেয়ে দ্রুত। ফলে এ প্রযুক্তি কিংবা অজানা কোনো নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করতে পারে।

আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো মানবজীবনের সুস্থ আয়ু বাড়ছে। মানুষ দীর্ঘ সময় কর্মক্ষম থাকতে পারছে। ৪১টি দেশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৭০ বছরের মানুষের মানসিক ক্ষমতা ছিল ২০০০ সালের ৫৩ বছরের মানুষের সমান। এ অগ্রগতি থেমে যেতে পারে, তবে যতদিন চলবে, শ্রমবাজারের সংকোচন কিছুটা ঠেকাবে এবং সমাজকে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সময় দেবে।

যেসব দেশ মানবসম্পদ নষ্ট করছে, তারা হয়তো তা কমানোর পথ খুঁজে নেবে—শিশুদের ভালোভাবে খাওয়ানো ও শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, নারীদের কাজে অংশগ্রহণে বাধা সরিয়ে দেওয়া। সব মিলিয়ে, জনসংখ্যা কমলেও দারিদ্রতা অনিবার্য নয়।

জাপানের জনসংখ্যা প্রায় দুই দশক ধরে হ্রাস পাচ্ছে, তবু দেশটির জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদীরা বলছেন, বিশ্বের গঠন বদলাবে। জাতিসংঘের হিসাবেও ২১০০ সালের মধ্যে চীনের জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে যাবে। ভারত কিছুটা সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকবে। ইউরোপ ও আমেরিকা অভিবাসনের মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস বিলম্বিত করতে পারে, আবার চাইলে তা নাও করতে পারে। ভবিষ্যৎ হবে আজকের তুলনায় আরও আফ্রিকান, যদিও আফ্রিকাতেও জন্মহার দ্রুত কমছে।

এমন দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ইতিহাসে স্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবী অতীতেও তা মোকাবিলা করেছে, এবারও পারবে।

প্রজননবাদীরা আশা করছেন, সরকারি অর্থ ব্যয় করে জন্মহার বাড়ানো সম্ভব হবে। তবে এতে সফলতা আসবে না। পরিবারকে সহায়তা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব হলেও, মানুষকে জোর করে বেশি সন্তান নিতে উৎসাহিত করা হয় অতি ব্যয়বহুল, নয়তো কার্যকর হয় না।

হাঙ্গেরি এর স্পষ্ট উদাহরণ। দেশটি জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় করছে জন্মহার বাড়াতে, তবুও জন্মহার প্রতিস্থাপন-সীমার নিচেই রয়ে গেছে। গবেষণা বলছে, এসব প্রণোদনা মূলত সন্তান জন্মদানের সময় নির্ধারণে প্রভাব ফেলছে, মোট সংখ্যায় নয়।

জনসংখ্যা কমে গেলে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে, যা অর্থনীতি ও সমাজে বড় পরিবর্তন আনবে। প্রবীণদের যত্নের প্রয়োজন হবে, যদিও তারা তরুণদের মতোই দীর্ঘ সময় সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। প্রবীণরা ভোট দিতে বেশি আগ্রহী, ফলে রাজনীতিতে তাদের প্রভাব বাড়বে।

এতে গড় আয়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেনশনের বয়স বাড়ানো কঠিন হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারকে তা করতেই হবে।

ফাঁকা হয়ে আসা পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে না, তবে সম্ভব। এই শতকে কোনো বড় জনসংখ্যাগত বিপর্যয়ের আশঙ্কা নেই। ২১০০ সালের পরের পূর্বাভাস অর্থহীন, কারণ এত দূরের ভবিষ্যৎ কেউই বলতে পারে না।

তখন হয়তো প্রযুক্তি সন্তান পালনের চাপ কমিয়ে দেবে, পরিবারগুলো আবার বড় হবে। তবে তা কেবল অনুমান। আপাতত মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে, আতঙ্কের নয়।

ট্রাম্প-জিনপিং ফোনালাপে টিকটক ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তাব অনুযায়ী, মার্কিন বিনিয়োগকারীরা টিকটকের অন্তত ৮০ শতাংশ শেয়ার কিনবে, বাকি ২০ শতাংশ থাকবে চীনা বিনিয়োগকারীদের হাতে। মার্কিন কোম্পানি ওরাকল, আন্দ্রেসেন হোরোভিটজ, সিলভার লেকসহ বেশ কয়েকটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এই বিনিয়োগে অংশ নেবে।

নতুন গঠিত কনসোর্টিয়ামের বোর্ডেও যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি এতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। ২০২৪ সালের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পাশ হওয়া এক দ্বিদলীয় আইনে বলা হয়, টিকটককে যুক্তরাষ্ট্রে কার্যক্রম চালাতে হলে এর কমপক্ষে ৮০ শতাংশ মালিকানা মার্কিন হাতে থাকতে হবে। চীনের পক্ষ থেকে শুরুতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হলেও, সাম্প্রতিক বাণিজ্য চাপ ও উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে তারা কিছুটা নমনীয় হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, এই চুক্তি ভবিষ্যতে ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠকের পথ তৈরি করবে। ধারণা করা হচ্ছে, অক্টোবরের শেষদিকে ট্রাম্প এশিয়া সফরে গেলে দুই নেতার মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত চুক্তির শর্তাবলি এখনও প্রকাশ করা হয়নি এবং প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ছাড়া অন্য সব তথ্যকে অনুমান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান বাণিজ্যিক উত্তজনা প্রশমনে শুল্কনীতি নিয়েও একটি সমঝোতার চেষ্টা চলছে। বছরের শুরুতে দুই দেশ একে অপরের পণ্যের ওপর শুল্কহার বাড়িয়ে দেয়, যার প্রভাব পড়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যেও।

চীন ও রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে

১২ পৃষ্ঠার পর

দেশগুলো তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পেলেও, রাশিয়া এমন পরীক্ষা করার সাহস কীভাবে দেখালো, তা নিয়ে কিন্তু তাদের উদ্বেগও কম নয়।

একদিকে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের প্রতিপক্ষকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, আর এদিকে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বহু ইউরোপীয় নেতার কড়া সমালোচনার মাঝেও, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ধারণা করেছিলেন যে রাশিয়ার ড্রোনগুলো হয়তো ভুলবশত পোল্যান্ডে ঢুকে পড়েছিল। তবে কয়েক দিনের মধ্যে আবারও একটি রাশিয়ান ড্রোন রোমানিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করে। রোমানিয়ার যুদ্ধবিমান সেটিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে ইউক্রেনের আকাশসীমা পর্যন্ত নিয়ে যায়।

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের আগ্রাসন

পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, দক্ষিণ চীন সাগরের এক তীব্র বিতর্কিত প্রবাল প্রাচীরের উপর গত কয়েক সপ্তাহে চীন তার নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করেছে। বেইজিংয়ের কর্মকর্তারা এই মাসে স্কারবোরো শোয়ালে একটি জাতীয় সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছেন।

এটি এমন একটি জনবসতিহীন ছোট দ্বীপ যার কৌশলগত গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, ২০১৬ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার চীনা প্রতিপক্ষ শি জিনপিংকে স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, সেখানে চীনের কোনো ভূমি দখল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের ঝুঁকি তৈরি করবে।

সম্প্রতি ১৬ সেপ্টেম্বর চীনা টহল জাহাজগুলো ওই প্রবাল প্রাচীরের চারপাশে জড়ো হয়ে জলকামান নিক্ষেপ করে এবং এতে ফিলিপাইনের (যারা আমেরিকার চুক্তিবদ্ধ মিত্র) একজন উপকূলরক্ষী সদস্য আহত হন।

স্নায়ুযুদ্ধ বনাম বর্তমান পরিস্থিতি

ইউরোপিয়ান পলিসি সেন্টারের বিশেষজ্ঞ ক্রিস ক্রেমিডাস-কোর্টনি, যিনি একসময় জার্মানিতে সোভিয়েত অনুপ্রবেশকারীদের উপর নজর রাখা মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউনিটে কাজ করেছিলেন, তিনি বর্তমান পরিস্থিতিকে স্নায়ুযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তার মতে, স্নায়ুযুদ্ধের সময় যদি ১৯টি সোভিয়েত বিমান ন্যাটোর আকাশসীমায় প্রবেশ করত, তাহলে বিরাট এক প্রতিক্রিয়া দেখা যেত। অনুপ্রবেশকারীদের ভূপাতিত করা হতো এবং পশ্চিমা দেশগুলো বিশাল সামরিক শক্তি প্রদর্শন করত।

কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তার মতে, রাশিয়া এখন বাজি ধরেছে যে পশ্চিমা দেশগুলোর ধারালো তরবারি আছে, কিন্তু হাত কাঁপছে, অর্থাৎ সক্ষমতা থাকলেও সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা দেখা যাচ্ছে।

পোল্যান্ডের সাম্প্রতিক ন্যাটো প্রতিরক্ষা সফল হলেও এটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। মাত্র ২০ হাজার ডলার মূল্যের ড্রোন ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়েছে লাখ ডলার মূল্যের ক্ষেপণাস্ত্র।

ক্রেমিডাস-কোর্টনির মতে, ভ্লাদিমির পুতিনকে দমাতে ইউরোপকে হয়তো আরও ঝুঁকি নিতে হবে। যেমন, তেল পাচারকারী রুশ জাহাজ জব্দ করা কিংবা ইউক্রেনকে আরও সাহসী প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহায্য করা।

অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক সাহসও সমান জরুরি হয়ে উঠেছে।

এদিকে, ন্যাটোর রাজনৈতিক ঐক্যে ফাটল ধরেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিত্রদের প্রতি হুমকি-ধামকি এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষায় আমেরিকার অঙ্গীকার নিয়ে তার প্রকাশ্য প্রশ্ন তোলার কারণে। অন্যদিকে, জোরালো কোনো পদক্ষেপে পশ্চিমা দেশগুলোর একমত হওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করছে রাশিয়ার অস্পষ্ট ও অস্বীকারযোগ্য হামলার কৌশল।

এ ধরনের হামলার মধ্যে থাকতে পারে ড্রোন হামলা, সাইবার আক্রমণ অথবা গ্রে-জোন (ধূসর এলাকা) অভিযান। এই অভিযানগুলোর মধ্যে নাশকতা থেকে শুরু করে গুপ্তহত্যা এবং সাবমেরিন ইন্টারনেট কেবল ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে দেওয়ার মতো ঘটনাও থাকতে পারে। ক্রেমিডাস-কোর্টনির মতে, স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমাদের একটি দাবা খেলার বোর্ড ছিল এবং আমরা জানতাম কোন ঘুঁটি কোথায় আছে। কিন্তু এখন কোনো বোর্ড নেই, কোনো নিয়মও নেই।

সোভিয়েতদের প্রতিরোধ করার সক্ষমতা বাড়াতে আমেরিকা ও তার মিত্ররা কয়েক দশক ধরে কাজ করেছে। শাস্তির মাধ্যমে প্রতিরোধ কৌশলের লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষকে অসহনীয় ক্ষতির হুমকি দিয়ে বিরত রাখা, যার মধ্যে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের হুমকিও ছিল। অন্যদিকে প্রতিহত করার মাধ্যমে প্রতিরোধ কৌশলের লক্ষ্য ছিল সামরিক শক্তি দিয়ে আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে দেওয়া।

তবে কিছু নেতাকে বোঝানো ছিল বেশ কঠিন। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গল প্রশ্ন করেছিলেন, আমেরিকা কি নিউ ইয়র্কের বিনিময়ে প্যারিসকে ছাড় দেবে? অর্থাৎ, সোভিয়েত হামলায় ফ্রান্সের প্রতিশোধ নিতে আমেরিকা কি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করবে?

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়ানা স্কাইলার মাস্ট্রো বলেন, স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। বর্তমানে দ্বিমেরু প্রতিযোগিতা এমন এক জটিল ও নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা পরিচালনা করা অনেক কঠিন। মহাকাশে কিংবা সাইবার হামলার মাধ্যমে চীনের আমেরিকান জাতীয় নিরাপত্তা দুর্বল করার চেষ্টার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। তবে তার মতে, এই ধরনের আগ্রাসন প্রায়শই প্রতিরোধ করা কঠিন।

আমেরিকা ফার্স্ট নীতি কি আমেরিকাকে একঘরে করে দেবে?

এদিকে, মিত্র দেশগুলো আমেরিকার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠছে। জ্যাকুব গ্রিগেল ও এ. ওয়েস মিচেলের ২০১৭ সালে প্রকাশিত বই দ্য আনকোয়াইট ফ্রন্টিয়ার: রাইজিং রাইভালস, ভালনারেবল অ্যালাইস, অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অব আমেরিকান পাওয়ার এক্ষেত্রে পুনরায় পর্যালোচনার দাবি রাখে। এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা কিভাবে বৈশ্বিক অঙ্গীকারগুলো নিয়ে সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

প্রেসিডেন্ট ওবামা ২০১৪ সালে রাশিয়া যখন ইউক্রেন আক্রমণ করে ক্রিমিয়া দখল করে, তখন হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এটিকে এমন একটি আঞ্চলিক সংঘাত হিসেবে দেখেছিলেন, যা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়। ওবামা প্রশাসনের সময়েই পোল্যান্ড, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং জাপানের মতো দীর্ঘদিনের মিত্ররা আমেরিকার ওপর আস্থা হারাতে শুরু করায় নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়াতে শুরু করে।

তবে ওবামার পক্ষে বলতে গেলে, তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন যদিও একজন আবেগহীন বাস্তববাদী ছিলেন, তবু জোটগুলোকে আমেরিকার শক্তির উৎস হিসেবেই দেখতেন। কিন্তু মি. ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট দর্শন আরও বেশি নৈরাজ্যবাদী ও নেতিবাচক এক মতবাদ। আমেরিকার মূল ভূখণ্ড এখনও অপ্রতিরোধ্য শক্তিশালী হলেও, পশ্চিমা বিশ্বকে বিভক্ত করার সুযোগসন্ধানীদেরও হয়তো সহজে থামানো যাবে না।

নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা: জেন-

১২ পৃষ্ঠার পর

জ্বালানি ও গ্যাসের দীর্ঘ সারি এবং মুদ্রাস্ফীতি ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। তখন জন্ম নেয় 'আরাগালায়া' আন্দোলন, যার অর্থ 'সংগ্রাম'। রাজধানী কলম্বোয় 'গোটাগোগামা' নামের প্রতীকী গ্রাম গড়ে তরুণেরা প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন শুরু করে। জুলাই মাসে প্রেসিডেন্টের বাসভবন দখল করার পর রাজাপক্ষ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, এসব আন্দোলনের মূল ভিত্তি একইড় সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতি ও প্রজন্মের অচলাবস্থা।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী ২৮ বছরের নিচে। তুলনামূলক কম মাথাপিছু আয়ের দেশ হলেও সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শিক্ষা ও তরুণ জনসংখ্যার মিশ্রণই আন্দোলনগুলোকে ব্যাপক ভিত্তি দিয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিভাগের উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেছেন, 'যুবসমাজ তাদের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কোনো সংযোগ খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের জীবনের বাস্তবতা ও রাজনীতিকদের বিলাসবহুল জীবনের ব্যবধান খুব বেশি।'

বিশেষজ্ঞদের আরেকটি পর্যবেক্ষণ হলো, কোভিড-১৯ মহামারির সময় ঘরে বন্দি হয়ে থাকা তরুণ প্রজন্ম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সংগঠনে ও আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রাখে। ফলে ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করা উল্টো সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

কাঠমান্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জীবান শর্মার মতে, নেপালের তরুণেরা বাংলাদেশের ও শ্রীলঙ্কার আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছে।

অন্যদিকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল স্ট্যানিল্যান্ড বলেন, এসব আন্দোলন একে অপরকে অনুপ্রাণিত করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য এক ধরনের ডিজিটাল প্রতিবাদের কৌশল তৈরি করছে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুমেলা সেন মন্তব্য করেন, 'এই প্রজন্মের স্লোগানগুলো শুধু ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং ন্যায়বিচার, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।'

প্রশ্ন এখন একটাইড় দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে পরবর্তী বিদ্রোহ ফেটে পড়বে? বিশ্লেষকদের মতে, সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতি আর প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে অসংলগ্ন প্রজন্মের সংঘাত যেখানে প্রবল, সেখানেই নতুন তরঙ্গ উঠতে পারে।

দক্ষ কর্মীদের এইচ-১ ভিসা ফি

৫৪ পৃষ্ঠার পর

এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। এই আদেশে কর্মসূচিটির 'অপব্যবহারের' কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার সীমিত করা হবে। সমালোচকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এইচ-১বি ভিসা মার্কিন কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে ধনকুবের ইলন মাস্কসহ এর সমর্থকদের যুক্তি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্ব থেকে সেরা মেধাবীদের আকর্ষণ করতে পারছে।

অন্য একটি আদেশে ট্রাম্প নির্দিষ্ট অভিবাসীদের জন্য ১০ লাখ পাউন্ড থেকে শুরু হওয়া ফির বিনিময়ে ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য একটি নতুন 'গোল্ড কার্ড' ব্যবস্থা চালু করেছেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে যোগ দিয়ে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক বলেন, 'এইচ-১বি ভিসার জন্য বছরে এক লাখ ডলার দিতে হবে। সব বড় কোম্পানি এতে সম্মত হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আপনারা যদি কাউকে প্রশিক্ষণ দিতে চান, তাহলে আমাদের দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সদ্য স্নাতক হওয়া তরুণদের প্রশিক্ষণ দিন। আমেরিকানদের প্রশিক্ষণ দিন। আমাদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার জন্য বিদেশ থেকে লোক আনা বন্ধ করুন।'

২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর এইচ-১বি ভিসা আবেদনের সংখ্যা ৮৫ হাজারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত এইচ-১বি ভিসার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক ফি বাবদ মোট প্রায় ১ হাজার ৫০০ ডলার খরচ হতো।

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস-এর (ইউএসসিআইএস) তথ্যমতে, আগামী অর্থবছরের জন্য এইচ-১বি ভিসার আবেদন কমে প্রায় ৩ লাখ ৫৯ হাজারে দাঁড়িয়েছে, যা চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, গত অর্থবছরে এই কর্মসূচির সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী ছিল অ্যামাজন। এর পরেই ছিল প্রযুক্তি জায়ান্ট টাটা, মাইক্রোসফট, মেটা, অ্যাপল ও গুগল।

ওয়াটসন ইমিগ্রেশন ল-এর প্রতিষ্ঠাতা আইনজীবী তাহমিনা ওয়াটসন বিবিসিকে বলেন, এই সিদ্ধান্ত তার মক্কেলদের জন্য 'কফিনের শেষ পেরেক' হয়ে উঠতে পারে। তার মক্কেলদের বেশিরভাগই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্টার্টআপ।

তিনি আরও বলেন, 'এই খরচের কারণে প্রায় সবাই বাজার থেকে ছিটকে পড়বে। প্রবেশ ফি হিসেবে এই ১ লাখ ডলার বিধ্বংসী প্রভাব ফেলবে।' তিনি বলেন, অনেক ছোট বা মাঝারি কোম্পানি 'কাজ করার জন্য কর্মী খুঁজে পাচ্ছে না'।

তাহমিনা ওয়াটসন আরও বলেন, 'নিয়োগকর্তারা যখন বিদেশি প্রতিভাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সেটি করেন স্থানীয়ভাবে ওই পদগুলো পূরণ করতে পারেননি বলে।'

লিটলার মেন্ডেলসন পিসি-র ইমিগ্রেশন অ্যান্ড গ্লোবাল মোবিলিটি প্র্যাকটিস গ্রুপের চেয়ার জর্জ লোপেজ বলেন, ১ লাখ ডলার ফি 'প্রযুক্তি খাতসহ সব শিল্পে আমেরিকার প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় ব্রেক কষে দেবে'।

তিনি আরও বলেন, কিছু কোম্পানি তাদের কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে পারে; যদিও বাস্তবে তা করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। এইচ-১বি নিয়ে বিতর্ক এর আগেও ট্রাম্পের দল ও সমর্থকদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছিল। এ ভিসার সমর্থক ও সাবেক কৌশলবিদ স্টিভ ব্যাননের মতো সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

জানুয়ারিতে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তিনি এইচ-১বি নিয়ে 'উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কই' বোঝেন।

এর আগের বছর নির্বাচনি প্রচারণার সময় প্রযুক্তি শিল্পের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টায় ট্রাম্প মেধাবীদের আকর্ষণের প্রক্রিয়া সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমনকি কলেজ স্নাতকদের জন্য গ্রিন কার্ড দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

রোগের পূর্বাভাস দেবে এআই

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নামক এআই মডেলটি ‘বছরের পর বছর আগে থেকেই এক হাজারেরও বেশি রোগের হারের পূর্বাভাস দিতে পারে।’

এই মডেলটি প্রশিক্ষিত হয়েছে ব্রিটেনের ইউকে বায়োব্যাংকের ডেটার ওপরড়্যেখানে প্রায় পাঁচ লাখ অংশগ্রহণকারীর জীববৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষিত আছে।

জার্মান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার এআই বিশেষজ্ঞ মরিটজ গেরস্টুং জানান, ভাষা শেখার মতোই চিকিৎসা নির্ণয়ের ধারাবাহিকতাও একধরনের ‘ব্যাকরণের’ মতো। ডেলফি-২এম স্বাস্থ্যতথ্যে পূর্ববর্তী রোগ নির্ণয়, তাদের মিলিত উপস্থিতি এবং ক্রমবিন্যাস থেকে প্যাটার্ন শিখে নেয়, যা ‘খুব অর্থবহ ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পূর্বাভাস দিতে সক্ষম।’

তিনি চার্ট দেখিয়ে বলেন, এআই বয়স বা অন্যান্য প্রচলিত ফ্যাক্টরের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভুলভাবে হৃদরোগের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করতে পারে।

ডেনমার্কের সরকারি স্বাস্থ্য ডেটাবেইসে প্রায় ২০ লাখ মানুষের তথ্য ব্যবহার করে ডেলফি-২এমের কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে।

তবে গবেষকরা সতর্ক করেছেনড়এই মডেল এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয়।

ব্রিটেনের ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির ফেলো পিটার ব্যানিস্টার মন্তব্য করেছেন, এই ডেটাসেটগুলো বয়স, জাতিগত বৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্য ফলাফলের দিক থেকে পক্ষপাতদুষ্ট। তাই উন্নত স্বাস্থ্যসেবায় এআইয়ের বাস্তব প্রয়োগে এখনো অনেক পথ বাকি।

তবে ভবিষ্যতে এই ধরনের সিস্টেম প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় আগেভাগেই ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ ও হস্তক্ষেপে সহায়ক হতে পারে এবং একইসঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার চাপ কমিয়ে সম্পদের কার্যকর বণ্টনেও ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষক ইওয়ান বার্নি বলেন, যেখানে বর্তমান প্রোগ্রাম যেমন কিউরিস্ক৩ শুধু হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে পারে, সেখানে ডেলফি-২এম একসঙ্গে সব ধরনের রোগের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস দিতে সক্ষম।

কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক গুস্তাভো সুদ্রে মন্তব্য করেছেন, গবেষণাটি ‘ব্যাপক, ব্যাখ্যাযোগ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল পূর্বাভাসমূলক মডেলিংয়ের দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।’

কারণ ‘ব্যাখ্যাযোগ্য এআই’ আজকের দিনে অন্যতম বড় গবেষণা লক্ষ্য, যেহেতু অনেক বড় এআই মডেলের ভেতরের কাজকর্ম এখনো তাদের

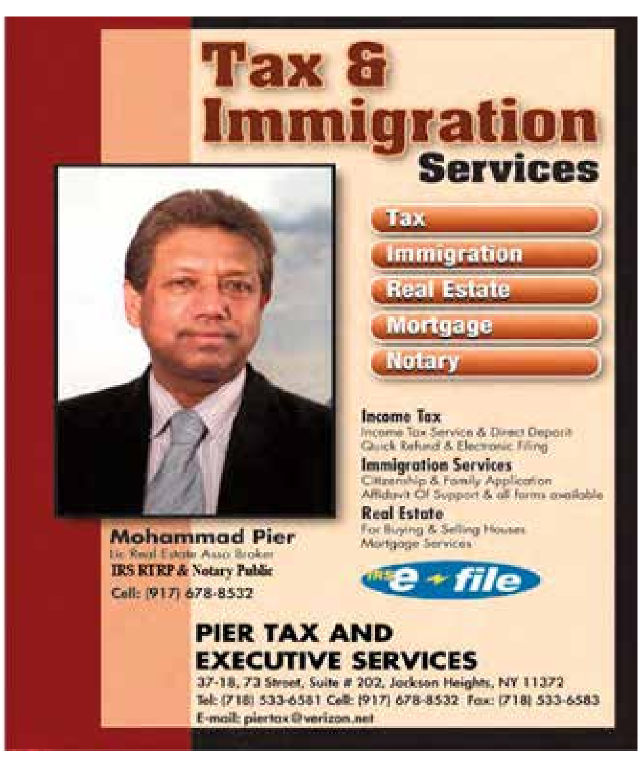

বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্কতা জারি

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকদের ভ্রমণে নিষেধ করেছে কানাডা।

কানাডা সরকার বলেছে- ‘বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং দেশজুড়ে হরতাল-অবরোধের কথা মাথায় রেখে দেশটি ভ্রমণে উচ্চমাত্রায় সতর্ক থাকুন। দেশটিতে যেকোনো মুহূর্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে যেতে পারে, যার আগাম সংকেত না-ও পাওয়া যেতে পারে।’

পার্বত্য তিন জেলার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা, অপহরণ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘাতের কথা মাথায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।’

রাজকীয় ভোজে যাঁর উপস্থিতি

৭ পৃষ্ঠার পর

জর্জেস হলে রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি ক্যামিলার আয়োজিত ওই ভোজে ছিল লোভনীয় সব খাবার। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে হেলিকপ্টারে চড়ে এ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, সেটির চেয়ে ২ দশমিক ৭ গুণ বড় ছিল ভোজের টেবিল। ১৩৯টি মোমবাতি দিয়ে এটি সাজানো হয়েছিল। ছিল ১ হাজার ৪৫২টি ছুরি-চামচ-তৈজসপত্র। খাবার পরিবেশন করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন প্রায় ১০০ কর্মী।

নৈশভোজে ট্রাম্প যখন সুস্বাদু সব খাবার চেখে দেখছিলেন, তখন ওই কক্ষে রুপার্ট মারডকও উপস্থিত ছিলেন। গত জুনে এ মিডিয়া মোগল ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে এক হাজার কোটি ডলারের একটি মানহানি মামলা করেছেন ট্রাম্প। তিনি (ট্রাম্প) কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক মার্কিন ধনকুবের জেফরি এপস্টেইনকে জন্মদিনের বার্তা পাঠিয়েছেন, এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করায় ট্রাম্প এ মামলা করেন।

ট্রাম্পের জন্য আয়োজিত নৈশভোজে মারডকের উপস্থিতি সবাইকে অবাক করেছে। তবে এতে ট্রাম্পের উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়েনি। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করলেও কম হয়ে যাবে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত যে প্রতিবেদনের কারণে ট্রাম্প মামলা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে তৎকালীন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প যৌন নিপীড়ক এপস্টেইনকে জন্মদিন উপলক্ষে চিঠি লিখেছিলেন। ট্রাম্প অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি সে চিঠি লেখেননি কিংবা তাতে স্বাক্ষরও করেননি। চিঠিতে নারী দেহের একটি অবয়ব আঁকা ছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুক্তরাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে এ কেলেঙ্কারি নতুন করে আবারও আলোচনায় আসে। কারণ, এপস্টেইনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিযোগে কয়েক দিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত পিটার ম্যান্ডেলসনকে বরখাস্ত করেছে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সরকার।

তবে এ ঘটনার পরও নৈশভোজের অতিথিদের তালিকায় ছিলেন মারডক। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, ব্রিটিশ সরকার ও হোয়াইট হাউস তালিকাটি যৌথভাবে প্রস্তুত করেছিল। আর আসনের বিন্যাস সাজিয়েছিল রাজপরিবার।

মিডিয়া ব্যবসার কারণে ৯৪ বছর বয়সী রুপার্ট মারডক দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ রাজনীতিতে ‘কিংমেকার’ হিসেবে পরিচিত। অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করলেও ট্রাম্প থেকে অনেকটা দূরেই বসেছিলেন মারডক। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়াম ও তাঁর স্ত্রী প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথরিন, ট্রাম্পের কন্যা টিফানি ও তাঁর স্বামী।

আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার জেনসেন হুয়াং, ওপেনএআইয়ের স্যাম অল্টম্যানসহ মার্কিন প্রযুক্তি খাতের সিইওরা। তাঁদের উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ট্রাম্পের এ সফরে প্রযুক্তি খাতে বিলিয়ন ডলারের চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড

৭ পৃষ্ঠার পর

অতিথি সঞ্চালক হিসেবে তিনি বলেন,ওতাদের জবাবদিহির মধ্যে আনো, আর তাদের কর্তৃপক্ষকেও জানাও৶ তিনি আরও বলেন,ওআমরা রাজনৈতিক সহিংসতায় বিশ্বাস করি না, তবে শিষ্টাচারে বিশ্বাস করি৶

চার্লি কার্কের মৃত্যুকে ঘিরে অনুপযুক্ত মন্তব্যের কারণে শিক্ষক, সাংবাদিক, পাইলট, চিকিৎসক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীসহ অনেকেই চাকরি হারাচ্ছেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস ও হয়রানির শিকারও হচ্ছেন। তবে সমালোচকদের মতে, এসব বরখাস্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও কর্মীদের অধিকারের জন্য হুমকি। যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানিগুলো কর্মী ছাঁটাইয়ে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে।

কার্ক ছিলেন দৈনিক পডকাস্টওদ্য চার্লি কার্ক শো৶-এর সঞ্চালক। গত বুধবার উটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে বিতর্ক সঞ্চালনার সময় তিনি গলায় গুলি খেয়ে নিহত হন। সোমবার ভ্যান্স নিজেই পডকাস্টটি সঞ্চালনা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বামপন্থীরাওরাজনৈতিক সহিংসতাকে বেশি সমর্থন ও উদযাপন করে৶। তিনি বলেন,ওরাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড উদযাপনে কোনো শিষ্টাচার নেই৶

ইউগভের এক জরিপে দেখা গেছে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মৃত্যুতে প্রগতিশীলরা রক্ষণশীলদের তুলনায় বেশি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে রিপাবলিকান সিনেটর জেডি ভ্যান্সসহ কয়েকজন আইনপ্রণেতা দাবি করেছেন, কার্কের মৃত্যু নিয়ে প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশকারীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। ফ্লোরিডার কংগ্রেসম্যান র্যান্ডি ফাইন এক্স-এ লিখেছেন, এসব মানুষের চাকরিচ্যুতি, তহবিল বন্ধ ও লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানাবেন। তিনি বলেন,ওএদের সমাজ থেকে বের করে দেওয়া উচিত৶ সাউথ ক্যারোলাইনার কংগ্রেসওম্যান ন্যান্সি মেস শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানিয়েছেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল এ ধরনের কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না,ওতাদের অর্থায়ন বন্ধ করে দিতে৶

কার্ক ছিলেন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টান। লিঙ্গ, বর্ণ ও গর্ভপাত নিয়ে তার মতামত বিশেষত বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সমালোচনার মুখে পড়েছিল।

এদিকে তার মৃত্যু নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আক্রমণাত্মক পোস্ট দেওয়ায় কেউ চাকরি হারিয়েছেন, কেউ সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তা অ্যান্থনি পাগ আছেন। ফেসবুকে মন্তব্য করার পর তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করা হয়েছে।

সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালক শন কুরান কর্মীদের উদ্দেশে এক স্মারকে লিখেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ বাড়ছে। তাই সদস্যদের উচিত সমস্যার সমাধান করা, আরও বাড়ানো নয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও নজরদারিতে আছেন। মিশিগানে অফিস ডিপোর এক শাখার কয়েকজন কর্মী কার্কের স্মরণসভার পোস্টার ছাপতে অস্বীকার করলে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। পরে প্রতিষ্ঠানটি তাদের বরখাস্ত করে। অফিস ডিপোর এক মুখপাত্র বলেন, কর্মীদের আচরণ ছিলওসম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও অসংবেদনশীল৶, যা প্রতিষ্ঠানের নীতির বিরোধী।

মার্কিন শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকরাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্যের কারণে শাস্তির মুখে পড়ছেন। এতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে তথাকথিতওক্যানসেল কালচার৶ নিয়ে। কলামিস্ট ক্যারেন আত্তিয়া জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্লুস্কাইয়ে কার্কের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পোস্ট দেওয়ার পর ওয়াশিংটন পোস্ট তাকে চাকরিচ্যুত করেছে।

দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, কার্ক হত্যাকাণ্ড নিয়েওঅশোভন৶ মন্তব্য করায় এক কর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এবং দুই অধ্যাপককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুথ মার্শালও একই কারণে বরখাস্ত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ কর্মীওঅ্যাট-উইল৶ চুক্তির আওতায় নিয়োগ পান। ফলে মালিকপক্ষ যেকোনো কারণে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। টেক্সাস অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক স্টিভেন কলিস বলেন, সংবিধান যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে, তা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; এটি কেবল সরকারের পদক্ষেপকে সীমিত করে।

অন্যদিকে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়েরওওয়ার্কার ইনস্টিটিউট৶-এর প্রধান রিসা লিবারভিৎস মনে করেন, কারও পোস্টের কারণে জনসম্মুখে জবাবদিহি দাবি করলে তা মতপ্রকাশের অধিকারে হস্তক্ষেপ হতে পারে।

কিউবানের হাতে ভারতীয় খুন, অবৈধ অভিবাসীদের

৬ পৃষ্ঠার পর

বীভৎস ভিডিও ফুটেজ। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু একটা নিয়ে বিরোধের জেরে নাগামল্লাইয়াকে মোটেলের পার্কিং লটে একটি মাচেটি (ধারালো অস্ত্র) দিয়ে কোপাতে শুরু করে হত্যাকারী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল নাগামাল্লাইয়ার স্ত্রী ও সন্তানও। তাদের সামনেই কুপিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলে অভিযুক্ত ওই কিউবান ব্যক্তি।

ফুটেজে আরও দেখা যায়, প্রথমে নাগামল্লাইয়ার কাটা মাথা, মোটেলের পার্কিং লটে ফেলে দেওয়া হয়। পরে, সেটি আবার তুলে একটি ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা হয়। অভিযুক্ত ওই কিউবান ব্যক্তির নাম ইয়োরডানিস কোবোস মার্টিনেজ। তার বয়স ৩৭ বছর। তাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাম্পের অভিযোগ, বাইডেন প্রশাসনের অবহেলার কারণেই মার্টিনেজের মতো অপরাধীরা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এই ব্যক্তি অতীতে শিশু যৌন নির্যাতন, গাড়ি চুরি, মিথ্যা কারাবন্দী করার মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছে। কিন্তু কিউবা তাঁকে ফেরত নিতে অস্বীকার করায় বাইডেন প্রশাসন তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। এমন নিকৃষ্ট অপরাধীদের জন্য নরম মনোভাবের সময় এখন শেষ।’

ঘটনার পর মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানায়, অভিযুক্ত মার্টিনেজকে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডিএইচএসের সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন বলেন, ‘এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য ছিল, যদি এই অপরাধী অনিবন্ধিত অভিবাসীকে বাইডেন প্রশাসন মুক্তি না দিত।’

ডিএইচএসের তথ্যানুযায়ী, মার্টিনেজ চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ডালাসের ব্লুবনেট ডিটেনশন সেন্টারে আটক ছিলেন। কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

‘জিমি কিমেল শো’ বাতিলের পর ‘ট্রাম্প-বিরোধী’ টিভি

৭ পৃষ্ঠার পর

আমি গত নির্বাচনে সহজেই জয়ী হয়েছিলাম’ তিনি আরও বলেন, ‘তারা লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে শুধু কুৎসা রটনা করছে। আমার মনে হয়, তাদের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত’

জিমি কিমেলের অনুষ্ঠান বন্ধের এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা এবং লেখক-নির্মাতারা। ওবামা এটিকে ‘ক্যান্সেল কালচার’ এর এক নতুন ও বিপজ্জনক রূপ বলে আখ্যা দিয়ে এক্সে (সাবেক টুইটার) লেখেন, ‘বর্তমান প্রশাসন গণমাধ্যম সংস্থাগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাদের অপছন্দের ভাষ্যকারদের মুখ চেপে রাখতে চায়’

অভিনেতা বেন স্টিলার, জ্যঁ স্মার্টসহ অনেকেই কিমেলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সিবিএস চ্যানেলের উপস্থাপক স্টিফেন কোলবার্ট এটিকে ‘নির্লজ্জ সেন্সরশিপ’ বলে অভিহিত করেছেন। হলিউডের লেখক ও অভিনয়শিল্পীদের প্রভাবশালী দুটি সংগঠনও একে বাক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানান।

তবে ভিন্নমতও রয়েছে। অনেকেই বলছেন, এটি ‘ক্যান্সেল কালচার’ নয়, বরং নিজের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। ফক্স নিউজের উপস্থাপক গ্রেগ গাটফেল্ড এবং ব্রিটিশ উপস্থাপক পিয়ার্স মরগানের মতো সমালোচকদের মতে, কিমেল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যাচার করেছেন এবং এর পরিণতি তাকে ভোগ করতে হচ্ছে।

এদিকে, আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে অনুযায়ী রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে কোনো গণমাধ্যমের লাইসেন্স বাতিল করা আইনগতভাবে কঠিন।

এই ঘটনায় ‘জিমি কিমেল লাইভ’ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানটির একজন সাবেক লেখক জানিয়েছেন, পর্দার আড়ালে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চললেও কর্মীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত।

গত ১০ সেপ্টেম্বর উটাহ্ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন রক্ষণশীল অ্যাক্টিভিস্ট চার্লি কার্ক। এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ২২ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আইনজীবীরা তার মৃত্যুদণ্ড চেয়েছেন।

এস্টোরিয়ায় হালাল কোরিয়ান বারবিকিউ 'প্রাইম নং-৭'র যাত্রা শুরু

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের অন্যতম ব্যস্ত ও ব্যবসায়িক এলাকা এস্টোরিয়ার স্টেইনওয়ে স্ট্রিটে চালু হয়েছে প্রথম হালাল কোরিয়ান বারবিকিউ ও সুসি রেস্টুরেন্ট 'প্রাইম নং ৭'। গত ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকালে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করেন কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। এসময় উপস্থিত হয়েছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার জুলি ওন ও লিন্ডা লি, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ- সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো: ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা সাদী মিন্টু ও জে মোল্লা সানি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, রিভার গ্রুপের ফাউন্ডার ও সিইও রুহিন হোসেন, ঠিকানা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিওও মুশরাত শাহীন অনুভা প্রমুখ।

আধুনিক ডেকোরেশনে সাজানো রেস্টুরেন্টটি উদ্বোধনের পর থেকে ব্যাপক সাড়া ফেলে চলেছে। মুখরোচক অল-ইউ-ক্যান-ইট বারবিকিউ ও সুসি,ধোঁয়াটে ককটেলস এর ঘ্রাণে মুখরিত পরিবেশ উপভোগ করছেন রেস্টুরেন্টটিতে আগতরা।

৩৪-১৯ স্টাইনওয়ে স্ট্রিটে অবস্থিত 'প্রাইম নং ৭' এ আসন সংখ্যা রয়েছে ১৩০টি। প্রতি সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা রাত ১১টা এবং শুক্রবার থেকে রোববার দুপুর ১২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত খোলা থাকছে।

রেস্টুরেন্টটি পরিচালনাকারী আমানি হসপিটালিটি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্বে আরো আছেন নিউইয়র্কে মানবিক ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ভালো'র প্রেসিডেন্ট শাহরিয়ার রহমান, হসপিটালিটি গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রাজিব হাসান, সিএফও সাজ্জাদ হোসেন এবং সিওও জসিম উল্লাহ। রাজিব হাসান, সাজ্জাদ হোসেন ও জসিম উল্লাহ আগে নূর থাই ও আগলি চিকেন-এর মতো সফল ব্রান্ড তৈরি করেছেন। রেস্টুরেন্টটির অন্যতম পার্টনার এবং আমানি হসপিটালিটি গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা জসিম উল্লাহ বলেন, 'এস্টোরিয়ায় আমরাই একমাত্র কোরিয়ান বিবিকিউ। আমাদের বিশেষত্ব হলো পানীয় ও ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা।' আমানি হসপিটালিটি গ্রুপ ইতিমধ্যে কুইন্সে বেশ কিছু জনপ্রিয় হালাল রেস্টুরেন্ট ও প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেমন নূর থাই, এরোমা ইন্ডিয়ান, সুগার এন কোল, এবং এটুজেপ ডেকোর। এবার তারা নিউজার্সির মাহওয়াতে অবস্থিত প্রাইম নং ৭-এর মালিক ডেভিড কিমের সঙ্গে মিলে অ্যাস্টোরিয়ায় নিয়ে এসেছে এই নতুন ধারার হালাল কোরীয় খাবার।

প্রাইম নং ৭ এর সিএফও সাজ্জাদ হোসাইন জানান, এস্টোরিয়ার বহুমুখী খাবার সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করতে এস্টোরিয়ায় কোরিয়ান বারবিকিউ রেস্টুরেন্ট প্রাইম নং-৭ রেস্টুরেন্ট। হালাল কোরিয়ান বিবিকিউ ও সুসি মিলিয়ে এটি হবে পরিবার ও বন্ধুদের মিলনমেলার নতুন ঠিকানা। তিনি আরো জানান, প্রাইম নং ৭-এর প্রতিষ্ঠাতা ও কুলিনারি ডিরেক্টর শেফ ডেভিড কিম তার সাহসী ও অন্তভুতিমূলক কোরিয়ান খাবারের ধারা দিয়ে নিউইয়র্কে মাল্টিকালচারাল কমফোর্ট ফুডের নতুন মান তৈরি করেছেন।

হালাল কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন ও পর্কবিহীন রামেনের মতো পদ ইতোমধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রাইম নং-৭ রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টটির বৈশিষ্ট হলো পরিবারবান্ধব পরিবেশ,মজাদার মকটেলস এবং টেবিলেই অতিথিদের জন্য গ্রিলড ও বারবিকিউ রান্নার সরাসির অভিজ্ঞতা। অতিথিদের জন্য থাকছে মেরিনেটেড চিকেন, বিফ বুলগোগি,স্পাইসি,ল্যাম্ব, প্রাইম শর্ট রিব, বাটার গার্লিকসহ নানা পদ। বিশেষ সংযোজন হিসেবে রয়েছে চমকপ্রদ প্রিমিয়াম বীফ স্টেক পরিবেশনা।

মকটেল মেনুতে রয়েছে সিগনেচার ম্যাঙ্গো মিরেজ (ম্যাঙ্গো পিউরি, আগাভে, ইনফিউজড মেজকাল), ধোঁয়াটে পরিবেশনায় গ্রিল অ্যান্ড চিল (টেকিলা, পাইনআপল পিউরি, ইউজু জুস, কোরিয়ান আদা চা) এবং আরও অনেক সৃজনশীল পানীয়।

গাজায় নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলকে সব ধরণের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং ত্রাণ সরবরাহ করতে দেওয়ার কথাও বলা ছিল। এর বিপরীতে খসড়া প্রস্তাবটিতে গাজায় জিম্মি অবস্থায় থাকা ইসরায়েলিদের অবিলম্বে সম্মানজনক মুক্তির শর্তও ছিল।

স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচিত ১০ সদস্যদেশ এ খসড়া প্রস্তাব তুলেছিল। স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে। বাকি ১৪ সদস্য দেশ খসড়া প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে।

গাজায় ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের মধ্যে চলা সংঘাতের প্রায় ২ বছর হতে চলেছে। এ সময়ের মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের শর্ত যুক্ত করে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত ছয়টি প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে ভেটো দিয়েছে ওয়াশিংটন।

ওয়াশিংটনের এমন পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে হামাস একে ‘গণহত্যার অপরাধের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে জড়িত থাকা’ বলে চিহ্নিত করেছে।

ভোটাভুটির আগে জাতিসংঘে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিনা মার্কুস লাসেন নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, ‘গাজায় দুর্ভিক্ষ এখন নিশ্চিত একটি বিষয়। অনুমান নয়, ঘোষণা নয়ড় এটা এখন নিশ্চিত।’

ক্রিস্টিনা আরও বলেন, গাজা সিটিতে সামরিক অভিযান বাড়িয়েছে ইসরায়েল। এতে বেসামরিক মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। এ মানবিক বিপর্যয়, এ মানবিক ব্যর্থতা আমাদের আজকের এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।

গাজা সিটিতে কয়েক দিন ধরে সর্বাত্মক হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। এরই অংশ হিসেবে এ শহরে বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযান চালাচ্ছে দেশটি। হামলার মুখে গাজা সিটি থেকে ফিলিস্তিনিরা দলে দলে হেঁটে আরও দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছেন। অনেকে যানবাহন ও গাধায় টানা গাড়িতে গাজা সিটি ছাড়ছেন।

ইসরায়েলের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ফিলিস্তিনি গাজা সিটি ছেড়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, শহরটিতে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা শুরুর আগে কমবেশি ১০ লাখ ফিলিস্তিনি ছিলেন, যাঁদের অনেকে অন্যান্য জায়গা থেকে একাধিকবার স্থানচ্যুত হয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বছর দুয়েক ধরে চলা নির্বিচার ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্তত ৬৫ হাজার ১৪১। আহত হয়েছেন অন্তত ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯২৫ জন। এ তথ্য হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের।

আফগান বিমানঘাঁটি ব্যবহারে

৭ পৃষ্ঠার পর

ঘটলে, তিনি বাগরামের নিয়ন্ত্রণ রাখতেন, এবং এর কৌশলগত গুরুত্ব আফগানিস্তান-চীন সীমান্তের কাছে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। মাসের শুরুতে তিনি বলেন, ২০২১ সালে বেস থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাইডেন প্রশাসনের “বোকামি” ছিল। ট্রাম্প বৃহস্পতিবার আরও বলেন যে বাগরাম চীনের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের স্থানের কাছে অবস্থিত। এ কথা তিনি মার্চেও বলেছেন। মার্চে তিনি বলেন, “আমরা চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম, কিন্তু আমরা বাগরামের নিয়ন্ত্রণ রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম। আর এটি আফগানিস্তানের জন্য নয় বরং চীনের জন্য। কারণ এটি ঠিক সেই স্থান থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে চীন তার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে। আমরা বাগরামে একটি ছোট সেনা বাহিনী রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম”

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলছে, ২০২১ সালে জুলাইয়ে আফগানিস্তানে অবশিষ্ট মার্কিন সেনারা বাগরাম এয়ার বেস ত্যাগ করে। প্রায় দুই দশকের জন্য এই বেস আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

দুই মাইল দৈর্ঘ্যের রানওয়েটি দেশের সম্পূর্ণ সামরিক অভিযান পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখানে যেখানে কার্গো বিমান, যুদ্ধবিমান এবং আক্রমণ হেলিকপ্টারের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ছিল। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ. বুশ, বারাক ওবামা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প সকলেই তাদের মেয়াদকালে বাগরাম পরিদর্শন করেছেন। বছরের পর বছর ধরে বেসটি তালেবানের বহু আক্রমণের শিকার হয়েছে। তারা সেখানে আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং রকেট হামলাও চালিয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সেই সময় বলেছিল যে, ২০২১ সালে যখন মার্কিন সেনারা ঘাঁটি ত্যাগ করে, তখন তারা প্রায় ৯০০টি সি-১৭ কার্গো লোডের সমপরিমাণ জিনিসপত্র সরিয়ে নেয় এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৬ হাজার সরঞ্জাম ধ্বংস করে দেয়। ২০২৩ সালে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রত্যাহারের পরে একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাগরাম ত্যাগের মার্কিন সিদ্ধান্ত সম্ভবত সমগ্র দেশ থেকে অগোছালো মার্কিন প্রস্থানে অবদান রেখেছে, কারণ এর অর্থ ছিল কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর “সম্ভাব্য নন-কম্ব্যাটেন্ট ইভাকুয়েশন অপারেশনের (এনইও) একমাত্র পথ হবে।”

ট্রাম্পের ভাষ্যমতে, আফগানিস্তানে বর্তমানে ক্ষমতাসীন তালেবানের সম্মতিতে ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। তবে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তিটি কেমন হবে তা পরিষ্কার নয়। যদিও ট্রাম্পের এ পরিকল্পনার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাকির জালালি। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সামরিক উপস্থিতি থাকতে পারবে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা এক পোস্টে জাকির জালালি লেখেন, আফগানিস্তানের কোনো অংশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে দুই দেশকে যুক্ত থাকতে হবে। ‘পারস্পরিক সম্মান ও অভিন্ন স্বার্থের’ ভিত্তিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে প্রস্তুত আছে কাবুল।

এদিকে বাগরাম নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের আগে আফগানিস্তানে আটকে থাকা মার্কিনদের নিয়ে কাবুলের সঙ্গে আলাপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। সপ্তাহান্তে তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে কাবুলে সাক্ষাৎ করেন ট্রাম্প প্রশাসনের জিম্মিবিষয়ক বিশেষ দূত অ্যাডাম বোয়েলার ও যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানবিষয়ক সাবেক দূত জালমাই খলিলজাদ।

রয়েছে নানামুখী সমস্যা

বাগরাম ফিরে পেতে ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কিন একজন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, সামরিকভাবে ঘাঁটিটি দখলের কোনো পরিকল্পনা নেই যুক্তরাষ্ট্রের। তবে ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টায় বড় ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন পড়বে। বাগরাম দখলে নিতে এবং ধরে রাখতে হাজার হাজার মার্কিন সেনার প্রয়োজন হবে। ঘাঁটিটি মেরামত করতেও বহু অর্থের দরকার। মার্কিন ওই কর্মকর্তার মতে, আফগানিস্তান একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। সেখানে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এই ঘাঁটিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহও জটিল হবে। এ ছাড়া ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আশপাশের এলাকা নিরাপদ করতে এবং মার্কিন বাহিনীর ওপর রকেট হামলা ঠেকাতে বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন পড়বে। তাই বাস্তবিক অর্থে কীভাবে এটি সম্ভব হবে, তা নিয়ে সন্দিহান তিনি।

তালেবান এখন রাজি না থাকলেও পরে আলাপআলোচনার মাধ্যমে যদি বাগরাম ওয়াশিংটনের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়, এরপরও ঘাঁটিটি ইসলামিক স্টেট ও আলকায়েদার হুমকির মুখে থাকবে। হুমকি থাকবে ইরানের অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলারও। গত জুনে ইরানের তিনটি পরমাণু স্থাপনায় হামলা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তারপর কাতারে মার্কিন একটি ঘাঁটি ইরানি হামলার শিকার হয়েছিল।

এমন পরিস্থিতিতে এই ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওয়াশিংটনের খুব একটা সুবিধা হবে না বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাবেক কর্মকর্তা। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ফলে যেসব সামরিক সুবিধা পাওয়া যাবে, তা ঝুঁকির তুলনায় কম।

কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

থাকে। পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে নিশ্চিত করেছেন, মার্কিন দূতাবাস একজন ডিআইজির নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের একটি ফোর্স চেয়েছে, যারা কেবলমাত্র তাদের কূটনীতিকদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দূতাবাসের দাবির প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মতামত জানতে পুলিশ সদর দপ্তরে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম জানিয়েছেন, তারা এ দাবির পক্ষে নন। তিনি বলেন, “আমরা ইতোমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি যে মার্কিন দূতাবাসের এ দাবির পক্ষে আমরা নই”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের ইতোমধ্যে ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ডিভিশন রয়েছে, যা ঢাকায় সব দূতাবাস ও তাদের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এমন একটি বিশেষ ইউনিট থাকা সত্ত্বেও শুধু একটি দূতাবাসের জন্য আলাদা ফোর্স গঠন করা সমীচীন হবে না” তবে আইজিপি জানিয়েছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে টিবিএস একাধিকবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসেও একাধিকবার ইমেইল পাঠানো হলেও কোনো জবাব মেলেনি।

বিশেষ সুবিধা নিয়ে উদ্বেগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ অনুরোধে কূটনীতিক মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, এক দূতাবাসের জন্য আলাদা ফোর্স দিলে অন্য বিদেশি মিশনগুলোতে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে।

সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির বলেছেন, বাংলাদেশকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উদ্বেগ বিবেচনায় নিতে হবে। তবে একটি মাত্র দূতাবাসকে বিশেষ সুবিধা দিলে অন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

তিনি বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে বলেছেন, আলাদা ফোর্স গঠনের বদলে কূটনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে থাকা সব পুলিশ সদস্যের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতরা আগে অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা পেতেন। তবে ২০২৩ সালের মে মাসে এ বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়।

সে সময় তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন জানিয়েছিলেন, আরও অনেক দেশ বাড়তি নিরাপত্তা চেয়েছিল, যা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সরকার সবার জন্য সমান নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

স্পিয়ার কর্মসূচি কী?

স্পেশাল প্রোগ্রাম ফর এম্বাসি অ্যান্টি-টেররিজম রেসপন্স (স্পিয়ার) কর্মসূচি পরিচালনা ও অর্থায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি সার্ভিসের অ্যান্টিটেররিজম অ্যাসিস্ট্যান্স (এটিএ) অফিস। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর চার শতাধিক পুলিশ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

এ কর্মসূচির আওতায় হোস্ট দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় কুইক রেসপন্স ফোর্স, যারা মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটকে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা দেয়। প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম ও পরামর্শ প্রদান করে এসব দলকে জরুরি পরিস্থিতিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে সাড়া দেওয়ার মতো দক্ষ করে তোলে এটিএ।

মার্কিন দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, স্পিয়ার টিম বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করেছে, অপরাধ ঠেকিয়েছে এবং জরুরি চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে বহু প্রাণ রক্ষা করেছে।

মালি, বেনিন, বুরকিনা ফাসো, মৌরিতানিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, নাইজার, কেনিয়া, তিউনিসিয়া, ইরাক, দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্রী, চাদ ও নাইজেরিয়াসহ বহু দেশে ইতোমধ্যে স্পিয়ার কুইক রেসপন্স টিম সক্রিয় রয়েছে।

কর্মী ভিসায় ট্রাম্পের ফি আরোপে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এইচ-১বি ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী নেওয়া হয়। এই ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এ সিদ্ধান্তে কয়েকটি দেশ বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর এইচ-১বি ভিসার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী দেশ ছিল ভারত। ২০২৪ সালে এই ভিসার ৭১ শতাংশ সুবিধা নিয়েছেন ভারতীয় নাগরিকেরা। ভারতের পরেই আছে চীন। যদিও সংখ্যার হিসাবে দেশটি ভারতের চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে। ১১ দশমিক ৭ শতাংশ সুবিধা ভোগ করে চীন দ্বিতীয় স্থানে ছিল।

এ বছরের প্রথমার্ধে অ্যামাজন ডটকম ও প্রতিষ্ঠানটির ক্লাউড কম্পিউটিং ইউনিট এডব্লিউএস ১২ হাজারের বেশি এইচ-১বি ভিসা অনুমোদন পেয়েছে।

ভারত-চীনের কী প্রতিক্রিয়া

দক্ষ কর্মী ভিসার বিষয়ে ট্রাম্পের নতুন নির্বাহী আদেশ নিয়ে এখন পর্যন্ত ভারত বা চীন কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ জানিয়ে রয়টার্স থেকে ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে এবং নিউইয়র্কে অবস্থিত চীনা কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কোথাও থেকে সাড়া মেলেনি।

তবে চাকরির বাজারে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কগনিজ্যান্ট টেকনোলজি সলিউশনস করপোরেশনের শেয়ারের মূল্য প্রায় ৫ শতাংশ পড়ে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শ ও আইটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে এইচ-১বি ভিসাধারী কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল।

ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত ভারতীয় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ইনফোসিস ও উইপ্রোর শেয়ারের দামও ২ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেতে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। ভারতীয় নাগরিকেরা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করলে সাধারণত তাঁদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার এই সময়ে তাঁদের বারবার ভিসা নবায়ন করতে হয়। এখন ভিসা নবায়ন করতে তাঁদের ১ লাখ মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে।

অভিবাসন দমননীতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের নীতিনির্ধারণী পরিচালক অ্যারন রাইকলিন-মেলনিক নতুন ফির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্লুস্কাইতে এক পোস্টে অ্যারন লেখেন, ‘কেবল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দেশটির সরকারকে আবেদনপ্রক্রিয়ার খরচ হিসেবে ফি নির্ধারণের অনুমতি দিতে পারে।’

প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র ৬৫ হাজার এইচ-১বি ভিসা দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পের আওতায় এমন সব প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়, যারা বিশেষায়িত ক্ষেত্রে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিদেশ থেকে কর্মী আনে। এ ছাড়া আরও ২০ হাজার ভিসা দেওয়া হয় উচ্চতর ডিগ্রিধারী কর্মীদের জন্য।

বর্তমান নিয়মে, ভিসার আবেদনের জন্য অল্প কিছু ফি দিতে হয়। ভিসার অনুমোদন পাওয়ার পর কয়েক হাজার ডলার ফি দিয়ে কর্মীদের আনতে হয়।

এইচ-১বি ভিসার ক্ষেত্রে প্রায় সব ধরনের ভিসা ফি নিয়োগকর্তারা দিয়ে থাকেন। সাধারণত তিন থেকে ছয় বছরের জন্য এই ভিসা দেওয়া হয়।

ট্রাম্প গতকাল আরও একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। ওই আদেশে বলা হয়েছে, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ১০ লাখ ডলার দিতে সক্ষম, তাঁদের জন্য ‘গোল্ড কার্ড’ তৈরি করা হচ্ছে।- রয়টার্স

‘অনুপযোগী, অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিউ

৫ পৃষ্ঠার পর

জানতেন যে এসব লেখা ও বইয়ের মধ্যে অসত্য ও বিকৃত তথ্য রয়েছে, তবুও তারা তা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করেছে।

ফ্লোরিডার মিডল ডিস্ট্রিক্টের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক স্টিভেন ডি. মেরিডে শুক্রবার বলেন, মামলাটি “নিঃসন্দেহে এবং অমার্জনীয়ভাবে সিভিল প্রসিডিউরের রুল ৮এর শর্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক”

এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, পত্রিকাটি প্রায় এক দশক ধরে তার বিরুদ্ধে “মিথ্যার অভিযান” চালাচ্ছে এবং এটি “র‍্যাডিক্যাল লেফট ডেমোক্র্যাট পার্টির ভার্চুয়াল মুখপাত্রে” পরিণত হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) ট্রাম্প লেখেন, “আজ আমি দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মানহানি ও অপবাদের মামলা করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি” তিনি আরও বলেন, এটি “আমাদের দেশের ইতিহাসে অন্যতম নিকৃষ্ট ও অধঃপতিত সংবাদপত্র”

রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প অভিযোগ করেন যে, নিউইয়র্ক টাইমস তার ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন জানিয়ে সেই খবরটি পত্রিকার প্রথম পাতায় বিশেষভাবে ছেপেছে। ট্রাম্পের দাবি, এটি ছিল “আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অবৈধ নির্বাচনী অনুদান”। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, সংবাদপত্রটি তার পরিবার, ব্যবসা, “আমেরিকা ফার্স্ট” এবং “মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন (মাগা)” আন্দোলনসহ গোটা জাতির বিরুদ্ধে অসত্য প্রচার চালিয়েছে।

এছাড়া, ট্রাম্প নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ প্রকাশনাকে এবিসি এবং সিবিএস-এর মতো অন্যান্য লিবারেল মার্কিন গণমাধ্যমের সঙ্গে একই কাতারে উল্লেখ করেন। তার দাবি, এই গণমাধ্যমগুলো দীর্ঘদিন ধরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপব্যবহার এবং আক্রমণ চালিয়ে আসছে, যা “একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও বেআইনি”।

গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ দিচ্ছে সুলভে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা

পরিচয় ডেস্ক : সুলভে এবং সরকারি অনুদানের সহায়তায় আপনার বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা দিচ্ছে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক তোফায়েল চৌধুরীর মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠা ‘গ্রি মেঢ়কানিক্যাল ইয়ংকার্স’।

নিউ ইয়র্ক সিটির ইয়াংকার্সে অবস্থিত বাংলাদেশি - আমেরিকান মালিকানাধীন বৃহৎ এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্ম ও সেবায় গত কয়েক বছরে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি কমিউনিটি ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

তবে গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’র প্রধান তোফায়েল চৌধুরী জানিয়েছেন, বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের এই সরকারী অনুদান খুব শিগগিরই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ‘আমরা জানতে পেরেছি এ বছরের শেষের দিকে সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তবে সরকারি অনুদানে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা শেষের আগেই সিটির বাসা-বাড়ি মালিকদের প্রতি আগাম বুকিং দেয়ার আহবান জানিয়েছেন তোফায়েল চৌধুরী ।

তিনি আরো জানান, ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ এই সেক্টরে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশি এবং আমেরিকান কমিউনিটিতে বিশ্বস্ত এবং আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছি।

তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ বাসায়, এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক ও পরিবেশসম্মত হিটিং ও কুলিং সিস্টেম (এয়ার কন্ডিশন্ড) বাড়ি মালিকরা লাগিয়ে নিতে পারেন। মুক্তি পেতে পারেন বয়লার সিস্টেম থেকে এবং সাশ্রয় করতে পারেন অতিরিক্ত বিল দেয়া থেকেও।

তোফায়েল চৌধুরী জানান, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রতি পরিবারকে ৮ থেকে ১০ হাজার ডলার রিবেট দেয়া হচ্ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যেও অনুদানে আগাম বুকিং দিতে পারেন। এই সুবর্ণ সুযোগ সংশ্লিষ্ট সবার গ্রহণ করা উচিত। এজন্য তারা এখনই যোগাযোগ করতে পারেন।জানা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সহযোগিতা বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তোফায়েল চৌধুরী ৪ বছর আগে নিউইয়র্কের ইয়াংকার্সে এই প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তাদের কেন্দ্রিয় অফিস বা প্রতিষ্ঠান ইয়াংকার্সে হলেও নিউইয়র্কের সর্বত্র এই কাজ তারা করেন। রয়েছে লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে অফিস। বলা চলে অনেকটা বিনা অর্থে এই সিস্টেম লাগিয়ে দিচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে দিচ্ছেন ১০ বছরের গ্যারান্টি-ওয়্যারেন্টি। আরো রয়েছে বিক্রয়োত্তর সেবা।

বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান ও সফল ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী জানান, এটি মূলত নিউইয়র্ক সিটির প্রজেক্ট। নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রিন সিটি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই প্রজেক্ট চালু করা হয়।

অন্য কমিউনিটির মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু বাংলাদেশিদের সেবা দেয়ার জন্যই মুলত: আমি এই প্রজেক্ট চালু করি। তিনি বলেন, এই সিস্টেম চালুর জন্য প্রয়োজন শুধু একজন বাড়ির মালিক বা ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত নেওয়া।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমরাই নিজেদের লোক দিয়ে সবকিছু বাস্তবায়ন করবো এবং সিটির অর্থায়নের ব্যবস্থাও আমরা করবো। অ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে ৯১৪-২২২-৯৪৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন তোফায়েল চৌধুরী।

স্টেট অ্যাসেম্বলী ৩৬-এর প্রার্থী হিসেবে মেরী জোবায়দার প্রার্থীতা ঘোষণা : সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬-এর আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবায়দা। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে এস্টোরিয়ার ক্রিসেন্ট ডাচ কিলস পার্কে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের করতালির মাধ্যমে তিনি তার প্রার্থীতা ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণায় নিউইয়র্ক সিটির সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিক সহ দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, প্রবীণ প্রবাসী আবুল কালাম, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-এর আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী মাহতাব খান, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ড সদস্য

আব্দুর রহীম হাওলাদার, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশী-আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আমীন মেহেদী, এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, অ্যাসাল কুইন্স চ্যাপ্টারের সভাপতি কাজী ফরিদ আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মইনুজ্জামান চৌধুরী, ফকু চৌধুরী, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, সানি মোল্লা, মাজেদা উদ্দিন, সেলিনা উদ্দিন, নাহিদ ফেরদৌস, ভারতীয় শিখ কমিউনিটির নেতা জাপরেট শিং, আমেরিকান কমিউনিটি হারলেম-এর লিডার জুলিয়ান সেজুরা, ইউনিয়ন লীডার রবার্ট রেমস ও টিবিএন-২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এ এফ এম মিসবাহউজ্জামান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ও মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র সহ সভাপতি জাবেদ উদ্দিন ও মেরী জোবায়দার কমিউনিকেশন ডিরেক্টর জেমস কর্জা।

অনুষ্ঠানে মেরী জোবায়দা তার বক্তব্যে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং তার নির্বাচনী এজেন্ডা নিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটদের সিটি, অভিবাসীদের সিটি। সবাই মিলেন আমাদের এই সিটিকে সুন্দর করতে হবে। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে মেরী জোবায়দাকে একজন যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সমর্থন জানান। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স সহ ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কস বরো থেকে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান সহ দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক সমর্থক যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম এবং টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু সহ এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য ফয়সল আহমেদ, মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এনাম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

ট্রাম্পের সমালোচনার শিকার

৬ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের স্বাধীনতা ও প্রশ্ন করার অধিকারকে সম্মান করতে হবে।' অস্ট্রেলিয়ার স্বতন্ত্র সিনেটর ডেভিড পোকক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, 'অন্য দেশের নেতা যদি সাংবাদিককে নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নালিশ করেন, সেটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।' এদিকে গ্রিনস দলের সিনেটর সারাহ হ্যানসন-ইয়ং ট্রাম্পের এমন আচরণ 'মিডিয়াকে ভয় দেখানোর চেষ্টা' বলে আখ্যা দেন। তবে লিবারেল পার্টির সিনেটর সারাহ হেন্ডারসন এবিসিকে লায়ন্সের প্রশ্নের ধরন নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেন। অন্যদিকে ন্যাশনালস নেত্রী ব্রিজেট ম্যাকেঞ্জি সাংবাদিকের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কঠিন প্রশ্ন করা সাংবাদিকদের কাজের মধ্যেই পড়ে।'

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন এর সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল পুনর্বাচিত, গনেশ কীর্তনিয়া সাধারণ সম্পাদক

পরিচয় রিপোর্ট : গত ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্নে রেস্টুরেন্টে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের উপদেষ্টাদের মতামতের ভিত্তিতে উজ্জ্বল বিপুলকে সভাপতি পদে পুননিবাচিত এবং সাধারণ সম্পাদক পদে গনেশ কীর্তনিয়াকে নির্বাচিত করা হয়।

এই দুইজন সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের নাম ঘোষণার পর হলে উত্তজনার সৃষ্টি হয় এবং সংগঠনের কয়েকজন সদস্য ওয়াকআউট করেন ।

সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মনসুরুল আলমসহ আরো কয়েকজন উপদেষ্টা সকলকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন।

কতিপয় সদস্যের প্রতিবাদ, আরেকটি কমিটি গঠনের গুঞ্জন

এদিকে উজ্জ্বল বিপুলকে পুনরায় সভাপতি পদে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সেলিম ইব্রহিম, সদ্যসাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামানসহ আরো কয়েকজন সদস্য। তাঁরা বলেছেন উজ্জ্বল বিপুল সংগঠনের দুই মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালনের পর পুনরায় আর সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি ঢাকা জিলা এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে যাবেন।

সেই মর্মে সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি গোলাম এন হায়দার মুকুটকে এবার নবাবগঞ্জ এসোসজনতুন সভাপতি নির্বাচিত করার বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়েছিল। কিন্ত সাধারণ সভার দিনকয়েক আগে উজ্জ্বল বিপুল এর সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্যের সহায়তায় সভাপতি পদ ধরে রাখেন।

বিক্ষুব্ধ সদস্যরা জানান, তাঁরা আর বিপুল-গনেশের নবাবগঞ্জ সংগঠনে ফিরে যাবেন না। নতুন আরেকটি নবাবগঞ্জ সংগঠনের সৃষ্টি হতে পারে কিনা জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, অপেক্ষা করুন।

জ্যাকসন হাইটসে ‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’র জমকালো শুভ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক : গত সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় মোনাজাত ও ফিতা কাটার মাধ্যমে ‘হোয়ার স্টাইল মিটস এ্যালিগ্যান্স’ শ্লোগানে উজ্জিবিত জ্যাকসন হাইটসের ব্রডওয়েতে ‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’ প্রতিষ্ঠানটির গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নিউইয়র্কের ‘আশা গ্রুপ’র সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সঙ্গে ছিলেন ‘আশা গ্রুপ’র প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান, মাহিয়া মাহি, সঙ্গীতশিল্পী রিজিয়া পারভীন, বাংলাদেশি অভিনেতা মামুনুন হাসান ইমন, নীরব হোসেন, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসাসসিয়েশানের সেক্রেটারী ফাহাদ সোলায়মান ও নীরা রাব্বানী সহ আরও অনেকে। পুরো আয়োজনের তত্তাবধানে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল হোসেন ও সহযোগিতায় আশা গ্রুপেরমো: এ কাশেম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘আশা গ্রুপ’র প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান বলেছেন, ফ্যাশন শুধু পোশাকের নাম নয়, ফ্যাশন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। কে কেমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার রুচি, তার স্বপ্ন আর তার পরিচয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, ভিড়ের মাঝে নিজেকে আলাদা করে তুলতে, আর নিজের ভেতরের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে ফ্যাশনের বিকল্প নেই। আর সেই ফ্যাশনের অনন্য দুনিয়াতেই নতুন রঙ, নতুন অধ্যায় নিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করেছে ‘নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস’।

ডিজাইনার পিয়াল হোসেন বলেছেন, নিউইয়র্কে প্রবাসী বাঙালিদের জন্য আস্থার জায়গা এবং ফ্যাশনের বৈচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পথচলা শুরু করেছে আশা গ্রুপের সহযোগী এ প্রতিষ্ঠানটি।

বাঙালির প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে ফ্যাশন হাউসের গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে উপস্থিত অতিথিদের আয়োজকরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অতিথিরা বলেন, আধুনিক ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুযায়ী নান্দনিক পোশাক ও অ্যাক্সেসরিজ সাজানো হয়েছে দোকানজুড়ে। যা শুধু প্রবাসী বাংলাদেশি নয়, বহুজাতিক কমিউনিটির কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউসের ঠিকানা, ৭২-২৮ ব্রডওয়ে, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি নির্বাচন ২৬ অক্টোবর, তফসিল ঘোষণা করলেন সিইসি মোহাম্মদ সোহেল হেলাল

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলার প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ। আগামী ২৬ অক্টোবর, রোববার এই সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ব্রুকলীনের ২০২ এভিনিউ সি-তে অবস্থিত পিএস-১৭৯ স্কুলে ভোট গ্রহণ করা হবে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহেল (হেলাল) ব্রুকলীনের নোয়াখালী ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তফসিল ঘোষণা করেন।

জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ, এ কে এম ইব্রাহীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ মোস্তাক হোসেন (মোশারফ) ছাড়াও সংগঠনের সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সহ সভাপতি তাজু মিয়া ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু সহ মাহবুব হোসেন, ইউনূস জসিম, রুদ্র মাসুদ, রুবেল চৌধুরী ও জামাল উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহেল (হেলাল) তার লিখিত বক্তব্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচন করার লক্ষ্যে নির্বাচনের ৩৫টি নিয়মাবলী প্রকাশ এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ, ২৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ২৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ২৬ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। নির্বাচনে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে ২৬ অক্টোবর রোববার। নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম সংগঠনের কার্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহেল জানান, নির্বাচনে সভাপতি পদে ১জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ১জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ১জন, অর্থ সম্পাদক পদে ১জন, সহ-অর্থ সম্পাদক পদে ১জন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ১জন, প্রচার সম্পাদক পদে ১জন, ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ পদে ১জন, ক্রীড়া-শিক্ষা ও সংস্কৃতি পদে ১জন, দপ্তর সম্পাদক পদে ১জন এবং কার্যকরী পরিষদ সদস্য পদে ৫জন সহমোট ১৭টি পদে নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে। এসব পদের বিপরীতে পৃথক পৃথক মনোনয়ন ফি (অফেরতযোগ্য) ধার্য্য করা হয়েছে। এরমধ্যে সভাপতি পদের ফি ২ হাজার ২০০ ডলার, সহ সভাপতি (জনপ্রতি) ১ হাজার ৯০০ ডলার, সাধারণ সম্পাদক ২ হাজার ডলার, সহ সাধারণ সম্পাদক ১ হাজার ৬০০ ডলার, অর্থ সম্পাদক ১ হাজার ৫০০ ডলার, সাংগঠনিক সম্পাদক ১ হাজার ৪০০ ডলার, প্রচার, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ এবং ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং দপ্তর সম্পাদক পদের জন্য ফি ১ হাজার ৩০০ ডলার এবং কার্যকরী সদস্য (জনপ্রতি) ৬০০ ডলার ফি ধার্য্য করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচন কমিশন ও সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধনের কারণে আগামীতে নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির মেয়াদকাল তিন বছর বছরের স্থলে চার বছর হবে এবং ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে এই কমিটির সময়কাল শুরু হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সোসাইটির কর্মকর্তারা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় অর্ধ লক্ষ বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী বসবাস করলেও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সদস্য রয়েছেন প্রায় ৭ হাজার। এদের মধ্যে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে হালনাগাদ ভোটার হয়েছেন ২ হাজার ৪০৬ জন। নিয়ম অনুযায়ী এই ভোটারাই আগামী নির্বাচনে ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন।

উল্লেখ্য, ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের প্রধান হলেন- মোহাম্মদ সোহেল (হেলাল)। অন্য সদস্যরা হলেন- মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক এ কে এম ইব্রাহীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ মোস্তাক মোশারফ।

আরো উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএনএ অন্যতম। এই সোসাইটির কার্যক্রম যেমন বেশি, সম্পদও বেশি, নিউইয়র্কে সংগঠনটির নিজস্ব ভবনসহ দুটি বাড়ি রয়েছে। এছাড়াও লং আইল্যান্ডে ১৪ মিলিয়ন ডলারের বিশাল কবরস্থান প্রকল্পের কাজ চলছে। এতো বড় প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই প্রবাসী নোয়াখালীবাসী ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

মাহমুদ খলিলকে আলজেরিয়া অথবা সিরিয়াতে ডিপোর্টেশনের নির্দেশ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গ্রীন কার্ড আবেদনে তথ্য গোপন করার দায়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার আদালতে তার বিপক্ষে উক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, খলিল ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে তাঁর আইনজীবী বলেছেন, তাঁরা এই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

এ বিষয়ে খলিল এক বিবৃতিতে জানান, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ট্রাম্প প্রশাসন আমার বাক স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। খলিল যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তার স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং তাদের একটি সন্তানও আছে। তিন মাস আগে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে অভিবাসন বিষয়ক কর্মকর্তারা তাকে আটক করে। খলিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষার্থী। তিনি ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের পরিচিত মুখ। জুনে মুক্তি দেয়া হলেও লাগাতার প্রত্যাবর্তনের হুমকির সম্মুখীন হন খলিল।

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা ও অগ্নি সংযোগের প্রতিবাদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার

পরিচয় ডেস্ক :জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা এবং অগ্নি সংযোগের প্রতিবাদে ৮ই সেপ্টেম্বর সমবার নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেনের পরিচালনায় প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ মিছিল শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ৭৩ ষ্ট্রিট ।

সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী , সহসভাপতি এসএম ইকবাল,সহ-সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষণ , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ুম,সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর, জাতীয় যুব সংহতির যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, দপ্তর সম্পাদক শক্তি দাস গুপ্তা, কোষাধ্যক্ষ কাশেম চৌধুরী, এ এস এন রুবেল ও রুবেল আহমেদ সহ অনেকেই।

সভায় বিভিন্ন বক্তারা বলেন , গন অধিকারের নেতা বিকাশ নূর একবার সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আম্মা এবং মোসাদকে আব্বা ডেকে বাংলাদেশ কে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বাহিরের প্রভুধের সন্তুষ্ট করতে এবং বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা এবং অগ্নি সংযোগ করে ।জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা এই ন্যাক্কার জনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বক্তারা আরো বলেন যে, সরকার প্রনীত নির্বাচনী রোডম্যাপ দেখে এবং বিকাশ নূরের দল একটিও সংসদীয় আসন পাবেনা দেখে , জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে এই হামলা করে নির্বাচনী রোডম্যাপকে বানচাল করার চেষ্টা করছে। বক্তারা অন্তর্বতীকালীন সরকারেকে অনতিবিলম্বে গন অধিকার দলের নিবন্ধন বাতিল করে , গন অধিকার পরিষদ কে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে দলটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে । বিকাশ নূর ও তার সহযোগী সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে গ্রেফতারের জোর দাবি জানানো হয। অন্যথায় এই যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিতে কার্পণ্য করবে না ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

চলে গেলেন শিবলী নোমানী

ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালে দাফন সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, ঢাকার আবাহনী লিমিটেড'র সাবেক ক্রিকেট টিম ম্যানেজার, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ শিবলী নোমানী আর নেই। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। গত শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে গাড়ী চালিয়ে যাওয়ার পথে গাড়ীতেই তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ১৪ রোববার বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে প্রয়াত শিবলী নোমানীর জানাযা সম্পন্ন হয়। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। জানাযার আগে মরহুমের ছেলে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রয়াত শিবলী নোমানীর জন্যম দোয়া ও যে কোন ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জানাযার নামাজে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মরহুমের আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষসহ মুসল্লিরা অংশ নেন।

সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালে শিবলী নোমানীর দাফন সম্পন্ন করা হয়। দাফন শেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। তিনি একসময় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্ট পরিচালনা করতেন।

প্রসঙ্গত, শিবলী নোমানী ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি আবাহনীর ক্রিকেট টিমের সহকারী ম্যানেজার এবং পরবর্তিতে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন । এছাড়াও তিনি আবাহনী ক্রিকেট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি এবং সাবেক মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল (লোটাস কামাল) এর রাজনৈতিক সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন । ২০০৩ সালে সম্ভবত তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন । তার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে কমিউনিটিতেশোকের ছায়া নেমে আসে । তার অকাল মৃত্যুতে সাবেক খেলোয়াড় সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, ওয়াহিদ কাজী এলিন, সাধারন সম্পাদক জুয়েল আহমেদ এবং সদস্য সৈয়দ এনায়েত আলী ও মফিজুল ইসলাম ভুইঞা রুমি গভির শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ।

“কক্ষপথ ৭১” এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে প্রতিবাদ সমাবেশ, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় উজ্জীবিত “কক্ষপথ ৭১” এর উদ্যোগে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে গত ১২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত: বাংলাদেশি আইনজীবীদের অংশগ্রহণে নিউইয়র্কে “কক্ষপথ ৭১” নামের সংগঠনটি গড়ে তুলেছে। এই সংগঠনের দাবি একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, বায়াত্তরের সংবিধানের সুরক্ষা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশে বর্তমান চলমান বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর অবমাননা চলমান থাকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এখন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে নানাভাবে আঘাত করা হচ্ছে দেশে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে করা হচ্ছে লাঞ্ছিত। এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না বলে তারা মন্তব্য করেছেন। এজন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছে সভা থেকে।

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন অ্যাডভোকেট আশিক উদ্দিন খাঁন, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন অ্যাডভোকেট শ্রী জয়জিত আচার্য্য, পবিত্র পাসষ্টার জেনস খ্রীষ্টফার, পবিত্র ত্রিপিটক থেকে স্বীকৃতি বড়ুয়া। সভায় “কক্ষপথ’৭১” লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির।

প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্ধ সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

সভায় বক্তব্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল আনসারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মিরাজ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসেন, রাজনৈতিক নেতা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, নূর ফাতেমা, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, প্রগ্রেসিভ ফোরাম-৭১ এর নেতা জাকের আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা ও অ্যাডভোকেট মনির হোসেন, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, অভিনেত্রী লুৎফুর নাহার লতা, সংস্কৃতিজন মিথুন আহমেদ, সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, মুজাহিদ আনসারী, আলী আহসান কিবরিয়া (অনু), খাঁন শওকত, অ্যাডভোকেট আব্দুল সত্তার, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, অ্যাডভোকেট শাহ মো:বখতিয়ার আলী, মোর্শেদা জামান, অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ, অ্যাডভোকেট শ্রী জয়জিত আচার্য্য, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান, অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম, জয়তূর্য চৌধুরী, ঝর্না চৌধুরী, স্বীকৃতি বড়ুয়া প্রমূখ।

কক্ষপথ’৭১ এর প্রতিবাদ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট সায়েইদ মঈন উদ্দিন জুনেল, খলিলুর রহমান, মনির হোসেন, ফারুক হোসেন, মিজান আহমেদ, সাব্বির হোসেন বাপ্পি, খ্রীষ্টফার অধিকারী, পলি অধিকারী, মো: শহিদুল ইসলাম, আব্দুল সাদেক, রেশমা ইয়াসমিন, অ্যাডভোকেট রুবিনা মান্নান, অ্যাডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, নূর কানিজ ফাতেমা, অ্যাডভোকেট আরিফুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা মো:সাইদুর রহমান, মোশারফ হোসেন, ড.সেলিনা আফরীন রীতা, মো:হানিফ মৃধা, অ্যাডভোকেট এম.এম জাহিদ আনোয়ার, এম এ কাশেম, রীনা আবেদীন, সৈয়দ এস আলী, আল আমিন বাবু, মোজাফর আহমেদ,ইয়াসমিন রাশিদ, নিজাম আহমেদ. শেফালী রওশন, সাবিনা হাই উর্বি, ফাতেহ লোহানী, কাজল আহমেদ, গীতালী হাওয়ালদার, জালাল উদ্দিন, হাসান আহমেদ, অ্যাডভোকেট রেদোয়ারা রা্জ্জাক সেতু, সৈয়দ মোজাম্মেল আলী, নজরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।

প্রতিবাদ সভার সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বায়াত্তরের সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সকলের বায়াত্তরের সংবিধান এর কপি প্রদর্শন করেন।

সর্বশেষে সমবেত কন্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম কক্ষপথ’৭১”কে আরো সুসংঘঠিত করার আহব্বান জানিয়ে উক্ত প্রতিবাদ সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির অথর্সটকে কবি কাজী জহিরুল ইসলাম

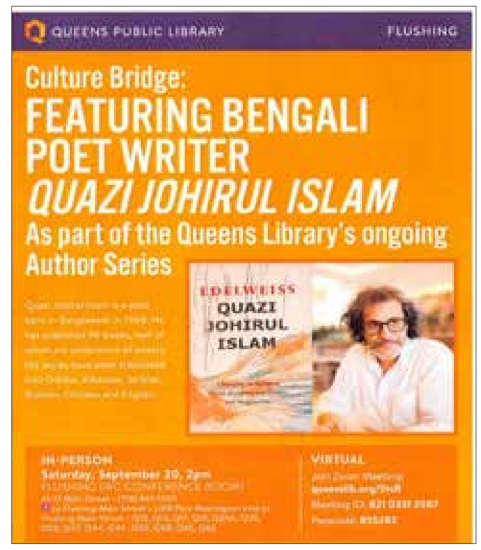

পরিচয় ডেস্ক : কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি খ্যাতনামা লেখকদের নিয়ে আয়োজন করে অথর্সটক অনুষ্ঠান। শনিবার ২০ সেপ্টেম্বর আয়োজিত অথর্স টক অনুষ্ঠানের নির্বাচিত অথর হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাসরত বাংলাদেশি লেখক কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। দেড় ঘন্টারএ অনুষ্ঠানে লেখকের ইন্টারভিউ করা হবে।

আমন্ত্রিত লেখক তার লেখক হয়ে ওঠার গল্প বলবেন দর্শদের উদ্দেশ্যে। বাড়তি আয়োজন হিসেবে থাকছে সদ্য প্রকাশিত কাজী জহিরুলই সলামের ইংরেজি ভ্রমণ গ্রন্থ ‘এইডেলভাইজ’ এর বুক সাইনিং। অনুষ্ঠানটি ইংরেজিতে হবে। উপস্থিত দর্শকরা লেখককে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন। প্রশ্নোত্তরের জন্য ৩০ মিনিট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এবারের অথর্সটক সঞ্চালনা করবেন লাইব্রেরি কর্মকর্তা আর্শিয়া হোসেন।সূচনা বক্তব্য দেবেন বাউতিস্তা জেরেমি। সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়াও জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি দূরের দর্শকেরা যুক্ত হবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

শাহাদাত হোসেন রাজু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন : দোয়া কামনা

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ শাহাদাত হোসেন রাজু (৫০) অসুস্থ। তিনি কিডনিসহ নানা শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বর্তমানে তার অবস্থা উন্নতির দিকে। সে নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবক কর্মী। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে। নিউইয়র্কে তিনি একাই বসবাস করেন।

জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে শাহাদাত হোসেন রাজু অসুস্থ ছিলেন। দিন দিন তার অসুস্থতা বৃদ্ধির ফলে অবশেষে কেন্দ্রীয় বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, নিউইয়র্কে মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস

আহমেদের প্রচেষ্টায় হাসপাতালে যেতে রাজি হন রাজু। গত ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ডায়াগনস্টিক টেস্ট করার পর তার কিডনিতে সমস্যা ধরা পড়ে। দেখা দেয় আরো কিছু শারীরিক জটিলতা। গিয়াস আহমেদ জানান, বর্তমানে রাজুর শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে। কিডনির ডায়ালাইসিস চলছে। আশাকরি খুব শিগগির তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন।

এদিকে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তার বন্ধু শুভাকাঙ্খীরা রাজুকে দেখতে হাসপাতালে যান এবং অব্যাহতভাবে খোজ-খবর রাখছেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে হাসপাতালে রাজুকে দেখতে যান গিয়াস আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান ও জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার। তারা রাজুর শারিরীক অবস্থার খবর নেন। এর আগে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বিএনপি নেতা জসীম ভুইয়া, ঘবং খড়পধষ উৎধভঃ: এম. বাসিত রহমান এবং কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেকেই শাহাদাত হোসেন রাজুকে দেখতে হাসপাতালে যান। সেখানে তারা রাজু’র খোঁজখবর নেন এবং তার সুস্থতা কামনা করেন।

অসুস্থ্য শাহাদাত হোসেন রাজু রাজু’র সুস্থতা কামনায় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন তার রোগমুক্তি কামনায় সবার দোয়া চেয়েছেন। খবর ইউএনএ’র।

গিয়াস আহমেদের উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক : গত রোববার ১৪ সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও যুক্তরাষ্ট্রে ফোবানার চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের উদ্যোগে তার লং আইল্যান্ডের ডিক্সহিলের বাসায় আয়োজন করা হয় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল। মাহফিলে আমন্ত্রিত অতিথি ও ইসলামিক স্কলাররা অংশ নেন। এতে বক্তব্য রাখেন উডসাইডের আহলে বাইয়াত মসজিদের পেশ ইমাম ড. সাইয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী, ড. সাইয়্যেদ আনসারুল করিম আল আজহারী, মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান।

কেরাত পাঠ করেন সাইয়্যেদ মুনতাজির বিল্লাহ রাব্বানী। গিয়াস আহমেদও ঈদে মিলাদুন্নবী সা. এর তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এঁর দুনিয়াতে আগমণের আনন্দ ও তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উদযাপন করতে হবে। যিনি মানবজাতিকে পরিশোধন করেন এবং তাদের সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন ও কাজের কথা শিক্ষা দেন তাকে স্মরণ করতে হবে মনের গহীন থেকে।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা মানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এঁর আগমণ দিবস মর্যাদাবান, গুরুত্ববহ এবং আনন্দের। আল্লাহ'র প্রতি ঈমান ও মানবতার পথপ্রদর্শনকারী মহানবীর ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভাবের দিন সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরুপ, আর এ দিন আমাদের জন্য আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সবথেকে বড় উপহার বা এহসান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছেন মহিমান্বিত মর্যাদা। পৃথিবীতে মানুষ ইহজগত ও পরজগতের মুক্তির সন্ধান পায় এই দিনে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এঁর আবির্ভাব ছিল একটি আলোকিত বিস্ময়। মানবজাতি তাঁর আগমণে নিজেদের কল্যাণ ও শান্তির নিশ্চয়তা লাভসহ জগতের সমস্ত অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার, নিপীড়ণ-নির্যাতন এবং বৈষম্যের ঘোর অন্ধকার যুগ থেকে নিস্কৃতি লাভের সন্ধান পায়। সেজন্যই তিনি হয়েছেন মানবতার মুক্তির দিশারী।

ঈদে মিলাদুন্নবীর মাহফিলে গুরুত্বপূর্ণ অতিথির মধ্যে ছিলেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল, তারেক হাসান খান, রাজনীতিবিদ কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, রাজনীতিবি ফিরোজ আহমেদ, কমিউনিটি নেতা দুলাল বেহেদু প্রমুখ। সংবাদসুত্র নবযুগ

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত টি ব্যাগে বিপজ্জনক মাত্রার বিষাক্ত ভারী ধাতুর উপস্থিতি, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশী গ্রোসারীতে এখনো বিক্রি হচ্ছে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

মালিকানাধীন গ্রোসারীতে এগুলো বিক্রি হচ্ছে এবং বেশ কিছু বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেষ্টুরেন্টে এগুলি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষাক্ত পদার্থে তৈরি: চা ব্যাগ এবং শুকনো আলগা চায়ে ভারী ধাতুর ঝুঁকি উন্মোচন" শীর্ষক গবেষণাটি বুধবার ঢাকায় ইএসডিও-এর সদর দপ্তরে প্রকাশ করা হয়।

স্থানীয় বাজার থেকে সংগৃহীত ১৩টি নমুনা (১২টি টিব্যাগ ও একটি আলগা পাতা) পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এগুলোতে দূষণের মাত্রা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত নিরাপদের মাত্রা বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে।

পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, ক্রোমিয়ামের মাত্রা ১,৬৯০ পিপিএম (নিরাপদ সীমা ৫ পিপিএম), সিসা ৫১ পিপিএম (সীমা ৫ পিপিএম), পারদ ১০৮ পিপিএম (সীমা ০.৩ পিপিএম) এবং আর্সেনিক ১৪ পিপিএম (সীমা ২ পিপিএম)। এছাড়া, টিব্যাগের প্যাকেজিংয়ে অ্যান্টিমনির মাত্রা ১৫৪ পিপিএম পর্যন্ত পাওয়া গেছে। গবেষণায় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের উপস্থিতিও ধরা পড়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের উচ্চমাত্রার দূষণ নিয়মিত চা পানকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে দৈনিক ২-৩ কাপ চা পান করেন ৫৫ শতাংশ মানুষ, আর ২৭ শতাংশ চার বা তার বেশি কাপ পান করেন। তবে মাত্র ১ শতাংশ ভোক্তা টিব্যাগে ভারী ধাতুর উপস্থিতি সম্পর্কে জানেন।

গবেষণায় ইতিবাচক দিক হিসেবে চা পাতায় আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, জিঙ্ক ও কোবাল্টের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানও পাওয়া গেছে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইএসডিও-এর চেয়ারম্যান মারগুব মোর্শেদ বলেন, "এটি ভোক্তা অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি। আমরা কর্তৃপক্ষ, উৎপাদক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এই সংকট মোকাবিলায় নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারকি ও ভোক্তাদের সচেতনতা বাড়ানো এখন জরুরি।

২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ক্রিয়েটিং ইকোনোমিক অপরচুনিটিজ সেইপিং এ বেটার ফিউচার টুগাদের- "অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করি, গড়ি উন্নত ভবিষ্যৎ"। মূল স্লোগানেই ধরা পড়েছে নতুন প্রজন্মের ব্যবসা দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রতিবছরের মতো বাংলাদেশ এবারেও বিশেষভাবে আলোচনায় থাকবে। পোশাকশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি এবং পাটড়এই তিন খাতকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে দেশের রপ্তানি সম্ভাবনার এক প্রতিচ্ছবি। যে দেশ একসময় শুধুই পোশাক শিল্পে সীমাবদ্ধ ছিল, সে দেশ এখন পাটজাত পণ্যে বিশ্বকে চমক দেখাচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তিতেও নতুন বাজারে প্রবেশের স্বপ্ন দেখছে।

উদ্বোধনী আসরে থাকছেন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসনের প্রধান কেলি লোফলার এবং বাণিজ্য দপ্তরের উপসচিব পল ডেবর। মূলধারার এই নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি প্রমাণ করছে যে আয়োজনটি কেবল প্রবাসীদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমেরিকার অর্থনৈতিক অঙ্গনের নজরও এর দিকে রয়েছে।

প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল যোগ দিচ্ছে। ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড ও পোল্যান্ড থেকে অংশ নিচ্ছেন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকেরা। ইতালি থেকে আসছেন ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি ও আগ্রাবাদ গ্রুপের প্রধান মোহাম্মদ ইরাদ আলী; টাটকা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী সিআইপি এমদাদুর রহমান চৌধুরী; সিকে ফুড লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম; ভেনিস গ্লাস অ্যান্ড ফ্যাশন লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক এম এম রহমান ও পরিচালক মাকসুদা বেগম; ম্যাকমার্ট গ্রুপ লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ফায়সাল আলম। যুক্তরাজ্য থেকে থাকছেন এনটিভি ইউরোপের নির্বাহী পরিচালক সাবরিনা হুসাইন এবং যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ কেটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অলি খান এমবিই এফআরএসএ। স্কটল্যান্ড থেকে আসছেন সংসদ সদস্য ফয়সাল চৌধুরী এমবিই এমএসপি। পোল্যান্ড থেকে থাকছেন ব্যবসা উপদেষ্টা মনসুর মাহবুব। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন ফায়সাল আলম, যিনি ইউরোপ সমন্বয়কের দায়িত্বে আছেন।

এ ধরনের আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য শুধুই প্রদর্শনী নয়। এটি প্রবাসী তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা বিশ্ববাজারের প্রবণতা বুঝতে পারে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়তে পারে এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে পারে। এক্সপোতে যুক্তরাষ্ট্রের দুই শতাধিক স্টলের সাথে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের ২টির মতো প্রতিষ্ঠান।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর নতুন শুল্কনীতি আরোপ করার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সারা বিশ্বের বাণিজ্য পুনঃবিন্যাস করতে হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপোকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধির একটা সুযোগ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে ঘিরে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে এক ধরনের আস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার বাইরেও পাট, চামড়া, তথ্যপ্রযুক্তি এবং কৃষিজাত পণ্যে দেশটি নতুন দিগন্ত খুঁজছে। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সেই পথচলার সেতু।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু সাংস্কৃতিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও নতুন পরিচয় গড়ে তুলছেন। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা তাদের গর্বের আয়োজন। এটি প্রমাণ করছে, বাংলাদেশিরা এখন আর কেবল শ্রমশক্তি নয়, বরং ব্যবসা ও বাণিজ্যের সৃজনশীল নেতৃত্বেও এগিয়ে আসছে। এক সময় প্রবাসীরা বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতেন গান, কবিতা আর সাংস্কৃতিক আসরে। আজ তারা দেশকে তুলে ধরছেন বৈশ্বিক অর্থনীতির মঞ্চে। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা তাই কেবল একটি বাণিজ্য প্রদর্শনী নয়; এটি বাংলাদেশি স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপো ২০২৫- এর আহ্বায়ক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের এ এক্সপোতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করায়

৬ পৃষ্ঠার পর

সরকার) আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায়।' ট্রাম্প আরও জানান, তিনি খুব 'শিগগির' অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে আপনার কথা বলব। আপনি খুব খারাপ ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন।' লায়নস আরেকটি প্রশ্ন করতে চাইলে ট্রাম্প আঙুল ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে এবং তাঁকে 'চুপ' করতে বলে অন্য সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে যান। অ্যান্থনি আলবানিজ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করতে চাইছেন।

নানা কারণে গত জুনে তাদের একটি বৈঠক ভেস্তে যায়।

তবে আগামী সপ্তাহে আলবানিজ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। সে সময় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে বলে গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জানান আলবানিজ। তিনি জানান, তিনি এবং ট্রাম্প 'নিউইয়র্কে দেখা করবেন।' তিনি বলেন, 'তিনি (ট্রাম্প) আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর রাতে একটি রিসেপশন আয়োজন করছেন। এ ছাড়া, বছরের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ফোরামে আমরা একে অপরকে দেখতে পাব বলে আশা রাখি।'

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

– সম্পাদক

লস এঞ্জেলেসের হলিউড পার্কে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মাণাধীন ‘কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ’-এর টপিং আউট সেরিমনি অনুষ্ঠিত

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পাশে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মাণাধীন বিলাসবহুল এই হোটেলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কৃতী উদ্যোক্তা ড. কালি প্রদীপ চৌধুরী, যিনি কেপিসি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ‘লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের এই কালি হোটেলের নির্মাণকাজ ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে। র্যামস-এর মালিক স্ট্যান ক্রোনকে তার বিশাল হলিউড পার্ক উন্নয়ন প্রকল্পে এগিয়ে যাচ্ছেন।বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ড. কালি প্রদীপ চৌধুরী একটি স্বপ্নের প্রকল্প অনুসরণ করছেন, যেখানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার ভেতরে একটি শহর নির্মাণ করতে চান, যার নাম দিতে চান ‘কালিফোর্নিয়া’- তাঁর নামের সাথে মিলিয়ে ‘ক’ অক্ষর দিয়ে বানান। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভ, মি বাংলাদেশে ৩৯ বারেরও বেশি সফর করেছেন রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে ১৪২ তলাবিশিষ্ট একটি আকাশচুম্বী ভবন গড়ে তুলতে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়েছে। ড. কালি প্রদীপ চৌধুরী তবুও আশা প্রকাশ করেছেন যে, সরকার যদি অনুমতি দেয়, তিনি জীবদ্দশায় এই ল্যান্ডমার্ক টাওয়ারটি সম্পন্ন করতে চান।

গত ১০ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পের অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে ‘কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ, অটোগ্রাফ কালেকশন’ টপিং আউট সেরিমনি অ্যাট হলিউড পার্ক আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রোনকে হোল্ডিংসের প্রেসিডেন্ট অটো মালি; ইঙ্গলউড শহরের মেয়র জেমস টি. বাটস; ক্লেকো’র প্রেসিডেন্ট ও শেয়ারহোল্ডার রায়ান ম্যাকগুইর এবং কেপিসি ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ড. কালি প্রদীপ চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘এবিসি৭ আইওয়িটনেস নিউজ’-এর জেনারেল অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্টার অ্যাশলে ম্যাকি।

৩০০ কক্ষবিশিষ্ট কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ, অটোগ্রাফ কালেকশন ক্রোনকের হলিউড পার্ক মাস্টার প্ল্যানের একমাত্র হোটেল প্রকল্প। ডেভেলপাররা আশা করছেন, এটি হবে ভিজিটিং ফুটবল ও বাস্কেটবল টিম এবং তাদের ভক্তদের থাকার অন্যতম পছন্দের স্থান। নির্মাতারা সম্প্রতি ১৩ তলা ভবনের সর্বোচ্চ বিম স্থাপন করেছেন, যা ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাড়তি শুল্ক এবং শ্রম ঘাটতির কারণে অনেক ডেভেলপার সমস্যায় পড়েছেন, আংশিকভাবে অভিবাসন নীতির পরিবর্তনের কারণে। তবে ‘লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’ জানিয়েছে, কেপিসি আগেভাগে জানালা, লিফটের যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য আমদানিকৃত নির্মাণ সামগ্রীর শুল্ক প্রদান করে রেখেছিল যাতে কোনো বিলম্ব না হয়। অফিসিয়ালি এই হোটেলের নাম ‘কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ, অটোগ্রাফ কালেকশন’। এটি ম্যারিয়টের অটোগ্রাফ কালেকশনের অংশ হবে, যেখানে মালিকরা হোটেল কাস্টমাইজ করতে পারবেন; কিন্তু ব্র্যান্ডের সুবিধা পাবেন। হোটেলটির নামকরণ করা হয়েছে এর ডেভেলপার ড. কালি প্রদীপ চৌধুরীর নামে। এটি আমেরিকায় কেপিসি ডেভেলপমেন্টের প্রথম হোটেল প্রকল্প।

কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ স্টেডিয়াম ড্রাইভে গড়ে উঠছে, যা ৭০ হাজার আসনের সোফাই স্টেডিয়ামের বিপরীতে কৃত্রিম লেকের পাশে অবস্থিত। এর প্রধান অবস্থান ইউটিউব থিয়েটার এবং নতুন খোলা ইন্টুইট ডোমের কাছাকাছি হওয়ায় এটি ক্রীড়া ও বিনোদনপ্রেমীদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হবে। ভেতরে থাকছে ৩৪টি সুইট, যার আকার

৬০০ থেকে ১২০০ বর্গফুট পর্যন্ত এবং কিছু সুইটে থাকবে ক্রীড়াবিদদের জন্য বিশেষ সুবিধা, যেমন ১১ ফুট উচ্চতায় স্থাপিত শাওয়ার হেড। সুবিধার মধ্যে থাকছে রুফটপ বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, যা থেকে সোফাই স্টেডিয়াম, ইন্টুইট ডোম এবং লস অ্যাঞ্জেলেস বিমানবন্দর -এর মনোরম দৃশ্য দেখা যাবে; তিনটি ডাইনিং ভেন্যু, একটি সুইমিং পুল, ইয়োগা টেরেস, স্পা, ফিটনেস সেন্টার, বলরুম এবং বিভিন্ন মিটিং স্পেস। দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত থাকা কিংবদন্তি জকি বিল শুমেকার এবং বিখ্যাত রেসহর্স সোয়াপসের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য এই হোটেলে স্থাপন করা হবে, যা একসময় পুরনো রেসট্র্যাকে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতো। কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ, ২০২৭ সালের সুপার বোল এবং ২০২৮ অলিম্পিকের মতো বৈশ্বিক ইভেন্টে আগত অতিথিদের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

কেপিসি’র মালিকানায় রয়েছে এবং এটি পরিচালনা করে ৫০ লাখ বর্গফুটেরও বেশি বাণিজ্যিক স্থাপনা, ১৮,০০০ একর বিস্তীর্ণ ভ,মি, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিক্যাল কলেজের একটি সমৃদ্ধ শৃঙ্খল, ওয়াইনরি, রিসোর্ট, শরীরচর্চা কেন্দ্র, আইটি হাব এবং আধুনিক বায়োটেক উদ্যোগ।

কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ, অটোগ্রাফ কালেকশন পরিচালনা করবে ভার্জিনিয়াভিত্তিক ‘ক্রিসেন্ট হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস’, যারা মালিকদের পক্ষে হোটেল ব্যবস্থাপনা করে। ডিজাইন করেছে ‘ল্যামার জনসন কলাবোরেটিভ’ এবং নির্মাণ করছে ‘ক্লেকো’। এটি যুক্তরাষ্ট্রে কেপিসি’র আতিথেয়তা খাতে প্রথম প্রকল্প, যেখানে ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

‘লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’-এর তথ্য অনুযায়ী, স্ট্যান ক্রোনকে প্রায় ৩০০ একর জায়গা নিয়ন্ত্রণ করছেন, যা আগে ছিল ঘোড়দৌড় ট্র্যাক। পুরো প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে এটি ডিজনিল্যান্ডের আকারের সাড়ে তিন গুণ হবে, যা পশ্চিম আমেরিকায় চলমান সবচেয়ে বড় নগর মিশ্র-ব্যবহারের উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1647, Saturday, September 20, 2025

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত টি ব্যাগে বিপজ্জনক মাত্রার বিষাক্ত ভারী ধাতুর উপস্থিতি, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশী গ্রোসারীতে এখনো বিক্রি হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক : স্থানীয় বাজার থেকে সংগৃহীত ১৩টি নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এগুলোতে দূষণের মাত্রা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত নিরাপদের মাত্রা বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় চায়ের ব্র্যান্ডগুলোর টি ব্যাগগুলোতে বিপজ্জনক মাত্রায় বিষাক্ত ভারী ধাতু পাওয়া গেছে বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার (ইএসডিও) নতুন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়, যা জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তা সুরক্ষার জন্য গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে নিউ ইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে বাংলাদেশী *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

দক্ষ কর্মীদের এইচ-১ ভিসা ফি ১,৫০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ডলার করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : এ সিদ্ধান্ত ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, কারণ এই ভিসার জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন করেন ভারতীরা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর করা এক নির্বাহী আদেশের ফলে এখন থেকে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

লস এঞ্জেলেসের হলিউড পার্কে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মাণাধীন ‘কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ’-এর টপিং আউট সেরিমনি অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকার লস এঞ্জেলেসের হলিউড পার্কে অনুষ্ঠিত হলো ‘কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ’-এর টপিং আউট সেরিমনি। স্বনামখ্যাত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তা ড. কালি প্রদীপ চৌধুরীর নেতৃত্বে নির্মিতব্য আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর এই ‘কালি হোটেল অ্যান্ড রুফটপ, অটোগ্রাফ কালেকশন-এর টপিং আউট সেরিমনি হয়ে উঠেছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় সোফাই স্টেডিয়ামের *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

মাহমুদ খলিলকে আলজেরিয়া অথবা সিরিয়াতে ডিপোর্টেশনের নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক : ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের নেতা মাহমুদ খলিলকে আলজেরিয়া অথবা সিরিয়াতে ডিপোর্টেশনের নির্দেশ দিয়েছে লুইজিয়ানার এক ইমিগ্রেশান বিচারক। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্কতা জারি করলো কানাডা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ ভ্রমণে নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেছে কানাডা।গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির সরকারি ওয়েবসাইটের ‘ভ্রমণ’ বিভাগে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সতর্কতা জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্কতামূলক হলুদ চিহ্ন জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ উচ্চমাত্রায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য তিন জেলায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সতর্কতা জারি করেছে কানাডা। এই অঞ্চলে সতর্কতামূলক লাল চিহ্ন প্রদর্শন করা হচ্ছে। অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপো শুরু

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের হৃদয় বলা হয় টাইমস স্কয়ারকে। সেই প্রাণকেন্দ্রের ম্যারিয়ট মার্কুইস হোটেলে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শুরু হচ্ছে চতুর্থ নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপো ২০২৫। শুধু নামের জৌলুস নয়, এই আয়োজনের ভেতর লুকিয়ে আছে ড় বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সোপান।

গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এবং বাংলাদেশ ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ২০২২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এই আয়োজন করছে। এ আয়োজনের প্রতিপাদ্য- *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

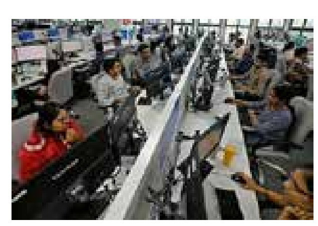

কর্মী ভিসায় ট্রাম্পের ফি আরোপে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোন দেশ

পরিচয় ডেস্ক : দক্ষ কর্মী ভিসার ওপর প্রতিবছর ১ লাখ ডলার ফি আরোপ করে গতকাল শুক্রবার একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন মার্কিন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিমান দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

পরিচয় ডেস্ক :গত মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের ব্যস্ত আকাশসীমা দিয়ে লন্ডনে যাওয়ার পথে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

রোগের পূর্বাভাস দেবে এআই

পরিচয় ডেস্ক : বিজ্ঞানীরা এমন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল তৈরি করেছেন, যা কয়েক বছর আগেই চিকিৎসাসংক্রান্ত রোগ নির্ণয়ের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। ভোক্তাদের ব্যবহৃত চ্যাটজিপিটির মতো চ্যাটবটের ভিত্তিতে থাকা একই প্রযুক্তি থেকে এ প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে বলে বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন বিজ্ঞানিরা। ব্রিটেন, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের গবেষকরা ন্যাচার জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন, রোগীর কেস-হিস্টরির ওপর ভিত্তি করে ডেলফি-২এম *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*